

হাজার বছরের
পুরাণ বাকীনা ভাষায়
বৌদ্ধগান ও দোহা

(চর্যাচর্যাবিশিষ্ট, সরোজবজ্রের দোহাকোষ,
কাহ্নপাদের দোহাকোষ ও ভাকার্ণব)

মুদ্রাসিক সাহিত্যাহরণী দালগোলাব

রাজা রাও ত্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের

সম্পূর্ণ ব্যয়ে

মহামহোপাধ্যায়: ত্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি. বাই. ই.

সম্পাদিত।

কলিকাতা

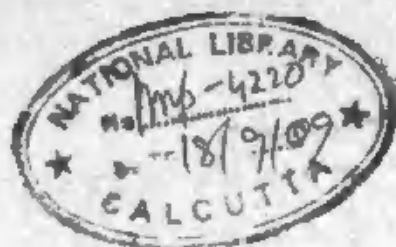
১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে মার্চ মাসে, দক্ষিণ-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে

ত্রীহরপ্রসাদ সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত।

১৯২৩

{ সাধারণ পৃষ্ঠা— ১
শাস্ত্রীয় পৃষ্ঠা— ২১
পরিষদের সাধারণ পৃষ্ঠা— ২ }

OUT OF PRINT



Printed by
R. C. Mitra, at the Visvakosha-Press
9, Visvakosha Lane, Bagbazar,
CALCUTTA

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। কৃষিকা	১—১৯
২। পদকর্তাদের পরিচয়	২১—৩৬
৩। চর্যাচর্য-বিনিময়	১—১৬
৪। সরোজবল্লভের দোহাকোষ	১১—১২০
৫। কৃষ্ণভার্গবের দোহাকোষ	১২৩—১৩২
৬। ভাষ্কর্য	১৩৫—১৬৮
৭। শব্দ-সূচী	১৬৯—২১০
৮। বোধ ভাবিক গ্রন্থকার-নামসূচী	১০—৩৮/০

মুখবন্ধ

যখন প্রথম চারিদিকে বাঙ্গালা যুগ বসান হইতেছিল এবং নোকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয়, বোধোদয়, চরিতাবলী, কথামালা পড়িয়া বাঙ্গালা শিখিতেছিল, তখন তাহারা মনে করিয়াছিল, বিভাসাগর মহাশয়ই বাঙ্গালা ভাষার জন্মদাতা। কারণ, তাহার ইংরাজীর অনুবাদ যাত্রা পড়িত, বাঙ্গালা ভাষায় যে আবার একটা সাহিত্য আছে এবং তাহা যে আবার একটা ইতিহাস আছে, ইহা কাহারও ধারণাই ছিল না। তারপর ওদা গেল, বিভাসাগর মহাশয়ের আবির্ভাবের পূর্বে দ্বারমোহন রায় ও শুভকর্মে ভট্টাচার্য্য বাঙ্গালার অনেক বিচার করিয়া গিয়াছেন এবং সেই বিচারের বহিও আছে। ক্রমে রামগতি ভায়রত মহাশয়ের বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস ছাপা হইল। তাহাতে কানীদাস, কুন্তিবাস, কবিকঙ্কণ প্রভৃতি কয়েকজন বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন কবির বিবরণ লিখিত হইল। বোধ হইল, বাঙ্গালা ভাষার তিন শত বৎসর পূর্বে খানকতক কাব্য লেখা হইয়াছিল; তাহাও এমন কিছু নয়, প্রায়ই সংস্কৃতের অনুবাদ। রামগতি ভায়রত মহাশয়ের লেখ-দেখ আরও দুই চারিখানি বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস বাহির হইল, কিন্তু সেগুলি সব ভায়রত মহাশয়ের ছাঁচেই ঢালা। এই সকল ইতিহাস মধ্যেও খৃষ্টাব্দের ৮০ কোটির লোকের ধারণা ছিল যে, বাঙ্গালাটা একটা নূতন ভাষা, উহাতে সকল ভাব প্রকাশ করা যায় না, অনুবাদ ভিন্ন উহাতে আর কিছু চলে না, চিন্তা করিয়া নূতন বিষয় লিখা যায় না, লিখিতে গেলে কথা গড়িতে হয়, নূতন কথা গড়িতে গেলে হয় ইংরাজি, না হয় সংস্কৃত ছাঁচে ঢালিতে হয়, বড় কটমট হয়।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী এইরূপ মনের ভাব লইয়া আমি বেঙ্গল লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান নিযুক্ত হইলাম, কিন্তু সেখানে গিয়া আমার মনের ভাব কিরিয়া গেল। কারণ, সেখানে গিয়া আমি অনেকগুলি প্রাচীন বাঙ্গালা পুস্তক দেখিতে পাই। (সে কালের ব্রাহ্মণেরা বৈষ্ণবদের একেবারে দেখিতে পারিত না। বিশেষ চৈতন্যের মনের উপর তাহাদের বিশেষ ঘেঁষ ছিল। শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণের বাড়ী বৈষ্ণবের বহি একেবারে দেখা যাইত না। নৈরাসিকেরাও আরও চটা ছিল। সুতরাং আমার অনুষ্টে বৈষ্ণবদের বহি একেবারে পড়া হয় নাই।) বেঙ্গল লাইব্রেরীতে আসিয়া দেখিলাম, বৈষ্ণবদের অনেক বহি ছাপা হইতেছে; তন্মু গানের বহি আর পদ্যভিনয়ের বহি নয়, অনেক জীবন-চরিত ও ইতিহাসের বহিও ছাপা হইতেছে। বাঙ্গালা দেশে যে এত কবি, এত পদ ও এত বহি ছিল, কেহ বিশ্বাস করিত না। তাই ১৮৯১ সালে কম্বুলেটোনার লাইব্রেরীর বাৎসরিক উৎসবে আমি একটি প্রবন্ধ পড়ি। ঐ প্রবন্ধে প্রায় ১৫০ জন কবির নাম এবং তাহাদের অনেকের জীবন-চরিত ও তাহাদের গ্রন্থের কিছু কিছু সমালোচনা করি। সত্যের গিরা দেখি, আমিও যেমন বাঙ্গালা সাহিত্য ও

ভাষার ইতিহাস সবচেয়ে বড় কিছু জানিতাম না, কথিকাম্প লোকই সেইরূপ, বাঙালার এত বহি আছে শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন, অর্থাৎ আমি যে সকল বচির নাম করিয়াছিলাম, তাহা প্রায় লক্ষ্যই ছাপা বাক্য, কলিকাতাতেই কিনতে পাওয়া যাইত। একজন সমালোচক বলিলেন,—“আমি প্রবন্ধ সমালোচনা করিব বলিয়া বাঙালী সাহিত্যের সব করবানি ইতিহাস খড়িয়া আসিয়াছি, কিন্তু আমি এ প্রবন্ধ সমালোচনা করিতে পারিলাম না।” আর একজন প্রসিদ্ধ লেখক ঢাকা হইতে লিখিয়াছিলেন,—“আমি যেন একটা নূতন ভাষাতে প্রবেশ করিলাম।”

এই সকল সমালোচনার উৎসাহিত হইয়া আমি ভাবিলাম, যদি ছাপা পুথির উপর প্রবন্ধেই এত নূতন খবর পাওয়া গেল, হাতের লেখা পুথি খুঁজিতে পারিলে না জানি কত কি নূতন খবর দিতে পাইব। সুতরাং বাঙালী পুথি বোজার জন্য একটা উৎকট আগ্রহ জন্মিল। সেই সময়ে রাজা রামেন্দ্রনাথ মিত্রের দেহান্ত হইল এবং বাঙালী, বিহার, আনাম ও উড়িষ্যার পুথি বোজার জার আমার উপর পড়িল, আমি সেই সঙ্গে বাঙালী পুথি খুঁজিতে লাগিলাম, টুয়েলিং পণ্ডিতদেরও বলিয়া দিলাম, কোমরা বাঙালী পুথির সম্বন্ধ জানিবে এবং পার ত কিনিবে। নানা কারণে আনার সংস্কার হইয়াছিল যে, ধর্ম্মমন্ডলের ধর্ম্মঠাকুর বৌদ্ধধর্ম্মের শেখ। সুতরাং ধর্ম্মঠাকুর সম্বন্ধে কোন পুথি পাইলে তাহার সম্বন্ধ করা, কেনা ও তপি করা এতদ্ভিন্ন আবশ্যিক, এ কথাটা আমি বেশ কতটা বুঝিয়া গিয়াছিলাম। শুদ্ধ তাই নহ, যেখানে ধর্ম্মঠাকুরের মন্দির আছে, সেইখানে হইতে মন্দির ও মন্দিরের দেবতার বিবরণ সংগ্রহ করিতে হইবে এবং ধর্ম্মঠাকুর সম্বন্ধে চলিত ছড়াও সংগ্রহ করিবে। প্রথমেই জাহাঙ্গীর দাশিক গঙ্গুলীর ধর্ম্মদল জানিয়া গিলেন। পুথির দাশিক ছাড়াও দিতে চায় না, বিজ্ঞানসম্মত নথ্যাবলীর সঙ্গে তাই পক্ষান্তরে বিজ্ঞানতত্ত্ব জানিন হইয়া দাশিক ১০০ দশ টাকা ভাড়ার আমাকে ঐ পুথি পাঠাইয়া দেন, আমি বাড়ী বসিয়া তাহা কপি করাই। পীতী ব্রাহ্মণের দোকান, জাহাঙ্গীরের পড়ুয়া, ধর্ম্মঠাকুরের বহি কোন লেখে এবং কেনন লেখে, জানিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ হইয়াছিল, তাই এইরূপ কঠোর নিয়মে আবদ্ধ হইয়া সে পুথিবানি ধার করিয়াছিলাম। সে পুথি বহুলিন হইল, সাহিত্য-পারিবারে ছাপা হইয়া গিয়াছে। আর একখানি পুথি পাইয়াছিলাম—শুভমুখ্য, রামাই পাণ্ডিতের লেখা। তাহাতে ধর্ম্মঠাকুরের পূজা-পদ্ধতি অনেক আছে এবং তাহার শেষে ‘নিবন্ধনের উদ্দেশ্য’ নামে একটা রামাই পাণ্ডিতের লম্বা ছড়া আছে। সে ছড়া পড়িলে ধর্ম্মঠাকুর যে বিন্দু ও মুসলমানের দ্বার, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। ব্রাহ্মণের অত্যাচারে অত্যন্ত প্রতীকৃত হইয়া ধর্ম্মঠাকুরের সেবকগণ গুহার নিকট উদ্ধার আশ্রয় করিল। তিনি যখনরূপে অবতীর্ণ হইয়া ব্রাহ্মণদের সর্বনাশ করিলেন। রামাই ঠাকুরের ছড়াগুলি নিকট মুসলমান অধিকারের পরে লেখা হইয়াছিল। বেশী পড়েও নহ। মুসলমানরা ব্রাহ্মণদের সজ্জ করিয়াছিল বেদিয়া ধর্ম্মঠাকুরের হল খুলী হইল, অথবা ইহাও হইতে পারে, তাহারাই খুলল-

মানকে জাকিয়া মানিয়াছিল। শূক্ৰপুৰাণ সাহিত্য-পরিষদের জন্ম নগেন্দ্র বাবু কাশাইয়াছেন। আর একখানি পুস্তক পাইয়াছিলাম, অনেক কষ্টে, অনেক পরিশ্রমের পর, মাদ্রাস-ডট্টের সন্দ্বন্দন; সেখানি খোদ হয, পঞ্চদশ শতাব্দীর লেখা; কাশে, তাহাতে হাতদেখে বড়মানুষ মজলুকোট প্রদান আদায়। আর একখানি পুস্তক পাইয়াছিলাম, তাহা না বাঙ্গালা, না সংস্কৃত, এক অপূরণ জাবার লিখিত। মজলুরের গোফের খেদে আছে,—
 “বক্তি জীরবুনন্দঃ।” অর্থাৎ বিনি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তিনি আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতে চান যে, তাহা রঘুনন্দনের জ্যোতিষশাস্তি-তত্ত্বের এক ভব; সুতরাং হিন্দুদিগের একখানি প্রমাণ-গ্রন্থ। উহাতে বর্ষাকালের ও তাঁহার আবরণ-সবতানপের উল্লেখ ও তাঁহার পুণ্যপঙ্কতির ব্যবস্থা আছে। এই পুথিখানি হইতে আরও বুঝিতে হইবে যে, রঘুনন্দনেরও পরে, বাঙ্গালা দেশে এক দৌল ছিল যে, তাহারের জন্ম একখানি ভব লেখাও আবদ্ধ। হইয়াছিল।

আমি যখন এইরূপে বাঙ্গালা পুথি সংগ্রহ করিতেছি, তখন নগেন্দ্র বাবুও আমার বৃত্ত পুথি সংগ্রহ কবিত্তে আগিলেন। তাঁহার পুথি-সংগ্রহ অন্তরূপ, তিনি বঙ্গ বনিতা পুথি কিনিতেন। বাহারী পাড়ারীয়ে বটজলার বাহি বেচিতে যায়, তারা বইয়ের বদলে পুথি গইরা আদিত, নগেন্দ্র বাবু তাহাদের নিকট পুথি কিনিতেন। তিনি কত পুথি কিনিয়াছিলেন, জানি না; তবে তাঁহার পুথিগুলি এখন ইউনিভার্সিটিতে আছে। আমি প্রায় পাঁচ শত পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। ঐতিহাসিক সোসাইটির অন্তর্ভুক্তকরণ করিয়া-ছিলাম, ঐতিহাসিক সোসাইটিতে আছে।

এই সময়ে বাঙ্গালা পুস্তক-সংগ্রহ-বিষয়ে আমার একজন সহায় জুটিয়াছিলেন। কুমিল্লা জুলের হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, বি এ, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস লিখিবেন বলিয়া ঐতিহাসিক সোসাইটির সাহায্য আর্জন্য করেন এবং বোনাইটি তাঁহার চিঠি আমাকে পাঠাইয়া দেন। ইহাতে পূর্জবাঙ্গালায় পুথি ঘোঁষার সুবিধা হইবে বলিয়া আমি আমার ট্রাবেলিং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী কল্যাণীকে এক বৎসরের জন্ম দীনেশ বাবুর কাছে রাখিয়া দিই এবং দীনেশ বাবুর কথামত বাঙ্গালা পুথি খরিদ করিতে বলি। আরও বলিয়া দিই যে, দীনেশ বাবু উহা বহু দিন ইচ্ছা রাখিতে পারেন। দীনেশ বাবুর সাহায্যে পরাগলির রহস্যরত, দুর্ভাগ্য অধ্যয়নকারী প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ খরিদ হয়।

যখন বর্ষাকালের সময়ে অনেকগুলি পুথি সংগ্রহ হইল এবং অনেক দ্রব্যও পাওয়া গেল, তখন বর্ষাকালের যে বৌদ্ধ, আমি একটি বাঙ্গালা গ্রন্থকে সেইট লিপিবদ্ধ করিলাম। এইরূপ লিপিবদ্ধ করার আশা অরণ এই যে, ঐ সময়ে বাঙ্গালার বাহা কিছু পাওয়া গিয়াছে, তাহার একটা ইতিহাস লিখিয়া রাখিয়া, নৈশালে হিন্দুধর্মের অধীনে বৌদ্ধ ধর্ম কিরূপ চলিতেছে, দেখিতে দাইব। সে প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার আমার কিছুমান ইচ্ছা ছিল না। প্রবন্ধটি যখন লিখিতেছি, তখন নগেন্দ্র বাবু আমার নৈশালী বাহাতে চান।

কথা ছিল, তিনি আমার সঙ্গে ঘাইবেন; উহার দাওয়া হইল না, সেই কথা বলিবার জন্য তিনি সেইদিন বান এবং সেখানে হইতে সাক্ষ্য-পত্রসহে দিব বলিয়া প্রবন্ধটি লইয়া আসেন। আসিয়া জমিলাম, আমার অকল্পিতভাবে যখন এই প্রবন্ধ পড়া হয়, তখন অনেকে ঘোরতর আপত্তি করিয়াছিলেন। একজন বলিয়াছিলেন,—জি! ভেগে মণিয়ারা যে ধর্ম্মাকুরের পূজা করে, সে ধর্ম্মাকুর কি না বোঝ! জি!

বা হোক, আমি নেপাল হইতে আসিয়া "Discovery of Living Buddhism in Hongai" নামে একটি ইংরেজী প্রবন্ধ ছাপাই। এইবার প্রকাশে বলিয়া দিই, ধর্ম্মাকুরের পূজাই বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ।

আমি মনে করি, বাঙ্গালা গ্রন্থি বোঝার এইটিই প্রথম ও প্রধান সুফল। ইহার দ্বারা আমরা বেশ জানিতে পারি যে, কেন ১২০০ শত বৎসর পূর্বে আদিমুর রাজা বালালা দেশে ব্রাহ্মণ আনাহঁবার জন্য এত ব্যস্ত হইয়াছিলেন, কেন ব্রাহ্মণদিগকে গ্রাম দান করিয়া বসাইবার জন্য রানার এত ব্যস্ত হইয়াছিলেন এবং কেন বালালা দেশে কতকগুলি ভাঁড় আটচরীর এবং কতকগুলি ক্ষাত প্রকোষের জনাটচরীর হইয়া রহিয়াছে।

এইরূপ বাঙ্গালা গ্রন্থি বোঝার আর একটি সুফল হইয়াছে। ইংরেজী ১৮৯৭-৯৮ বুটাকে যখন আমি ছুইবার নেপালে গাছি, তখন কতকগুলি সংস্কৃত পুস্তক দেখিতে পাই। উহার মধ্যে মধ্যে একরূপ নূতন ভাষা কিছু কিছু লেখা আছে; হয় সেগুলি সংস্কৃত ভাষা লেখা আছে, তাহারই প্রমাণস্বরূপ, অথবা মূলটাই সেই ভাষার লিখিত, টীকা সংস্কৃত। আত্মবর্ণন নামে একখানি পুস্তক আছে, ইহার মাঝে মাঝে এইরূপ নূতন ভাষার অনেক লেখা আছে। ভাকার্বব নামে গুনিয়াই আমি মনে করিলাম, সেগুলি ভাকপুত্রের বচন হইবে এবং তাই মনে করিয়া উহার একখানি নকল লইয়া আসি। পড়িয়া দেখি, সে বাঙ্গালা নয়, কি ভাষার লিখিত, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। আর একখানি পুস্তক পাইলাম, তাহার নাম "সুভাবিত-সংগ্রহ", উহারও মধ্যে মধ্যে একটি নূতন ভাষার কিছু কিছু লেখা আছে এবং আর একখানি পুস্তক দেখিলাম—"দৌহাকোয়-পঞ্জিকা"।

"সুভাবিত-সংগ্রহ" খানি বেণ্ডল সাহেব নকল করিয়া লইলেন এবং "দৌহাকোয়-পঞ্জিকা" খানি আমি নকল করিয়া লইলাম। বেণ্ডল সাহেব "সুভাবিত-সংগ্রহ" খানি ছাপাইয়াছেন এবং ছাপাইবার সময় আমার দৌহাকোয়-পঞ্জিকাখানি লইয়া যান, আমি দেখানি আর করিয়া পাঠ নাই। পরে শুনিতে পাইলাম, যে গ্রন্থিখানি হইতে আমার দৌহাকোয়-পঞ্জিকা নকল হইয়াছিল, তাহা ছাপানে চলিয়া গিয়াছে। ১৯০৭ সালে আমার নেপালে গিয়া আমি কয়েকখানি গ্রন্থি দেখিতে পাইলাম। একখানির নাম "চৌচর্য্য-বিনিস্তর", উহাতে কতকগুলি কীর্তনের স্থান আছে ও তাহার সংস্কৃত টীকা আছে। গানগুলি বৈষ্ণবধর্ম্ম শাস্ত্রের মত, গানের নাম "চৌচর্য্য"। আর একখানি পুস্তক পাইলাম— তাহারও দৌহাকোয়, প্রকাশের নাম "সকোয়কর", টীকাটি সংস্কৃত, টীকাবিশেষ নাম

অধিববজ। আরও একপানি পুস্তক পাইলাম, তাহার নামও বোহাকোব, এইবারের নাম কুকাচার্য্য, উহারও একটি সংস্কৃত টীকা আছে।

বেঙল যে স্কটল্যান্ড-সংগ্রহ ছাপাইয়াছেন, তিনি তাহার পরিশিষ্টে এই নূতন ভাষার আটশটি দোহা টীকাটিপ্তনী সমেত দিয়াছেন। তিনি বলেন,—ঐ ভাষা একটি প্রাচীন অপভ্রংশ ভাষা, তাহার একটি দোহা এখানে দিতেছি।

শুধু উবএলো অমিঅরজু হবহিং ন পিঅউ জেহি।

বহুমজমকখলিহি তিসিএ মরিখউ তেহি। [পত্রাক ১০২]

বেঙল সাহেবের পাঠ একটু আলাদা রকমের—

শুধু উবএলহ অমিক বহু হবহিং ন পীউ জেহি

বহু সখে(ণ) মকখলিহিং তিসিঅ মরিউ তেহি

প্রফেসর বেঙল তাহার প্রথম পরিশিষ্টে একবার বলিয়াছেন, ঐগুলি অপভ্রংশ ভাষা, আর একবার বলিয়াছেন, খৌক প্রাকৃত ভাষা এবং চতুর্থ পরিশিষ্টে শুদ্ধ প্রাকৃত শব্দ উহারের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং এ ভাষাটি যে কি, তিনি স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই। বাস্তবিক প্রাকৃত অপভ্রংশ পালি প্রভৃতি শব্দের কোন নিদ্রিষ্ট অর্থ নাই। সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হইলেই তাহাকে প্রাকৃত বলে। অশোকের শিলালিপিও প্রাকৃত, পালিও প্রাকৃত, জৈনপ্রাকৃতও প্রাকৃত, নাটকের প্রাকৃতও প্রাকৃত, বাঙ্গালাও প্রাকৃত, মরাঠাও প্রাকৃত। প্রাকৃত বাকরণে যে ভাষা কুগার না, তাহাকে অপভ্রংশ বলে। দণ্ডী কাব্যদর্শনে বলিয়াছেন,—ভাষা চার রকম,—সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও মিশ্র। দণ্ডী কোন কালের লোক, তাহা জানি না, তবে তিনি যে খৃঃ ৬ শতকের পূর্বে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি মহারাষ্ট্রভাষাকে ভাল প্রাকৃত বলিয়াছেন এবং সেই ভাষার শিথিল ‘সেতুবন্ধ কাণো’র উল্লেখ করিয়াছেন। তরত-নাট্যশাস্ত্রে ভাষার আর এক রকম ভাগ আছে। উহাতে বলে,—সংস্কৃত ছাড়া দুইটা ভাষা আছে, ভাষা আর বিভাষা। তিনি মহারাষ্ট্র ভাষার নাম করেন না, দাক্ষিণাত্য, অবতী, রাগনী, অর্জুনাগরী প্রভৃতিকে ভাষা বলেন, আর জাতীয়া, সৌবীয়া প্রভৃতিকে বিভাষা বলেন। তিনি প্রাকৃত একটা ভাষা বলেন না, উহাকে পাঠ বলেন। সংস্কৃত পাঠ ও প্রাকৃত পাঠ। সুতরাং যখন নাট্যশাস্ত্র লেখা হয়, অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ২য় শতাব্দীতে তির তির দেশে তির তির ভাষা প্রচলিত ছিল, ভাষা অর্থাৎ সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন ভাষা, যেগুলি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন নয়, সেগুলি বিভাষা। তিনি বলিয়াছেন,—বিভাষাও নাটকে চর্চিত্তে পারে, কিন্তু অল্প, বাঙ্গালীক প্রভৃতি ভাষা একেবারে চলিবে না। তরত-নাট্যশাস্ত্রে ও দণ্ডীর কাব্যদর্শনে ভয়ানক মতভেদ দেখা যায়। বরফটি “প্রাকৃত-প্রকাশে” মহারাষ্ট্রী, সৌবঙ্গিনী, মাগধী ও পৈশাচী চারিটি ভাষা প্রাকৃত বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে মহারাষ্ট্রীর প্রকৃতি সংস্কৃত, সৌবঙ্গিনীর প্রকৃতি মহারাষ্ট্রী, পৈশাচীর প্রকৃতি সৌবঙ্গিনী। আরও অনেক প্রাকৃত বাকরণ আছে। যিনি যখন প্রাকৃত বাকরণ পিখিয়াছেন,

কর্তব্যগুলি প্রাকৃত বহিঃকর্তব্য একখানি ব্যাকরণ লিখিয়াছেন এবং তাহার সত্যিকার মিলিয়ে না, তাহাকে অপভ্রংশ বলিয়াছেন। এতদ্বারা যে কত অপভ্রংশ তাহা হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। তাই ভাগ করিয়া বৃদ্ধির প্রকার চারণ প্রথমতঃ বর্ণনা করিয়াছেন। যে ভাষার বেশী বিস্তৃতি নাই, সেই অপভ্রংশ। ভারতবর্ষে অধিকাংশ চলিত ভাষার বিস্তৃতি নাই, তাহা সবই অপভ্রংশ। প্রফেসর বেঙল এই নূতন ভাষাকে অপভ্রংশ বলিয়াছেন বলিয়াই আমরা এত কথা বলিলাম। আমার বিশ্বাস, ভারত এই ভাষা লিখিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা ও উত্তরকটকীয় দেশের লোক। অনেকে যে বাঙ্গালী ছিলেন, তাহার প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। যদিও অনেকের ভাষার একটু একটু ব্যাকরণের প্রভেদ আছে, তথাপি সমস্তই বাঙ্গালী বলিয়া বোধ হয়। এ সকল প্রত্ন তিব্বতীয় ভাষার তর্জমা হইয়াছিল এবং সে তর্জমা তেজুরে আছে। প্রফেসর বেঙল ছই চারি ভাষার এই তর্জমা ব্যবহার করিয়াছেন। ইংরাজি ৭ হইতে ১৩ শতাব্দীর মধ্যে তিব্বতীয় সংস্কৃত বহিঃকর্তব্য করিত, শুদ্ধ সংস্কৃত কেন, ভাবতবর্ষের সকল ভাষার বহিঃকর্তব্য করিত, অনেক সময়ে তাহার তর্জমার ভাবিধ পর্যন্ত বিবরণ রাখিয়াছেন। তাহা হইলে এই বাঙ্গালী বহিঃকর্তব্য ৭ শত হইতে ১৩ শতাব্দীর মধ্যে লেখা হইয়াছিল ও তর্জমা হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় ৮২১-১০১১-১২ শতাব্দীতে এই সকল বহিঃকর্তব্য লেখা হইয়াছিল বলা যায়। প্রফেসর বেঙল কয়েকটি দৌহা নাই পাইয়াছিলেন, আমি হইখানি দৌহাকোষ পাইয়াছি, একখানিতে তেরিশটি দৌহা আছে, আর একখানিতে আর এক শতটি আছে। শেখোক্ত দৌহাখানির সর্বত্র সূত্র নাই। টীকার মধ্যে অনেক স্থলে পুরা দৌহাটি ধরিয়া দেওয়া আছে, অনেক স্থলে কেবল আশঙ্কর ধরিয়া দেওয়া আছে। তবে ১০০ এক শতাব্দীর অধিক হইবে ত কম হইবে না। দৌহাগুলিতে গুরু উপর ভক্তি করিতে বড়ই উপদেশ দেয়। ধর্মের সূত্র উপদেশ গুরু বৃদ্ধ হইতে গুণিতে হইবে, পুত্রক পড়িয়া কিছু হইবে না।

১. একটি দৌহার বর্ণনা—গুরু বৃদ্ধের অপেক্ষাও বড়। গুরু যাহা বলিবেন, বিচার না করিয়া তাহা গুণ্যসাৎ করিতে হইবে। সরোজহৃদয়ের দৌহাকোষে এবং অপরত্রের
২. টীকার বড়ত্বপূর্ণের বর্ণন আছে। (দেই বড়ত্বপূর্ণ কি কি?—ব্রহ্ম, ঈশ্বর, অর্হত, বৌদ্ধ,
৩. দৌহাযত ও সত্য। জাতিভেদের উপর প্রত্যেকের বড় রাগ। তিনি বলেন,—প্রাচীন প্রকার সূত্র হইতে হইয়াছিল, বখন হইয়াছিল, তখন হইয়াছিল, এখন ও অন্তঃকরণে হয়, প্রাচীনও সেইরূপে হয়, তবে আর প্রাচীনই রহিল কি করিয়া? যদি বলা, নাহিলে প্রাচীন হয়, চতুর্দশকে সংস্কৃত হইত, সে প্রাচীন হোক; যদি বলা, বেদপড়িলে প্রাচীন হয়, তাহাও পড়ুক। আর তাহা পড়িতে, ব্যাকরণের মধ্যে ত বেদের শব্দ আছে। আর আশঙ্কন বি বিনে যদি বৃদ্ধ হয়, তাহা হইলে অল্প লোকে বিকৃত না। হোম করিলে বৃদ্ধি বহু হোক না হোক, দৌহা চকের পীড়া হয়, এই বাক্য। তাহার প্রমাণ প্রমাণ বলা। প্রথম তাহার অর্থসম্বন্ধের সত্যই নেই, আর অল্প দিন বেদের পঠিত

সিদ্ধ নহে, সুতরাং বেদেরই প্রামাণ্য নাই। বেদ ত আর পরমার্থ নহে, বেদ ত আর সত্য নিকা দেয় না, বেদ কেবল বাজে কথা বলে।

৬. বাহারা ঈশ্বরবর্ষ মানে, তাহাদের সম্বন্ধে সরোজবল্লভ বলেন,—ঈশ্বরপরায়ণেরা গায়ে ছাই মাখে, মাথার জটা ধরে, ঐদীপ জালিয়া ঘরে বসিয়া থাকে, ঘরের ঈশান কোণে বসিয়া বণ্টা চাঙ্গে, আগুন করিয়া বসে, চক্ষু মিটমিট করে, কানে ধূসুধূসু করে ও গোককে ধাঁধা দেয়। অনেক 'রক্তী' 'মুক্তী' এবং নানাবেশধারী লোক এই স্বরূপে মতে চলে। কিন্তু যখন কোন পরার্থই নাই, যখন বস্তাই বস্ত্র নহে, তখন ঈশ্বরও ত বস্ত্র, তিনি কেমন করিয়া থাকেন। ব্যাপকের অভাবে ত ব্যাপ্য থাকিতে পারে না। বলিবে, কর্ত্তী বলিয়া ঈশ্বর আছেন, যখন বস্ত্রই নাই, তখন ঈশ্বর কি করিবেন?

৭. কপণকদের সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন,—কপণকেরা কণট মারাজাল বিস্তার করিয়া লোক ঠকাইতেছে, তাহারা ভয় জানে না, বলিবে যেন দায়ণ করিয়া থাকে এবং আপনার শরীরকে কষ্ট দেয়। নম্র হইয়া থাকে এবং আপনার কেশোৎপাটন করে। যদি নম্র হইলে মুক্তি হয়, তাহা হইলে শৃংখল-জুড়ুর মুক্তি আগে হইবে। যদি গোমোৎপাটনে মুক্তি হয়, তাহা হইলে অনেক পদার্থের মুক্তি হইবে। মদুগুচ্ছ গ্রহণ করিলে যদি মুক্তি হয়, তাহা হইলে হাতী-ঘোড়াকে ত মদুগুচ্ছ দিয়া জালিয়া, তাহা হইলে তাদের আগে মুক্তি হওয়া উচিত। সরোজবল্লভ আরও বলেন,—কপণকদের যে মুক্তি, সে আমার কিছুই বলিয়া মনে হয় না। তাহারা ভয় জানে না, তাহারা জীব বলিয়া যে পরার্থ মানে, সে জীব জীবই হইতে পারে না, সকলই কারণ হইতে উৎপন্ন হয়, সকলই জাতি। তাহারা বলে,—মোক নিভা, কিন্তু এ কথা হইতেই পারে না, কারণ, তাহারা বলে, ব্রহ্মাণ্ডের উপর মোক ছত্রাকারে ছিন্নাশী হাঙ্গার যোজন ব্যাপিয়া আছে, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ড ত অনিত্য, তাহার ত নাশ আছে, ব্রহ্মাণ্ড নাশ হইলে ছত্র কোথায় থাকিবে? মোক মোল হইয়া যাইবে।)

৮. অমরণের সম্বন্ধে সরোজবল্লভ বলেন,—যে বড় বড় স্ববির আছেন, তাহারাও বশ শিষ্য, তাহারাও কোটি শিষ্য, সকলই লেকরা কাপড় পাবে, সম্রাসী হয় ও লোক ঠকাইয়া যায়। বাহারা হীনদান, তাহাদের যদি শীলভঙ্গ হয়, তাহারা তৎক্ষণাত্ নরকে যার। বাহারা শীল রক্ষা করে, তাহাদের না হয় স্বর্গই হউক, যোক হইতে পারে না। বাহারা মহাদান আশ্রয় করে, তাহাদেরও যোক হয় না, কারণ, তাহারা কেহ কেহ স্ত্রী ব্যাঘ্র করে, কিন্তু তাহাদের ব্যাঘ্রা অদ্ভুত, সে সকল নুতন ব্যাঘ্রের কেবল নরকই হয়। কেহ পুত্রক লেখে, কিন্তু পুত্রকের অর্থ জানে না, 'সুতরাং তাহাদের নরকই হয়। মহান পদা তির পদাই নাই। মহান পদা ওকর সুখে ওনিতে হয়।

৯. এখানে পুথির একটি পাতা না থাকায় সরোজবল্লভ কি প্রকারে লোকায়ত ও সাংখ্যমত প্রবণ করিয়াছেন, তাহা বলা যায় না। তিনি বলেন,—সহজ-মতে না আসিলে মুক্তি

কোন উপায়ই নাই। সহজ-বশেষে বাচ্য নাই, বাচক নাই এবং ইহাদের মঙ্গলও নাই।
যে যে উপায়ে মুক্তির চেষ্টা করুক না কেন, শেষ সকলকে মঙ্গল পথেই আশিত্তে করিবে।
তিনি বলেন,—আমুখ আপনাদের সত্যবটাই বুঝে না। ভাবিত নাই, অভাবিত নাই, সকলই
স্বপ্নরূপে স্বর্গীয় ভব শু নির্জীব কোমল প্রবেশ নাই। দুই এক, স্তম্ভে সহস্রাঙ্গ
স্বর্গবাসী : মাহুকের স্বভাব যদি এই হইল, তখন তাহাকে বন্ধ কার কে ? স্বপ্নোক্তপাথের
যে দুইটি দোহা এই,—

পর অঙ্গণে মৃত্তিকি কল মঙ্গল নিরন্তর বুদ্ধ।

এতসো নিম্নল পদে পট চিত্ত সহ্যেই শুদ্ধ।

আপনি হ'ল পর, এ ভাবিত করিত না (দুই এক) : সকলই নিরন্তর বুদ্ধ, এই সেট নির্জীব
পরমপুরুষ নিম্নল কল মঙ্গল বুদ্ধ ;

অব্যচিহ্ন উৎকর্ষ ফরাউ তিহুজনে বিহা (৪)

কলক মুক্তিস কল ধরই গামে পর উজার। [পত্রাঙ্ক ১১৯]

অব্যচিহ্নকর ত্রিভুবন বিধৃত হুঁহা স্মৃতি পাথ, তখন কলকার ফু ফোটে এবং কল
ধরে, সে ফলের নাম পর-উপকার।

যতদূর সংক্ষেপে পারিলান, সম্রাটহবজ্ঞপাথের দোহা ও অব্যবহের টীকা মূল কথাগুলি
বলিয়া দিলাম। সহজিক ধর্মের বত বই আছে, সকলেরই মূল কথা ঐ এক, ফিক ইহাতে
একটি মুক্তি আছে ; সেটি—ই যে, সহজিক ধর্মের সকল বইই সত্য্য ভাবিয়া দেখা। সত্য্য
ভাবিয়া মানে, আলো আধারি ভাষা, ততক আলো, কতক অন্ধকার, আনিক বুঝা যায়, আনিক
বুঝা যায় না অর্থাৎ এই সকল উচ্চ আলোক ধর্মকথার সত্য্যের একটা অংশ ভাষায় বর্ণিত
আছে ; সেটা খুলিয়া ব্যাখ্যা করিবার নয়। ইহারা সাদন-ভঙ্গন করেন, তাহারাই সে কথা
বুঝিবেন, আশ্বাসের বুদ্ধির কার নাই। আমরা সাহিত্যের কথা কহিতে আগিয়াছি, সাহিত্যের
কথা কহি কহিব।

এখন এই যে ভাষা, তাহাকে আমি বাঙালা বলিতেছি, ইহা বাঙালা কি না ? সম্রাটহ-
বজ্ঞের দুইটা দোহা ত্রিভূত একটা গান দিই। এই গানটি—বাঙালা-বাংলা-বাংলা নামক সহস্রাঙ্গ
প্রবেশ আছে। সম্রাটহ পদ বাঙালায় সরহ হ'ল, এই গানের ভিত্তিতে সরহ আছে—

অপনে এটি গিতি কবিতা-গলা

মিটে লোক বজ্রাবদে অপনো গলা

অপনে ন জাগে অচিহ্ন কোই

জাম মরণ ভব কইমণ ছোঁটা জাম

অহাঙ্গ ভায় মরণে তটনো

জীবন্তে মঙ্গলে গাই বিবেশে । ১২ ।

জাএধু জাম মরণ বিসকা।

সো করউ রস রসায়ণেরে কংখা ॥ ৫ ॥

জে নচচাচের ভিখস ভমখি

তে অজরামর কিম্পি ন হোজি ॥ ৬ ॥

জানৈ কাম কি কামে জাম

পরহ ভগতি অচিহ্ন সো ধাম । ৭ ৭ (পত্রাক ৩৮)

লোক মিথ্যা মিথ্যা আপনার মনে মনে তব ও নির্কাণ স্বচনা করিয়া করিয়া আপনাকে বদ্ধ করিতেছে। আমরা কিন্তু অচিন্তা যোগী, আমরা জানি না, জন্ম-মরণ এবং জন্ম কিরূপ হয়। জন্মক বেমন, মরণও তেমন, জীবন ও মরণে কিছুমাত্র বিশেষ নাই, এ ভাবে বাহ্যিক জন্ম ও মরণের শব্দ আছে, সেই রস ও রসায়নের চেষ্টা করুক। যে সকল বৌদ্ধীরা মনও চর্য্যচরে ও স্বর্গে ভ্রমণ করে, তাহারা অজর এবং অমর কিছুই হইতে পারে না। সরহ বলে,—কায় হইতে কৰ্ম হয়, কি কৰ্ম হইতে জন্ম হয়, সে কথা স্থির করা যোগিদেবের পক্ষে অচিস্তনীয়।

এসিদ্ধান্তিক লোসাইটির পুঁথিখানার ১৯৯০ নম্বরে তিনখানি তালপাতা আছে, উহাতে শাস্তিদেবের জীবন-চরিত যেরূপ আছে। তালপাতাগুলি নেওরায়ী অক্ষরে লিখিত, অক্ষরের আকার দেখিয়া বোধ হয়, ইংরাজী ১৪ শতকে লেখা হইয়াছিল। শাস্তিদেব একজন রাজার ছেলে। যে দেশের রাজা, সে দেশের নামটি পড়া যায় না। রাজার নাম মল্লবর্মা। তারানাথ বলেন,—শাস্তিদেব সৌভাত্তের রাজার ছেলে। বেমন মাহেবও তাহাই বলিয়াছেন। একথা কিন্তু আমার ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। কারণ পরে প্রকাশ হইবে। রাজা শাস্তিদেবকে যুবরাজ করিবার ইচ্ছা করিলেন। শাস্তিদেবের বা উহাকে বলিলেন,—তুমি যুবরাজ হও ও পরে রাজা হও, ক্রমেই পূর্ণে ভূবিবে। তুমি যদি ভাল চাও, নিজের উন্নতি চাও, যে দেশে বৃহৎ ও বোধিসত্ত্বেরা গিয়াছেন, সেই দেশে যাও। তুমি যদি মল্লবজের কাছে উপদেশ লইতে পার, তোমার ধর্মের উন্নতি হইবে। এই কথা শুনিয়া শাস্তি একটি সবুজ ঘোড়ার চড়িয়া আপন দেশ ত্যাগ করিলেন। কয়েক দিন ধরিয়া তিনি ঘোড়ার উপরেই রহিলেন, তাহার-নিজা এক প্রকার বদ্ধ হইয়া গেল। একদিন একটি নিবিড় বনের মধ্যে এক মল্লবী বাম্বিকা তাঁহার ঘোড়ার লাগাম ধরিল এবং তাঁহাকে নানিতে বলিল। সে তাঁহাকে ভাল ভাল খাইতে দিল এবং পাঠের ব্যাস পাওয়াইয়া দিল। পরিতরে জানা গেল, সে মেয়েটি মল্লবজমন্দির শিষ্যা। মল্লবাজের নাম তিনরাই শাস্তিদেব শিষ্যিয়া উঠিলেন; বলিলেন,—আমি উহাবই নিকট উপদেশ লইতে আসিয়াছি। তখন উভয়ে মল্লবজের নিকট গেলেন; শাস্তিদেব তাঁহার নিকট বার বৎসর রহিলেন এবং মল্লবী সহকে জ্ঞান লাভ করিলেন। বার বৎসরের পর তাঁহার গুরু বলিলেন, তুমি মধ্যদেশে যাও। শাস্তিদেব মধ্যদেশে গিয়া মধ্যদেশ রাজার বাড়তি হইলেন। বাড়তি শব্দ এখন প্রচলিত নাই। পূর্বে এ কথাটি বেশ চলিত ছিল, উহার অর্থ সেনাপতি। আমাদের দেশের পরমেশ্বরের চামিট আশ্রম আছে, তাহার মধ্যে একটি বাড়তি আশ্রম অর্থাৎ বাড়তি-

শ্রমের বোঝা শুধু ছাউনিতে মগন বিক্রয় করিত। অনেক বড় বড় নগরে রাউতগাড়া নামে একটি পাড়া থাকিত। রাউত হইয়া শান্তিদেবের নাম হটল অচলসেন। তাঁহার একখানি দেবদাক কাঠের তরবারি ছিল, তিনি সে তরবারি কাছদেশে রাখিয়াইছেন না। ক্রমে তিনি রাজার একজন প্রধান শ্রমগার হইয়া উঠিলেন, অজ্ঞাত রাউতেরা তাঁহার হিংস পরিচয় লাগিল, ক্রমে তাহার টের পাইল যে, অচলসেনের তরবারি কাঠের। তাহার রাজাকে বলিল—আপনি অচলসেনকে এর ভালবাসেন ওর তরবারি-ত কাঠের, ও কি করিয়া বৃদ্ধ করিবে? তাই শুনিয়া রাজা একদিন হুকুম দিলেন, আমি সকলের তরবারি পরীক্ষা করিব। সকলই তরবারি দেখাইল, অচলসেন কিছুতেই রাজি হইল না। রাজা জিন করিতে লাগিলেন। তখন সে বলিল, আমার তলবারের সঙ্গে আপনি অন্ধ হইয়া গাইবেন। যদি নিভাস্ত দেখিতে চান, একটি চক্ষু বাদিয়া রাখুন, অপর চক্ষে দেখুন। রাজা তাহাচি করিলেন, তাঁহার একটি চক্ষু কাণা হইয়া গেল। রাজা খুব খুসি হইলেন এবং অচলসেনের খুব প্রশংসা করিতে লাগিলেন; কিন্তু অচলসেনের আর রাউতগিরি করা হইল না। সে পাবের উপর আছড়াইয়া তলবার-খানি ভাঙিয়া ফেলিল, রাউতের বেশ ভাঙা করিল এবং নালন্দার গিয়া ভিক্ষু হইল। সে নালন্দার এক প্রান্তে একখানি কুঁড়ে করিল এবং সেখানেই বাস করিতে লাগিল। সে দ্বিপিটকের ব্যাখ্যা শুনিত এবং ধোম করিত। সে সর্বদা শান্তভাবে থাকিত, তাই লোকেরা তাকে শান্তিদেব বলিত। নালন্দার মধ্যে তাহার আর একটি নাম হইয়াছিল কুহক, কারণ, “কুহকোপি প্রভাবতঃ যুগোপি কুটিঃ গতোপি চন্দ্রাবতি কুহকসমাদিসমাপন্নতঃ কুহকুন্য-খ্যাতঃ সতেরপি।” অর্থাৎ ভোজনের সময় তাঁহার মূর্তি উজ্জল থাকিত, পরনের সময় উজ্জল থাকিত এবং কুটিতে বসিয়া থাকিলেও উজ্জল থাকিত।

এইরূপে বহু দিন যাব। শান্তিদেব তাহার সহিত বড় একটা কথা কহিতেন না, আপন মনে আপন কাজ করিয়া বসিতেন, কিন্তু দেহেশুলা তাঁহার সহিত চুপসি আরম্ভ করিল। অনেকের সংসার হটল, তিনি কিছু জানেন না, সুতরাং একদিন তাঁহাকে অশ্রুস্ত করিতে হইবে। নালন্দার স্রীতি ছিল, কোথা গায়ে শুক্লবস্ত্রীতে পাঠ ও ব্যাখ্যা হইত, নালন্দার বড় বিহারের উত্তর-পূর্ব কোণে এক প্রকাণ্ড ধর্মশালা ছিল, পাঠ ও ব্যাখ্যার জন্য সেই ধর্মশালা নামান হইত। সব পণ্ডিতেরা সেখানে আনিতেন এবং অনেক লোক শুনিতে আসিত। যখন সত্য বসিয়াছে, পণ্ডিতেরা আসিয়াছেন, সব প্রস্তুত, ছেলেরা খরিয়া বসিল,—শান্তিদেব ভোমার আদ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতে হইবে। পাতি বতই গুরুবাকি হন, ছেলেরা ততট জিন করে, পের উদার। তাঁহাকে খরিয়া বসিতে বসাইয়া দিল। তাহার মনে করিল, এ একটি কথা কহিতে পারিবে না, আমর্য কাসিব ও চাত্তাবি দিব। শান্তিদেব গম্ভীরভাবে বসিয়া বসিলেন,—“কিন্তু অর্থাৎ পঠাধি অর্থাৎ বা।” তনিয়াই পণ্ডিত সকল বদ হইয়া গেলেন। তাঁহার আগ লনি-রাছেন, অর্থাৎ শুনে নাই। তাঁহার বলিলেন—ও গুরে প্রস্তে কি? শান্তিদেব বলিলেন,—পরমার্থজানীর নাম পুনি অর্থাৎ তিনি বৃদ্ধ এক জিন; তিনি বাহা বলিয়াছেন, তাহাই অর্থাৎ।

যদি বল, স্মৃতি প্রকৃতি নিম্নোক্ত উপদেশ দিয়াছেন যে সকল গ্রন্থে, তাহা কেমন করিয়া আর্ষ হইল ? তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, পুৰাণ আর্ষ মৈত্রেয় বলিয়া গিয়াছেন :—

যদর্থব্রহ্মসংস্পর্শং তদ্ব্যক্তং তদ্ব্যক্তং তদ্ব্যক্তং তদ্ব্যক্তং তদ্ব্যক্তং ।

ভবে ভবেচ্ছাতিশয়শাস্ত্রং তদ্ব্যক্তং তদ্ব্যক্তং তদ্ব্যক্তং তদ্ব্যক্তং তদ্ব্যক্তং ।

অতএব আর্ষ গ্রন্থ হইতে পণ্ডিতগণ যাহা আকর্ষণ করিয়া লইয়াছেন, তাহাই অর্থাৎ আর্ষ স্মৃতি প্রকৃতি যে উপদেশ, তাহা আর্ষ, যেহেতু ভগবান্ তাহার অধিষ্ঠাতা। পণ্ডিতেরা বলিলেন,—আমরা আর্ষ অনেক শুনিয়াছি, তোমার কাছে কিছু অর্থাৎ শুনিব।

ইতিপূর্বেই শাস্তিদেব বোধিচর্যাবতার, শিক্ষা-সমুচ্চয় ও হৃদ-সমুচ্চয় নামে তিনখানি অর্থাৎ গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তিনি কিয়ৎকণ ধ্যান করিতে লাগিলেন, শেষ বোধিচর্যাবতার পাঠ করিতে লাগিলেন। প্রথম হইতেই পাঠ আরম্ভ হইল, বোধিচর্যাবতার অতি অল্পলিখিত হইয়া সূত্রে বাণী, ভাব অতি গভীর, সংক্ষিপ্ত ও মধুর। পণ্ডিতেরা ব্রহ্ম হইয়া জন্মিতে লাগিলেন। ছেলেরা মনে করিয়াছিল, লোকটাকে হামিয়া উড়াইয়া দিবে, তাহার ভক্তিকে আগ্রস্ত হইয়া উঠিল। ক্রমে যখন পাঠ জন্মিতে লাগিল, যখন মহাবানের বৃদ্ধের ব্যাখ্যা হইতে লাগিল, যখন শাস্তি মধুরবরে—

যদা ন ভাবো নান্ধাবো মতে: সস্থিত্তে পুত: ।

তদানন্তরভাবেন নিরালম্ব: প্রশম্যতি ॥

এ শ্লোক ব্যাখ্যা করিতেছেন, ইহাৎ স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল, আর উজ্জলবর্ণ বিনানে চাঁড়মা, শরীর-প্রত্যয় দিগন্ত আলোকিত করিয়া মল্লিকী নামিতে লাগিলেন। ব্যাখ্যা শেষ হইল, তিনি শাস্তিদেবকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বিনানে তুলিয়া স্বর্গে জইয়া গেলেন। পরদিন পণ্ডিতেরা তাহার কুটিতে গিয়া বোধিচর্যাবতার, শিক্ষা-সমুচ্চয় ও হৃদ-সমুচ্চয় তিনখানি পুঁথি পাইলেন ও তাহা প্রচার করিয়া দিলেন। এই তিনখানির হইখানি পাওয়া গিয়াছে, কেবল হৃদসমুচ্চয় পাওয়া যায় নাই। যে হইখানি পাওয়া গিয়াছে, তাহা ছাপানও হইয়াছে। শাস্তিদেব ও ভৃগুকে যে এক ব্যক্তি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; পূর্বে যেমন মন্ত্ররূপাদেব কতকগুলি গান দিয়াছি, সেইরূপ ভৃগুকেও কতকগুলি গান আছে। গানের ভৃগু ও শাস্তিদেব এক কি না, অবিসরে সন্দেহ। কারণ, গানগুলি মহাবানের ও পুঁথিগুলি মহাবানের। কিন্তু শিক্ষা-সমুচ্চয়ের কুনিকায় বেড়াল মাছেব বলিয়াছেন যে, এ পুঁথিকে তারিক মতের ফণা আছে। কিন্তু সে অতি অল্প। এসিয়াটিক সোসাইটির পুঁথিখানায় ৪৮০১ নম্বরের যে পুঁথি আছে, তাহাও ভৃগুপাদের লেখা। এই পুঁথিখানি সম্পূর্ণ নহে, সাতটি নাত্র পাতা, কিন্তু এখান পুঁথিখানার সহজবোধ্য পুঁথি। ইহাতে সহজবোধ্যের কুটি-নির্ধারণ ভোজন-বিধি, শয়ন-বিধি প্রকৃতি নানা বিধি আছে। ইহাতে যম ঋতু ও তাহার আত্মসম্বন্ধ ব্যাপারেরও ক্রটি নাই। ইহাতেও বায়না ছড়া আছে, এই পুঁথির অক্ষরও খুব প্রাচীন। ইহা হইতে একটি বায়না শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

স্ববিকলা যেনই, শাপকলা যারই, বেশি বাট বহুই ।
 তোড়হ সমতা সমরস স্মৃতি ন করিতে কাগজ লগফলা যার ॥
 আরও— অল্প গঙ্গরতু চন্দন বারহ অকণ্ঠে ফরল করি শরন অক ।
 প্রহর্যাপি শপি সমরস আয় রাউত বোলে প্রহর্যাপি তর ।
 বেআলও চউক চর্ঘ্যাহ প্রকায জাড়ি ন বাই
 মো ছর যোগীএ ন জানহ ধোচ গুরু নিন্দা কতি দোপ ।

শাক্তদেব যে শাক্তদেব নামেই একখানি বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাঃ
 গ্রন্থের আখ্যায়িকায় তেজুর কইতে পাইয়াছি । সে গ্রন্থখানির নাম ঐশ্বর্যনামাঙ্কনমাহাযোগ চন্দ্রবিদ্য
 বিদ্যি । এইখানে লেখা আছে, শাক্তদেবের বাড়ী ছিল জাহোর । জাহোর কোথায়, জানা
 যায় না । কিন্তু পবকর্তা রাউত তুজুর বাড়ী যে বাঙ্গালার ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই ।
 কারণ, চর্ঘ্যচর্ঘ্যাবিন্চয়ে তুজুর একটি পান আছে ; সেটি এই,—

বাম পাব পাড়ো পউরা খালে বাঁচিউ
 অকল বদায়ে রেশ সুড়িউ ॥ ৩ ॥
 আজি তুহু বঙ্গালী ভইলী
 পুজ করিই চণ্ডালী লেলী ॥ ৪ ॥
 ভহিছো পক্ষাটম ইবিবিসংতা পঠা
 ৭ জানিমি চিঅ মোর কই যই পঠা ॥ ৫ ॥
 মোপ তরল মোর কিল্পি ৭ থাকিউ
 নিজ পরিবারে মহাপুছে থাকিউ ॥ ৬ ॥
 চউকোকা তপার মোর লইআ সেপ
 জীবন্তে মইলো নাহি বিশেষ ॥ ৭ ॥ [পত্রাঙ্ক ৭৩]

বক্তব্যের পাড়ি মিরা পত্রাঙ্কে ব্যাখ্যান, আর অপর যে বঙ্গাল দেশ, তাহাতে আখ্যায়িকা
 রেশ নুটাইয়া দিবার । যে তুহু, আজি তুহু মত্যা মতাই বঙ্গালী হইলে, যেহেতু নিজ ব্রহ্মীকে
 চণ্ডালী করিয়া লইলে ।

[সহস্র-মতে তিনটি পদ আছে ;—অবধূতী, চণ্ডালী, জোহী বা বঙ্গালী । অবধূতীতে ৬৪ জন
 থাকে, চণ্ডালীতে বৈতরণ আছে বলিলেও হয়, না বলিলেও হয়, কিন্তু জোহীতে কেবল অষ্টমত,
 বৈতরণ তাঁহাতে নাই । বাঙ্গালায় অষ্টমত মত অধিক চলিত, সেই অল্প বাঙ্গালী অষ্টমত মতের বৈতরণ
 আদায়ই ছিল । গ্রন্থকার এখানে বলিতেছেন,—যে তুহু, তোমার নিজ ব্রহ্মী যে অবধূতী
 ছিল, তাহাকে চণ্ডালী করিয়া লইলে, এইবার তুমি মত্যা মতাই বঙ্গালী হইলে অর্থাৎ পূর্ণ
 অষ্টমত হইলে ।])

তুমি মহাপ্রজ্ঞান জনগণের দ্বারা পঞ্চভাষিত সমস্ত মত করিয়াছ ।

সংজ্ঞাও নষ্ট হইয়াছে। এখন জানি না, আমার চিত্ত কোথায় গিয়া পহুছিল, আমার শ্রুত
ভ্রমর কিছুই রহিল না! সে আপন পরিবারে বহাগুখে থাকিল, আমার চার কোটি
জাগার সম্বন্ধইরা গেল, এখন জীবনে ও মরণে কিছুই বিশেষ নাই। রাউত্তের আর একটি
মান এই,—

আইএ অগুন্নাএ অগ দে আতি এসে পড়িহাই
রাজসাপ দেখি কো চমকিই বারে কিং তং বোড়ো খাই ॥ ৩ ॥
অকট কোইআ রে যা কর ধণা লোভা!
আইস সত্যাবে আই জগ বুঝবি কুট বাবণা তোরা ॥ ৪ ॥
মক মদৌচিগন্ধনইরীদাপতি বিধু জইসা
বাভারকো সো মিট ভইআ অণে পাথর জইসা ॥ ৫ ॥
বাছি জুআ জিম ফেলি করই খেলই বহবিধ খেড়া
বালুআতেলে মসরসিংগে আকাশ ছলিলা ॥ ৬ ॥
রাউত্তু তণই বট জুহু কু তণই তট মজলা আইস মহাব
জই তো মুচা অচ্চি ভাস্তী পুচ্ছকু মদুতকু পাব ॥ ৭ ॥ [পত্রাঙ্ক ৬২]

অগৎ যে অধ্বংস, পরমার্থক যাত্রা, তাঁরা এ কথা জানেন। তাঁহারা জানেন যে, অগৎকে
সং বলা জাতি নাই। বড়িকে রাজসাপ বাগরা বাহারা চমকিয়া উঠে, মতা সত্যই বোড়া মাগে
কি তাহাদের খায়? ভ্রম গেলেই মতা প্রকাশ হয়। কি আশ্চর্য্য, যে বালমোগিন্, ইহাতে
হাত লোনা করিও না, যদি অগতের শ্রুততাব অবগত হও, তাহা হইলে তোমার বাসনা দূর
হইবে। মদৌচিকা, গন্ধর্ষ-নপথ, দর্পণ-প্রতিবিম্ব বেত্রণ, অগৎও সেইরূপ। বাভারকো দূর হইয়া
জল যেমন পাথর হয়, অগৎও সেইরূপ। অগৎ বজ্রা জীলোক, তিনি পুণ্ড্রবতীর জায় কেলি
করেন ও বহবিধ খেলা দেখান। বালি হইতে তেল বাহির করেন, মসরসে শূন্য বাহির করেন
ও আকাশে রুল কোটান। রাউত্তু বলেন,—কি আশ্চর্য্য, জুহু বলেন,—কি আশ্চর্য্য!
মকলেই একই সত্য। যে মূর্খ! তোমার যদি জ্ঞান থাকে, তবে মদুতকু কাছে গিয়া
জিজ্ঞাসা কর।

কজাচোপের একখানি পুস্তক আছে, তাহার নাম গৌহাকোব। উহাতে তেত্রিশটি গৌহা
আছে। এই গৌহাতি এই,—

লোঅহ গকু মধুকহই হউ পরমথে পাবন
কোটিং হাহ এক জত হোই নিরজনদীপ ॥
২৪— অগমবেঅপুত্রাণে পণ্ডিত মান বহতি
শকুসিহিফল অসিম জিম বাহেয়িত কুবধতি ॥ [পত্রাঙ্ক ১২৩]
৩০শ— যুক্তি অবিরম সহজ জ্ঞান তাহি বেঅপুত্রাণ
তোমো তোদিশ বিবদ বিজ্ঞান সন্ত যে অপণেব পদিদান ॥

০১শ—

কে কিস নিচল মন রাখল শিখ ধরনী লই এখোঁ।

৩৩২.১

সো বাজিরপাহরে নরি বৃত্ত পন্নমখো ॥ [পত্রাক ১৩]

চর্য্যচর্য্যবিনিকরে কাহ্নপাহরে অনেকগুলি গান আছে।—

কো মন গোএর আলাজালা

আগম শোখী হই মালী ॥ ১ ॥

ভদ্র কটলো সহজ বোল বা আর

কাছবাক্টিয় কতু ন সমার ॥ ২ ॥

আলে শুকু উএসই সীল

বাক্ণপখাতীত কাহ্নি কীপ ॥ ৩ ॥

সে উই বোশী তে তবি টাল

শুকু বোধলে সীল কাল ॥ ৪ ॥

ভদ্রই কাহ্ন গিনরুঅণ কিকসই মা

কারো বোব লংবোহিঅ জইসা ॥ ৫ ॥ [পত্রাক ১৩]

বিকল্পকাল যে মনের গোচর, আগম, পুষ্টি, ইষ্টদেবের মালা যে মনের গোচর, সে মন কেমন করিয়া সহজকে বুঝাইয়া দিবে? কারণ, কাহ্ন, বাক্, তিত্ত সহজেই ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হয় না। শুকু যদি শিবকে সহজ সহজে উপদেশ দেন, তাহা হুণ', কাহ্নে, যে জিনিব বাক্ণপখাতীত, তাহাকে কেমন করিয়া কথায় বুঝাইবে? যে সে শিবকে কিছু বলে, সে টালিয়া দেয় নাহ। শুকু বুঝিল, শিবা কালী, সুতরাং তাহাকে বুঝান যায় না। কাহ্ন, বলেন,—কালী যেমন বোবাকে বুঝায়, সেইরূপে জিনরু বুঝিতে হয়।

এই কুলচাৰ্য্য এককালে এ অঞ্চলের একজন অদ্বিতীয় নেতা ছিলেন, তাঁহার বিস্তর গ্রন্থ আছে। তাঁহার দোহাকোষ পূর্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, তাঁহার গানগুলির কথা উল্লেখ করা গিয়াছে, তিনি হেঁকব হেবল প্রভৃতি দেবতার তাত্ত্বিক উপাসনা সহজে অনেক সহি লিখিয়াছেন ও তাহার টীকা লিখিয়াছেন। ইনি একজন সিদ্ধাচার্য্য ছিলেন। কিন্তু এই সিদ্ধাচার্য্যদিগের যিনি আদি, তাঁহার কথা কিছু বলা চাই, ভিত্তবতমোশে এখনও সিদ্ধাচার্য্যগণের পূজা হইয়া থাকে। তাঁহারই সকলেরই মাথায় জটা আছে এবং তাহারা প্রায় উলঙ্গ থাকে। চর্য্যচর্য্যবিনিকরের দত্তে লুই বর্কপ্রথম সিদ্ধাচার্য্য। এই গ্রন্থে তাঁহার অনেকগুলি গান আছে, একটি দিলাম,—

কাখা তরবার পকদি ডাল।

চকল চীএ পইচো কাল।

হিট করিঅ মহাপুহ পরিমাণ।

লুই ভদ্রই শুকু শুক্টিয় লাপ ॥

সকল সমাধিস্থ কাহি করিঅই ।

সুখ হুখেই নিচিত সরি আই ॥

এড়িএউ চান্দক বান্ধ করণক পাটের আস ।

সুস্থপাথ ভিত্তি লাহরে পাসি ॥

কগই লুই আসিহে মাগে মিঠা ।

ধমণ চরণ বেদি পণ্ডি বইঠা ॥ [পত্রাঙ্ক ১]

দেহ তরুণ, তাহাতে পাঁচটি ডাল আছে। চকল চিস্তে কাল প্রবেশ করিল; লুই বলেন,—মহাপ্রাণের পরিমাণ দেখিয়া, উহা কি, প্রত্যেক ভিত্তাসা করিয়া লও। বত রকম সমাধি আছে, তাহার দ্বারা কি হইবে? সে সকল সমাধি করিলে সুখ ও দুঃখে নিশ্চয়ই মাতা দাইবে। ছন্দের বন্ধন ও বরণের পরিপাটি পরিত্যাগ করিয়া শূন্যপুরুষ ভিত্তিকে লইয়া আইল। লুই বলিতেছেন,—আমি পণ্ডিতের বচনমুত্রে দেখিয়াছি, ধমণ ও চরণ অর্থাৎ আলি ও কালি এই উভয়ে আসন করিয়া আনার বেবড়া বসিয়া আছেন।

দেহুতের যতটুকু ক্যাটালগ বাহির হইয়াছে, তাহাতে লেখা আছে, লুই বাঙ্গাল দেশের লোক, তাঁহার আর একটি নাম মংলাস্বামি। তাৎপর্যে দ্বারা ধর্মোক্তির পূজা করে, তাহারা এখনও তাঁহার নামে পাঠা ছাড়িয়া দেয়। ময়ূভক্তের তাঁহার পূজা হইয়া থাকে। লুইয়ের সময় ঠিক করিতে হইলে এই কথা বলিলেই ধর্মোক্তির, তাঁহার একখানি গ্রন্থ দীপকর শ্রীজ্ঞান সাহায্য করিয়াছেন। সে গ্রন্থখানির নাম অভিনব-বিভক। দীপকর শ্রীজ্ঞান ১০৫৮ সালে বিক্রমশীল বিহার হইতে ৫৮ বৎসর বয়সে তিব্বত যাত্রা করিয়াছিলেন।

লুই আচার্য্যের শিষ্যপদস্বরূপ গির্জাচার্য্য হইতেন, তন্মধ্যে দারিক নামে একজন লুইকে আপনায় শুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন—

হুনকরপরি অভিন বারো কাঅবাকুচিঅ ।

বিসমই দারিক গজগত পারিম কুলে ॥

কলকলখচিত্তা মহাপ্রাণে ।

বিসমই দারিক গজগত পারিম কুলে ॥

কিন্দো বসে কিন্দো তসে কিন্দো বে বাগবথানে ।

কগইঠান মহাপ্রাণীণে হুগধ পরমনিবানে ॥

হুগধে হুগধে এক করিঅা হুগই ইন্দ্রজানী ।

বপরাগত ন চেবই দারিক সন্ধ্যাহুস্তরমাণী ॥

হাআ হাআ হাআরে অবর দাখ মোহেরা বাধা ।

লুই পাঞ্চপদ দারিক আসন হুগধে লয়া ॥ [পত্রাঙ্ক ২]

সিদ্ধার্থী নুইখালের বংশে জিবপাণ নামে আর একজন সিদ্ধার্থী সম্রাটের কার্য-
 ছিলেন, তিনিও সহস্রা গান লিখিয়া গিয়াছেন। (১) যে সকল গান পুঁকে তুলিয়াছি, তাহা
 হইতে দেখা বাইবে যে, এগুলি কীর্তনেরই গদ্য। সে কালেও সম্বর্ধন ছিল এবং সম্বর্ধনের
 গানগুলিকে গদ্যই বলিত। তবে এখনকার কীর্তনের গদ্যকে শুধু গদ্য বলে, তখন 'চর্যাপদ'
 বলিত।) এতকালে যাহা বলিয়া আনিলাম, তাহা হইতে আপনাদের বোধ হইবে যে,
 বৌদ্ধেরাই বুঝি সে কালে গান লিখিত। কিন্তু নাথেরাও সে কালে বাঙ্গাল লিখিত। বীন-
 নাথের একটি কবিতা পাইয়াছি, এখানে তুলিয়া দিলাম;—

কহতি শুক পরমার্থের বাট

কর্ম কুদ্র সমাধিক পাঠ

কমল বিকসিত কহিহ এ ভ্রমরা

কমল মধু পিবিবি খোকে ন ভ্রমরাঃ [পত্রাঙ্ক ৩৮]

এ বাঙ্গালী কবিতাটি বীননাথের। অজ্ঞাত নাথেরা যে বাঙ্গালীর বহি লিখিয়াছিলেন,
 তাহারও প্রমাণ আছে। তবে এই দীর্ঘাঙ্ক যে গ্রীষ্ম ২ পত্রাঙ্ক ৩ বৌদ্ধদিগের মধ্যে নুই
 নহল-খন্ড প্রচার করেন। সেই সময় তাঁহার দেবার। অনেক সম্বর্ধনের গদ্য লেখে ও
 দৌহা লেখে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই অথচ তাহার একটু আধেই নাথেরা নাথগদ্য নামক
 ধর্ম প্রচার করেন, তাহারও অনেক বহি ও কবিতা বাঙ্গালীর দেখা। নাথের অনেকগুলি
 ছিলেন, কেহ বৌদ্ধের হইতে নাথগদ্য গ্রহণ করেন, কেহ-কেহ কিছু হইতে নাথগদ্য
 গ্রহণ করেন। বৌদ্ধের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ নাথগদ্য গ্রহণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে গৌরকনাথ
একজন। তাঁরনাথ বলেন,—গৌরকনাথ যখন বৌদ্ধ ছিলেন, তখন তাঁহার নাম ছিল
অনন্যবস্ত্র। কিন্তু আনি বিশেষ প্রমাণ পাইয়াছিলাম, তখন তাঁহার নাম রমণবস্ত্র। নেপালের
 বৌদ্ধেরা গৌরকনাথের উপর বড় চটা। উহাকে তাহার ধর্মভাগী বলিয়া দ্বন্দ্ব করে।
 কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাহার মৎস্তজনাথকে অবলোকিতেশ্বরের অবতার বলিয়া
 পূজা করে। মৎস্তজনাথের পূর্বনাম মচ্ছরনাথ অর্থাৎ তিনি হাছ মারিতেন। বৌদ্ধ
 দিগের স্থিতিপ্রসঙ্গে দেখা আছে যে, তাহার নিরস্তর প্রাণিহত্যা করে, সে সকল জাতিকে
 কর্তব্য জেলে মালা কৈবর্তদিগকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করিবে না। অতএব মচ্ছরনাথ
 বৌদ্ধ হইতে পারেন না। বৌদ্ধদিগের মধ্যে তাঁহার এক গ্রন্থ আছে তাহা পড়িয়া
 দেখা যায় যে, তিনি বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্তু নাথগদ্যদিগের একজন শুক ছিলেন অথচ তিনি
 মেসাসী বৌদ্ধদিগের উপাস্য দেবতা হইতাহেন।

এই স্তম্ভ যে বাঙ্গালী ভাষা প্রয়োগ করিবার আরও উইটী কারণ আছে। (১) একজন
 কবীশীল পণ্ডিত তেজপুরের ১০৮ হইতে ১৭৮ বাঙালি বংশবৃত্তের পুঁতি আছে, তাহার এক
 কবিতা হিরাগিরাছেন। (২) তাহার প্রকারের নাম, তর্কবাক্যের নাম, অনেক স্থলে
 যে স্থানে বসিয়া তর্কনা হয়, সেই স্থানের নাম এবং কয়েক স্থলে বাঙ্গালী এই তর্কনা দেখেন

করিয়াছেন, তাঁহাদেরও নাম দিয়া গিয়াছেন। যে কবীসীম পণ্ডিত এই তালিকাটি ছাপাইয়াছিলেন তাঁহার নাম P. Cordier—তিনি ফরাসভাষার ডাক্তার সাহেব ছিলেন, তাঁহার সহিত আমার বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি অনেক সময় আমার বাড়ী আসিতেন, আমিও অনেক সময় তাঁহার বাড়ী যাইতাম। তিনি এখান হইতে পণ্ডিতের ডাক্তার সাহেব হইয়া যান, সেখান হইতে প্যারি নগরে কিছু কাল বাস করিয়া আবার পূর্ন উদ্দেশ্যে কবীসীমের যে রাজ্য আছে, তাহার ডাক্তার সাহেব হইয়া আসেন। অল্প দিন হইল, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি ভারতবর্ষীয় ও তিব্বতীয় পুথিপঞ্জীর অনেক খোঁজ রাখিতেন। বৈষ্ণব-শাস্ত্রের পুথির উপর তাঁহার বিশেষ ঝোঁক ছিল। তিনি প্রায় চারি পাঁচ শত বৈষ্ণব-শাস্ত্রের পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার তালিকাতে যত গ্রন্থকার, তত্ক্ষণিকার, শোধক ও স্থানের নাম পাওয়া গিয়াছে, আমি তাঁহার একটি অকারাদিক্রমে স্মৃতি প্রস্তুত করিয়াছি ও এই পুস্তকের শেষে দিয়া দিচ্ছি। সে স্মৃতিতে বাঁহাকে বাঙ্গালী অথবা বাঙ্গালী দেশের লোক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহার বহি বাঙ্গালী লোকের পদ থাকে, সে পদ যে খাটি বাঙ্গালী তাহা আমি নিশ্চয় করিয়া লইয়াছি। (১) পরে তাঁহার সেই পদগুলিতে যত শব্দ পাওয়া গিয়াছে অকারাদিক্রমে তাঁহার একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া সে কালের বাঙ্গালী ও এ কালের বাঙ্গালীর কি ভেদ তাহা দেখিয়া লইয়াছি। তাহাতে সে কালের বাঙ্গালীর ব্যাকরণ ও অভিধান সম্বন্ধে আমার একটা ধারণা হইয়াছে। সেই ধারণা লইয়া অন্ত যে সকল পদ পাইয়াছি, তাঁহারও অকারাদিক্রমে স্মৃতি করিয়া লইয়া দিচ্ছি। তাহাতে যে সকল পদ বাঙ্গালী বলিয়া মনে হইয়াছে, তাহাকে বাঙ্গালী বলিতে কুণ্ঠিত হই নাই। এক জন পদকর্তার বাড়ী উড়িয়া দেশে, তাঁহার গানটিও উড়িয়া ভাষায় লিখিত। তাহাতে বাঙ্গালীর বোধে ক্রিয়ার শেষে 'ল' থাকে, তাহাতে সেখানে 'ড' আছে; যেমন 'গাহিল'—'গাহিড'। সে পদটিকে আমি উড়িয়া ভাষার পদ বলিয়া স্থির করিয়াছি। এইরূপে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া সে ফল হইয়াছে, তাহাই এ পুস্তকে দিচ্ছি। অকারাদিক্রমে প্রতি পদকর্তার নামের প্রত্যেক কথার স্মৃতি প্রস্তুত করিতে আমি দুই জন লোকের নিকট বিশেষ সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছি। একজন খ্রীষ্টক ননী গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার দমণকারী পণ্ডিত, আর একজন সাহিত্য-পরিষদের পুথিখানার মালিক, খ্রীষ্টক বসন্তরঞ্জন দ্বার বিষয়জ্ঞ। বসন্ত বাবুর বয়স যত জানি না, কিং তাঁহার বাড়ী সব থাকিয়া গিয়াছে; কিন্তু এ বয়সেও যেরূপ উৎসাহের সহিত স্মৃতি প্রস্তুত বিষয়ে আমার সহায়তা করিয়াছেন, তাহা ভাবিলেও আশ্চর্য হইতে হয়। তিনি পরিচয় হইতে ছুটি লইয়া রাজি দশটা এগারটা পর্যন্ত আমার ওখানে কাঁচ করিয়াছেন। প্রাকৃত ভাষার, উড়িয়া, হিন্দী, আসামী প্রভৃতি ভাষার উহার যে ব্যুৎপত্তি আছে, তাহাতেও আমার বিশেষ উপকার হইয়াছে।

যে সকল পুস্তক প্রকাশ করিতেছি তাহার মধ্যে ৮টি বাংলা ও ডাক্ষিণ্য দেশের কথা হইবে।
 ১. পুথি ছাপা হইবার পর তাঁহার লইয়া গিয়াছেন। আমি তাঁহাদের অনুমতি

লইয়া পুথির অনেকগুলি পাতা ফটোগ্রাফ করিয়া রাখিয়াছি এবং আমার পুস্তকের সঙ্গে প্রকাশ করিতেছি। অপর দুইখানি পুথি আমার নিজের অথবা নিজের হইতেও অধিক প্রিয়, কারণ নেপালের পুথিখানার সূচী সাহেব বিজ্ঞপ্ৰসাদ রাক্ষসীপুরী আমাকে প্রীতি-উপহারস্বরূপ এই দুইখানি প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্বপুরুষেরা চব্বিশ পুরুষ ধরিয়া নেপালের মন্ত্ররাজাদের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার পিতৃভ্রাতৃ শেখ নেওয়ার রাজার সহিত কাশীবাস করিয়াছিলেন এবং পরে গোৰ্খা পক্ষেরে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার পিতা জঙ্গ বাহাদুরের সহিত এক পাঠশালার পড়িয়াছিলেন, কিন্তু জঙ্গবাহাদুর যখন ১৮৪৬ সালে কোভের হত্যাকাণ্ডের পর গোৰ্খারাজের সহিত বন্দোবস্ত করিলেন,—“রাজ তুমহারি, হকুম হমারী,” তখন তিনি গোৰ্খা রাজ্যে তাঁহার যে উচ্চ পদ ছিল, তাহা ত্যাগ করিয়া ঘরে গিয়া বসিলেন। জঙ্গ বাহাদুর তাঁহাকে পুনর্বার পদ গ্রহণ করাইবার হুজু অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই লইলেন না; বলিলেন,—“আমি নেওয়ারদের স্তন খাইয়া গোৰ্খাদের সঙ্গে মিলিয়াছিলাম, বখেট পাপ হইয়াছে। এখন আমার গোৰ্খাদের স্তন খাইয়া তোমার সহিত মিশিব না।” জঙ্গ বাহাদুর তাঁহার পুত্রকে উচ্চ রাজপদ নিতে চাহিলে বিজ্ঞপ্ৰসাদ বলিলেন,—“বাগাতে অস্ত্র ধারণ করিতে হয়, এমন পদ আমি লইব না।” তাই তাঁহাকে পুথিখানার অধ্যক্ষ করা হয়। তিনি পুথিখানার বসিয়া ক্রমাগত তত্ত্বের বহি পড়িতেন এবং তত্ত্বের অনেক খবর রাখিতেন। নেপালে যেখানে যে পুথি আছে, তাহা তাঁহার নথ্যদর্শনে ছিল। তিন এক দিন কতকখানি ঐচীন তালপাতার পুথি লইয়া আমার বাসার আসিয়া বলিলেন, “তুমি ব্রাহ্মণ, আমার দেশে কানিয়াছ ও পুথি পড়িতেছ। তোমার কি উপহার দিব, অনেক দিন ভাবিয়া ভাবিয়া এই পুস্তক কতখানি আনিয়াছি। আমি জানি, তুমি ইহা সম্ব্যবহার করিবে।” আমি সেবিলাম, তাহার মধ্যে সরোজবল্লভের পৌরাকোষ ও তাহার অক্ষরবল্লভের টীকা আছে। আমি অভ্যস্ত আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে শত শত দস্তবান দিয়া বলিলাম, আপনার নিকট হইতে আমি আমার দেশের ইতিহাসের একটা প্রধান সরঞ্জাম পাইলাম,—আমি নিশ্চয় এটি ছাপাইব। ছাপাইয়া আমি যদি তাঁহাকে ইহার এক কপি দিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমার আনন্দের সীমা থাকিত না। কিন্তু ঠিক দুই বৎসর হইল, তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

ককচাৰ্য্যের মৌদাবোধ ও তাহার টীকা, তাঁহার উপদেশমত পুথিখানার লেখকেরা লিখিয়া আমার উপহার দিয়াছিলেন, তাহাও আমি ছাপাইয়াছি। ইহার মূল পুথি এখন কাপানে আছে।

১৯০৭ সালে আমি নেপাল গিয়াছিলাম। তখন যে সকল পুস্তক পাইয়াছিলাম, তাঁহার একটা বিদরণ প্রকাশ করিয়াছিলাম এবং তখনও আমি বলিয়াছিলাম, বাঙালী পুস্তকগুলি আমি ছাপাইব। ছাপাইতে বিলম্ব অনেক হইয়াছে। ইহাতে অনেক ‘সাক্ষ্যদায়ক’ অত্যন্ত বাস্তব হইয়াছিলেন; অনেকে বলিয়াছিলেন,—“আমি ছাপাইব।”

দিতেছি"। অনেকে বলিয়াছিলেন, "শাস্ত্রী মহাশয় যাকের ঘরের মত এই সকল অমূল্য রত্ন লুকাইয়া রাখিয়াছেন, কাহাকেও দেখিতে দিবেন না"। কিন্তু এই সকল ছাপাইতে যে কি পরিমাণ কষ্ট-খণ্ড পরকার, আমার মনে হয়, তাঁহারা তত জানিতেন না, তাই অত ব্যস্ত হইয়াছিলেন। অনেকে আছেন,—একটা নুতন কথা পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহা ছাপাইয়া দিয়া লান করেন। আমার সে প্রবৃত্তি নাই। তাই আমি মনে করিয়াছিলাম, বরং ছাপাইব না, তথাপি তাড়াতাড়ি করিয়া জিনিষটা নষ্ট করিব না। ভাষাসিদ্ধির বলিয়াছিলেন যে, অপভ্রংশ ভাষায় অনেক বৌদ্ধ গ্রন্থ আছে। গ্রন্থিকের বেত্তল হুতাবিতসংগ্রহ নামে একখানি পুস্তক ছাপাইয়াছিলেন, তাহাতে অপভ্রংশ ভাষায় কতকগুলি দোকা ছিল। আমি দেখিয়াছিলাম, সে বৌদ্ধগুলি পুরান বাঙ্গালা। তাঁহারা ছদ্মনামেই বলিয়াছিলেন যে, তেজুরে এই সকল অপভ্রংশ পুস্তকের তর্জমা আছে। কিন্তু হুঁটিয়া শিখিয়া তেজুর পড়িয়া পুস্তক ছাপান আমার পক্ষে অসাধ্য হইয়াছিল। সুখের কথা, কয়েক বৎসর হইল, তড়িয়ার গাচের ঠিক ঐ অংশে ঐ সকল পুস্তকের কথা আছে, তাহার তালিকা ছাপাইয়া দিয়াছেন। তাহাতে আমার বিস্তর উপকার হইয়াছে, এ তালিকা না পাইলে বোধ হয় আমার পুস্তক ছাপাইতে সাহস হইত না।

পুস্তক ছাপাইতে অনেক বিনয় হওয়ার আমার কোন কোন আত্মীয় মনে করিয়াছিলেন, টাকার জরুরি আমি পুস্তক ছাপাইতে পারিতেছি না। তাই তাঁহারা লাগগোনার রাজা শ্রীযুক্ত রত্ন বোধিসত্তনারায়ণ রায় বাহাদুরের নিকট এই পুস্তক ছাপাইবার খরচের জঙ্ক বলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি রাজা বাহাদুরের অসুসঙ্গ অনীম। তিনি তদনিবাসী সাহিত্য-পরিষদে যে টাকা দিয়া থাকেন, তাহা হইতে উহার খরচ দিতে রাজী হন এবং উহা সাহিত্য-পরিষৎ-পুস্তকাবলীর মধ্যে সইবেন বলিয়া স্থির হয়। কিন্তু ইহার মধ্যে আমার এক গোল উঠিল। আমি সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি নিযুক্ত হইলাম। সভাপতি হইয়া সাহিত্য-পরিষদের খরচার বই ছাপাইব, ইহা আমার ভাল লাগিল না। আমি রাজা বাহাদুরকে শে কথা জানাইলাম। তখন রাজা বাহাদুর অত্যন্ত ভাবে ই পুস্তক ছাপাইতে দিবেন এবং তাহার খরচ দিবেন, খোকার কারলেন। তিনি টাকা না দিলে এ পুস্তক এখন যে ভাবে ছাপা হইতেছে, এত ভাল কাগজে এত ভাল ছাপায়, এত বেশী কটোগ্রাফ দিয়া, এত অক্ষরমাণকা দিয়া ছাপা হইত না। পুরান বাঙ্গালা সাহিত্যের খেচর সরস্বতী মন্ডরে বাহির হওয়া উচিত, সেজন্য সরস্বতী আমার দ্বারা হইয়া উঠিত না। সুতরাং এই খরচ দিবার জঙ্ক আমিও তাঁহার মিকট চিরদিন ধুঁকি থাকিব। বাঙ্গালা সাহিত্যও বোধ হয়, এখন শুধিতে পারিলে না। এ পুস্তক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুস্তকাবলীর ভিতর গণ্য হইবে।

২০ পটলডাঙ্গা ট্রিট, কলিকাতা,
৮ আশ্বিন, মন ১৩২৩ সংল।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

RARE BOOK

imp-4220
St-18/9/09

পদকর্তাদের পরিচয়

১১ লুই

এ তেজিশ জন পদকর্তার নাম করিব, তাঁহাদের প্রথমেই লুইপানের নাম করিতে হয় ; কারণ, তেজুরে বাঙ্গালী বলিয়াই তাঁহার উল্লেখ আছে । তাঁহার সম্বন্ধে আর যে যে ধোঁজ পাওয়া গিয়াছে, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি, স্মরণার্থে এখানে বলিবার দরকার নাই । আমি হিব করিয়াছি যে, তিনি রাঢ়দেশের লোক ছিলেন । তিনি এক নতুন সম্প্রদায় চালাইয়া যান । তাঁহাকে আদিসিদ্ধাচার্য্য বলে । তাঁহার সম্প্রদায়ের লোক সকলেই সিদ্ধ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন । তিনি যে বাঙ্গালী, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । সংস্কৃতে তাঁহার চারিখানি পুস্তক আছে । একখানির নাম 'ব্রহ্মস্বসাধন',—এখানি পুরুষের পুথি । একখানি 'বুদ্ধোদয়',—এখানি অতি ছোট । তাঁহার নিজের মতে কি প্রকারে বুদ্ধের জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহারই কথা । বাকি দুখানি অভিসময়ের পুথি ;—একখানি 'শ্রীভগবদ্ভিসময়', আর একখানির নাম 'অভিসময়বিন্দন' । দুখানিই বড় পুথি । অভিসময় বলিতে গেলে অস্তিত্বের অর্থার্থ মর্শনশাস্ত্রের পুথি বুঝায় । হীনয়ানে বাহাকে অস্তিত্ব বলে, মহায়ানে তাহাকেই অভিসময় বলে । লুইপানের অভিসময়ের পুস্তক দুখানি তাঁহার নিজের মর্শনশাস্ত্রের মত । এই দুইখানি ছাড়া তিনি একখানি বাঙ্গালী পুথি লিখিয়াছিলেন, তাহার নাম 'ভবস্বভাব-মোহাকোষগীতিকা দৃষ্টি' । এ পুস্তকখানি আমরা পাই নাই, কিন্তু এখানি যখন মোহাকোষ, ভবন এখানি নিশ্চয় বাঙ্গালী । এতদ্বির 'লুইপাদগীতিকা' নামে তাঁহার একখানি বাঙ্গালী পদকর্তাদের পদাবলী আছে । তাঁহার দুইটি পদ আমরা পাইরাছি । উল্ল্যে তিরানকইটি কথা আছে । তাঁহার মধ্যে কোলটি সংস্কৃত শব্দ—সবগুলি আকট বাক্যার্থ চলতি আছে,—যথা 'আপন', 'উদক', 'উহ', 'করণক', 'কান', 'চকল', 'চিহ্ন', 'তরু', 'ন', 'গন্ধ', 'পরিমাণ', 'বর', 'বেশি', 'ভাব', 'দে', 'স্থ' । চুরানিগটি-বাঙ্গালী শব্দের আটান অধম দেখাইতেছে ; যথা—'অজ্ঞম', 'আজ্ঞ', 'জান', 'এড়িএউ', 'করিঅ', 'করিঅই', 'কাজা', 'কাহি', 'কাহেরে', 'কিষ', 'কৌষ', 'কো', 'চাক', 'ছানক', 'না', 'জাই', 'জাহের', 'জিন', 'তাহের', 'হিট', 'দিবি', 'দিল', 'হুখেতে', 'পতিআই', 'পাথ', 'পুছক', 'বইঠা', 'বখানি', 'বট', 'বান', 'বাহ', 'বিলমই', 'তগই', 'ভবি', 'তাইব', 'ভিত্তি', 'মরিআই', 'মিছা', 'লই', 'লাহ', 'সচ', 'সাদে', 'সো', 'হোই' । আটটি চলিত বাঙ্গালী—'জান', 'জানি', 'ভাল', 'ছলক', 'পাটের', 'পায়', 'লাক', 'স্থ', এট আটটি । আকট শব্দ কুড়িটি—'অইন', 'কইসে', 'চীএ', 'পু', 'পা', 'ভিঅথান', 'কিঠা', 'নিচিভ', 'পইঠো', 'পাতি', 'দিরিছা', 'বি', 'বিবাপা', 'বেজ', 'বই', 'মহাআহ', 'অন', 'সংবোধে', 'নামল', 'সমাজক', 'স্থক' । লুই ও লুই দুইটিই পদকর্তার নাম । 'দয়' আর 'চয়' কি কথা, জানি ন' । পদকর্তার শব্দ বোধ হয় ।

সুইএর গানে সৰ্ব্ব্ব-পদ 'ক' দ্বিরাও হয়, আবার 'ক' দ্বিরাও হয়, বধা—'করণক', 'পাটের' অধিকরণ একার দ্বিরাও হয়, 'ভে' দ্বিরাও হয়, বধা—'টীএ, সাপে, ও 'ভাখোটে', 'এ' দ্বিরাও হয়, বধা—'সমোহে'। কর্তা ও কর্মে কোন বিভক্তি নাই। 'পইঠো কাল' কোন বিভক্তি নাই। 'সুহু পাখ ভিতি লাহরে গাস'। 'খহ পুজিখ' ইত্যাদি।

২। কিলপাদ

সুইএর একজন বংশধর কিলপাদ। তিনি আচার্য্য এবং সিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার এক পুত্রক আছে 'দোহাচর্যাগীতিকাটুটি', এ পুত্রক আমরা পাই নাই, কিন্তু ইহা যে বাঙ্গালীর সোহা ও বাঙ্গালীর লেখা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

৩। দীপকর শ্রীজ্ঞান

দীপকর শ্রীজ্ঞানের বাড়ী বাঙ্গালা দেশে। তিনি যে, 'একবীরদান' ও 'বলবিধি' নামে দুইখানি বই লিখিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট করিয়া বাঙ্গালী বলিয়া তাঁহার নাম আছে। এক জায়গায় তিনি আচার্য্য, পিণ্ডপাতিক, বাঙ্গালী, আর এক জায়গায় তিনি মহাচার্য্য, তিঙ্কু ও বাঙ্গালী। সুই জায়গায়ই তাঁহার কুটিয়া নাম 'অতিশ' দেওয়া আছে। কিন্তু অনেক স্থলে তাঁহাকে ভারতবাসী বলিয়াও উল্লেখ করা আছে। যে সকল জায়গায় ভারতবাসী বলিয়া তাঁহার নাম আছে, তাহার অনেক স্থানেও তাঁহার কুটিয়া নামও দেওয়া আছে। অনেক স্থানে তাঁহাকে হয় কেবল আচার্য্য, কেবল উপাধ্যায় বা কেবল পণ্ডিত বলিয়া বধা আছে; সেখানে ভারতবাসীও নাই, বাঙ্গালীও নাই। ইহাতে মনে হয় যে, সুইজন দীপকর শ্রীজ্ঞান ছিলেন। একজন নামাক পণ্ডিত বা উপাধ্যায় ছিলেন, আর একজন মহাপণ্ডিত ছিলেন। ইনি বিক্রমশীল বিহারের অধ্যাপক ছিলেন। ইহাকেই তিব্বতভ্রম ১৮৩৮ সালে বিক্রমশীল হইতে তিব্বতে গিয়া গিয়াছিলেন। তথায় ইনিই বৌদ্ধধর্মের সংস্কার এবং বনপা ধর্মের পুরোহিতদের প্রভাব ধরী করিয়া দেন। ইনি একজন প্রকাণ্ড পুরুষ ছিলেন, অসাধারণ পণ্ডিত এবং অসাধারণ পণ্ডিতশালী ছিলেন। তিব্বতে গিয়া ইহারই নাম 'অতিশা' হইয়াছিল। ইহাকেই কোন কোন তর্জমার বঙ্গবাদী বলিয়াছে, কোন কোন তর্জমার বা ভারতবাসী বলিয়াছে। কারণ, সুই ব্যক্তির ভারতবাসীর নাম দীপকর শ্রীজ্ঞান ও তিব্বতীয় নাম অতিশা হওয়া অনেকটা সম্ভব। তাই আমরা দীপকর শ্রীজ্ঞানকে বাঙ্গালী বলিয়া বলিয়া গইয়াছি। তাঁহার অনেকগুলি সঙ্কীর্ণনের পদ ছিল। একখানির নাম 'বঙ্গাসনবঙ্গদীতি', একখানির নাম 'চর্যাগীতি' এবং একখানির নাম 'দীপকরশ্রীজ্ঞানবঙ্গদীতি'। আবার এই কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বঙ্গ-সাহিত্যের সৌভাগ্য বড় কম ছিল না। এত বড় প্রকাণ্ড পণ্ডিত ও সাহিত্যিকের পদ রচনা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। আর আমাদের বাঙ্গালা প্রেক্ষারঙ্গের মধ্যে মধ্যে যদি সত্য সত্যই আমরা দীপকর শ্রীজ্ঞানের মত জগদ্বিশ্বাক্ষ লোক পাই, তবে কি আমাদের আনন্দের ও গৌরবের বিষয় নহে।

বোধিচর্যাবতার প্রভৃতি মহাবানপ্রাচ্যের কর্তা শান্তিদেবকে তাঁহার জীবনচরিতকার রাউল্ড ও ভূত্বকু বলিয়া গিয়াছেন। তিনি ৬৪৮ হইতে ৮১৬ খৃঃ অব্দের মধ্যে তাঁহার যইগুলি লিখেন। তাঁহার বাড়ী কোথায় ছিল জানা যায় না। তারানাম বলিয়াছেন, তাঁহার বাড়ী সৌরাষ্ট্রে ছিল। জীবনচরিতকার তাঁহার বেশের যে নামটি দিয়াছেন, তাহা লজ্জা যায় না, কিন্তু অনেক দিন অগণ ও নাগনার ছিলেন ও তিনি মধুবজ্রের নিকট উপদেশ পাইয়াছিলেন। ইহাতে বোধ হয় ইনি ভারতের পূর্বাঞ্চলের লোক হইবারই অধিক সম্ভাবনা।

আর একজন শান্তিদেব, উপাধি বোগীশ্বর, হুইখানি তন্ত্রের পুথি লিখিয়াছেন। একখানির নাম 'ত্রিগুণসাক্ষমহাবোগতত্ত্ববাল্যবিশি', আর একখানির নাম 'মহাজগীতি'। ইহারই বংশধর সেকালের মত-জমুসারে আর একখানি তন্ত্রের পুস্তক দেখা হয়। উহার নাম 'চিত্ত-চৈতন্যমনোপার'। তেজুবে বংশে ইহার বাড়ী 'জাহোর'। একজন ভূত্বকু সোসাইটীর ৪৮০১ নম্বরের পুথিখানি লিখিয়াছেন। 'ঐ পুস্তকে তাত্ত্বিক বৌদ্ধধর্মের কুটুম্বনির্মাণ শব্দ-ভেদন-পান ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে। ঐ গ্রন্থেও আবার কয়েকটা বাঙ্গালা বোঝা আছে।

আমাদের সিদ্ধাচার্য রাউল্ড ভূত্বকু চর্য্যাচর্য্যাবিশিষ্টতার ৮টি পদ লিখিয়া গিয়াছেন। প্রথম ভূত্বকু শান্তিদেবের সহিত তাঁহার যে কোন সম্পর্ক আছে, এমন বোধ জন্ম না, কারণ শান্তিদেব অনেক পুর্কের লোক। আমাদের ভূত্বকু দুই সিদ্ধাচার্যের পরের লোক। কারণ, দুই আদিসিদ্ধাচার্য ও তাঁহার সময় ৯৫০ হইতে ১০৫০ এর মধ্যে। আমাদের ভূত্বকু যখন একজন সিদ্ধাচার্য্যমাত্র তখন তিনি যে দুইএর পরবর্তী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

তবে কি তিনি তাত্ত্বিক শান্তিদেবের সহিত এক। এ কথা বলিবার এইমাত্র কারণ দেখিতে পাই যে, শান্তিদেব 'মহাজগীতিকা' নামে পুস্তক লিখিয়াছেন, আর ভূত্বকুও সহজিয়া মতের গান লিখিয়াছেন।

যে ভূত্বকু সোসাইটী ৪৮০১ নম্বরের পুথিখানি লিখিয়াছেন তিনি ও আমাদের সিদ্ধাচার্য্য ভূত্বকু কি এক? এক হইতেও পারে, কারণ দুজনেই বাঙ্গালী লিখিয়াছেন। কিন্তু আরও অধিক খবর না পাইলে ইহাও এক কিনা বলা যায় না। আমাদের ভূত্বকু যে বাঙ্গালী ছিলেন, তাহা তাঁহার গানেই প্রকাশ। তিনি বলিয়াছেন—

আজি ভূত্বকু বঙ্গালী ভইলী।

দিক বরিষী চতালী লেলী।

তাঁহার আটটি গানে তাঁহার নাম ভূত্বকু বাধে ৩২৩টি কথা আছে। ইহার মধ্যে ৩৩টি সংস্কৃত, ৬৮টি বিকৃত সংস্কৃত, ১৮৬টি পুরাণ বাঙ্গালা ও ৩০টি চলিত বাঙ্গালা।

গাইত্রিশটি সংস্কৃত শব্দের মধ্যে 'সমরস', 'সহজানন্দ' ও 'বিরমানন্দ' বৌদ্ধধর্মের শব্দ, বাকি-অলিঙ্গিক এই জাবে আশিও চলিতেছে। কেবল 'উহ' চলে না, কিন্তু 'উহু' চলে, 'ধ' চলে

না, 'কিং' চলে না, 'খা' চলে না। বাকিগুলি বেশ চলে। স্বাক্ষর বহিঃশব্দটিও চলেই, বাংলায় পূর্বাভাব যে ১৮৬টি কথা আছে, তাহা সে কালের বাংলায় চলিত। বাকি যে ২৮টি কথা, তুহুতু তাহার সংস্কৃত উচ্চারণ বদলাইয়া গইয়াছেন, তাহারও অধিকাংশ প্রাচীন বাংলায় চলিত। ইহার মধ্যে অনেকগুলি কেবল বারান বদলান মাত্র—যেমন 'ববহর', 'বহম', 'সদর', 'সেস'। এগুলি কোথেকে তুল হইতে পারে, অথবা সে কালের লোক বারানটা বড় গ্রাহ করিত না। সংস্কৃতের বিভক্তি 'র', অধিকরণের বিভক্তি 'এ' বা 'এ' সম্পূর্ণ বাংলা। 'হিহি', 'তহি' যোগ্যের অধিকরণ কারক। 'অচ্ছনি'র ন্যায় পুরুষের এক-বচনে 'সি', প্রাচীন বাংলায় ব্যবহার হইত। অচ্ছনি 'অচ্ছ'র 'হ'ও প্রাচীন বাংলায় দেখা যায়। 'অচ্ছনি'র উত্তম পুরুষের 'নি'ও প্রাচীন বাংলায় অনেক স্থলে দেখা যায়। সুতরাং তুহুতু তাহা আমরা অনায়াসেই প্রাচীন বাংলায় বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

৫ : কৃষ্ণাচার্য্য

কৃষ্ণপাদ, কৃষ্ণাচার্য্য, কৃষ্ণবল্ল বা কান্দুপাদ সর্বত্র—৫২ খানি বই লিখিয়া গিয়াছেন। তাহার মধ্যে দুইখানি বাংলা। একখানি 'বোধোক্তা', আর একখানি 'কান্দুপাদ-গীতিকা'। আমরা কৃষ্ণাচার্য্যের ১২টি সমীক্ষনের পদ পাইয়াছি। কিন্তু তিনি কোন দেশের লোক, তাহা নইয়া বিশেষ গোল আছে। তেজুরে পদর জায়গায় তাঁহাকে ভারতবাসী বলিয়া দিয়াছে। কেবল এক জায়গায় লেখা—তিনি ব্রাহ্মণ, উড়িষ্যা হইতে আগত, সেও আবার তর্জিনাকার মহাপণ্ডিত কৃষ্ণ, তিনি গ্রন্থকার নহেন। সুতরাং তেজুরের লেখা হইতে পদকর্তা কৃষ্ণের বাসস্থান নির্ণয় হইবে না। তাহার পর আবার কৃষ্ণ, কান্দু অনেক লোকের নাম হইতে পারে। এই যে ৫৭ খানি গ্রন্থের গ্রন্থকার একই কৃষ্ণ, তাহাই বা কে বলিতে পারে? কোন জায়গায় কৃষ্ণকে মহাচার্য্য বলা হইয়াছে, কোন জায়গায় মহাপণ্ডিতাচার্য্য, কোন জায়গায় উপাধ্যায়, কোন জায়গায় বঙলাচার্য্য বলা হইয়াছে। এক জায়গায় আবার তাঁহাকে ছোট কৃষ্ণ বলা কইয়াছে। পাঁচ জায়গায় তাঁহাকে কৃষ্ণাচার্য্য বা কান্দুপাদ বলা হইয়াছে। সুতরাং তেজুর হইতে বধন তাঁহার বাড়ী ঠিক হইল না, তখন তাঁহার ভাব বিশেষরূপে পরীক্ষা করিতে হইবে। তাঁহার গানগুলিতে সর্বত্র ৪০০টি শব্দ আছে। ইহার মধ্যে সংস্কৃত শব্দ ৮৮টি। তাহার মধ্যে ৪টি বৌদ্ধ শব্দ, যথা—'এবংকার', 'তথতা', 'তথাপত' আর 'বলবল'। আর তিনটি কথা বাংলায় চলিত নাই, যথা—'উ', 'দা' ও 'ভব-পরিচ্ছিন্না', বাকি ৩০টি শব্দ এখনও বাংলায় চলিতেছে। ৪৫টি চলিত বাংলা কথা বাংলাতেই চলে, অথচ কোন নিকটস্থতা তাহার চলে না। ১৮৬টি শব্দ আমরা বাংলায় পূর্ণাঙ্গ পুথিতে দেখিতে পাই—এখনকার বাংলায় এই সকল শব্দ হইতে উৎপন্ন শব্দ চলিতেছে, যেমন—'বোব'—বোকা, 'বোল'—বুলি, 'তলি'—তাল, 'দেহ'—দে, 'মালী'—মালা ইত্যাদি। সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, অথচ বাংলায় প্রচলিত নাই, এমন ১০২টি শব্দ আছে। তাহার মধ্যে

কতগুলি শব্দ যথা—‘অইস’, ‘কৈসন’, ‘কইসে’ ইত্যাদি পুরাণ বাঙ্গালার চলিত ছিল, কিন্তু তাহা হইতে উৎপন্ন হোন শব্দ এখন বাঙ্গালার চলিত নাই, বরং নিকটবর্তী ভাষায় চলিত আছে।

এই সকল দেখিয়া পদকর্তা কৃষ্ণপাণ বা কাকুপাদের ভাষা বাঙ্গালী বলিতে কুণ্ঠিত হইবার কারণ দেখি না। চলিত বাঙ্গালার মধ্যে ‘হিনালী’, ‘কৌতুক’, ‘টাল’ প্রভৃতি শব্দ বাঙ্গালার পুরাণ ব্যবহার হয় :

অলিএ কালিএ বাট ককৈলা ।

তা দেখি কাকু বিমন তইলা ॥

কাকু কহি গই করিব নিবাস ।

যো মন গৌমর লো উদ্দাস ॥

• • • • •
• • • • •

কে কে আইলা তে তে গেলা ।

অযথা গবনে কাকু, বিমন তইলা ॥

[পত্রাঙ্ক ১৪]

কৃষ্ণাচার্য বা কাকুপাদের বংশধরেরা অনেকটী বাঙ্গালার গান ও বৌদ্ধ-লিপিগয়া গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে সরহ, ধর্মপাণ, যেতন, ও মহীপাদের বাঙ্গালী গান পাওয়া গিয়াছে।

৬। ধামপাদ বা ধর্মপাদ

ধামপাদের আর এক নাম শুগুরীপাদ। মূল নামে ধামপাদ থাকিলেও প্রথিতে তাঁহার গানের মাধ্যমে তাঁহাকে শুগুরীপাদ বলা হইয়াছে। তাঁহার গানের মধ্যে আমরা হইট পদ পাইরাছি। এই হইটটিতে ৯২টি শব্দ আছে। তার মধ্যে ২১টি সংস্কৃত, ইহার মধ্যে একমাত্র ‘মলিকুল’ শব্দটি বৌদ্ধ, আর সবগুলিই বাঙ্গালার চলিত আছে। সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন ১৪টি শব্দ আছে। সে সকল শব্দ বাঙ্গালীর বৃত্তিধার কোন রূপ হয় না, যথা,—খুম=খুম, নবগুণ =নবগুণ, দুহ=দুহ, বাহু=বাহু, হুম=হুম ইত্যাদি; কেবল একটু বানানের পরিবর্তন। ৪৪টি পুরাণ বাঙ্গালী কথা আছে, তার মধ্যে ‘কুমুদে’ একটি বৌদ্ধ শব্দ, বাকিগুলি পুরাণ বাঙ্গালার পাওয়া যায়। তেরটি চলিত বাঙ্গালী, সবগুলি কথাবাক্যের চলে। ধর্মপাদের বাঙ্গালী বইএর নাম ‘সুগতদৃষ্টিগীতিক্য’।

কোইনি ওই বিহ ধনহি ন জীবসি ।

তো মুহ চুবী কমলচন্দ পীবসি ।

[পত্রাঙ্ক ২]

এই চলিতে পের বৈজয় কথিক ধর্মের পাওয়া যায়।

৭। খেতন বা ঢেপ্তন

খেতিবাসীরা ঢেপ্তন উচ্চারণ করিতে পারে না বলিয়া খেতন বলিয়াছে। ইহার একটি গান পাওয়া গিয়াছে—তাছাড়া ৪০টি শব্দ আছে। তাহার মধ্যে ৩টি সংস্কৃত, উহা আক্ষও চলিত আছে, ৩টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, বেশ বৃদ্ধা যায়। ২৪টি পুরাণ বাঙ্গালা এবং ১৩টি চলিত বাঙ্গালা; কথাবার্তার চলে।

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেয়ী।
হাড়ীত জাত নাহি নিতি আবেশী ॥
বেগ সাংসার বড় হিল জাম্ব।
দুহিল ছুই কি বেটে বানায় ॥
বলদ বিস্মাএল পবিত্রা বাঁখে।
শিটু গ্রহিএ এ তিনা সীখে ॥
জো সে বুধী সে ধনি বুধী।
জো বো চোর লোই সাধী।
নিতে নিতে বিয়ালা দিহে যম দুয়খ।

ঢেপ্তন পাএর গীত বিরলে বুঝহ ॥ [পত্রাঙ্ক ১১]

৮। মহীধর বা মহীপাদ

ইহার একটি গান পাওয়া গিয়াছে, তাছাড়া ৮০টি কথা আছে। তার মধ্যে ১৪টি সংস্কৃত, সবগুলি বাঙ্গালার চলে। সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন ১৩টি শব্দ। পুরাণ বাঙ্গালা ৩৪টি এবং গ্রন্থকার চলিত বাঙ্গালা ৩টি শব্দ আছে। ইহার গ্রন্থের নাম 'বাহুতল্লগীতিকা'।

তিনিএ পাটে নাগেলি রে অগর কসল বশ গাজই :

তা' সুনি মার ভরকর রে সল মণ্ডল সএল ডাজই ॥ [পত্রাঙ্ক ২০]

৯। সরহ বা সরোজবজ্র

ইনি সরোজবজ্র, পর, পরবজ্র ও রাহুলজয় নামে পরিচিত। ইহার অনেকগুলি ধোঁকা-কোম ও নীতিকথা আছে। একখানির নাম 'সৌহাকোবগীতি', একখানির নাম 'সৌহাকোব-চর্যাগীতি', একখানির নাম 'সৌহাকোব-উপদেশগীতি'। 'সৌহাকোবমহাসূত্রোপদেশ', 'তাবনাট্টচর্যাংকলসৌহাকোবগীতিকা', 'মহাসূত্রোপদেশবজ্র বহুগীতি', 'ভাকিনীরত্র বহুগীতি', 'ভাষণোপদেশ-শিবরসৌহাগীতি' পুথিসমিষ্ট উত্তর।

ইহার ৮টি চর্যাগীতি পাওয়া গিয়াছে। ২৪টি সংস্কৃত শব্দ আছে, সবগুলিই বাঙ্গালার চলিতভাষা। সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন ৩৪টি শব্দ আছে, তাহার মধ্য বিস্তর বাসানি বদলাইলেই সংস্কৃত হইয়া যায়। ২৪টি পুরাণ বাঙ্গালা কথা আছে ও ২৮টি চলিত বাঙ্গালা শব্দ আছে।

অপণে রচি রচি ভবনিবশি ।
 দিছে পোখ বদ্বাবএ আপনা ।
 অস্তে ন জাপহু অচিহ্ন কোই ।
 জাম মরণ ভব কইমণ হোই ।
 জইসো জাম মরণ বি ভইসো ।
 জীবন্তে মজলে নাহি বিশেষো ।
 থাএথু জাম মরণে বি নহা ।

লো কল্পউ রস রসানেয়ে কথো ॥ [পত্রিক ৩৮]

সরোজহরজের দৌহাকোষের কথ' একবার বলা হইয়াছে, কিন্তু তিনি যে একখানি দৌহাকোষ লিখিয়াছিলেন, এমন নহে; তিনি অনেকগুলি দৌহা লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার একখানি দৌহাকোষ নাম 'কথিত দৌহা', ইহার টীকাও তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কয়েকটি গাথাও আছে। ইনি সে কালে অনেক বই লিখিয়া গিয়াছেন, সংস্কৃত ইহার তাত্ত্বিক পুস্তক অনেকগুলি আছে।

১০। কল্পলক্ষ্যরপাদ

ইহাকে কখনও কখনও শুদ্ধ কল্পল এবং বাঙ্গালি কামলি বাঙ্গালী থাকে। ইনি 'প্রজ্ঞাপারমিতা উপদেশ' নামে একখানি মহাব্যাসের পুস্তক লিখিয়াছিলেন। ইহার অধিকাংশ পুস্তকই বজ্রহান-সম্প্রদায়ের গ্রন্থ লেখা। ইনি নিজে বৃগনজ দ্বৈতাকর উপাসনা করিতেন এবং ঐ উপাসনাক্রমে লিখিয়া গিয়াছেন। ইহার বাঙ্গালী পুস্তকের নাম 'কল্পলক্ষ্যরপাদ'। ইহার একটি গান পাওয়া গিয়াছে; তাতে ঐটি সংস্কৃত শব্দ আছে: 'কল্পল', 'বহ', 'বাস', 'মদুন্দর', সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন শব্দ চারিটি আছে—'উঠ', 'কইসে', 'গজল', 'বহাভুহ'। চলিত বাঙ্গালী ৯টি,—'উপাড়ি', 'কি', 'কে', 'গেলি', 'চাপি', 'নাহি', 'মেলিল', 'মেলিমেলি', 'হিলিল'। আর পুরাণ বাঙ্গালী ২২টি।

যুটি উপাড়ী মেলিলি কাছি।

বহেতু কামলি সমস্ত পুন্ডি : [পত্রিক ১০]

কল্পলক্ষ্যের এক শিষ্যের নাম প্রজ্ঞাচকিত, ইনিও কল্পলের মতাপ্রসারে বজ্রহানের অনেক পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন।

১১। কল্পল

ইনি কল্পলক্ষ্যের বংশধর; 'চর্য্যাদৌহাকোষগীতিক' নামে ইহার একখানি গ্রন্থ আছে। ইহার একটি গান পাওয়াছি, তাতে চারিটি সংস্কৃত শব্দ, ৮টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, ১০টি পুরাণ বাঙ্গালী ও ৮টি চলিত বাঙ্গালী কথ্য আছে, উহার মধ্যে 'বিদ্যাপ'—প্রাক্যকাল, 'লাকি', 'হম'—পুণ্য।

১২। বিরূপ

ইনি সিদ্ধাচার্য ও বৌদ্ধীশ্বর ছিলেন। ইনি বজ্রযান ও কালচক্রবানের পুস্তক লিখিয়াছেন। ইহার একখানি পুস্তকের নাম 'দ্বিমমতাসাধন', আর একখানির নাম 'বজ্রদনারিসাধন'। ইহার চারখানি গানের বই আছে,—'বিরূপগীতিকা', 'বিরূপপদচতুষ্টয়গীতি', 'কর্মচণ্ডালিকা-বৌদ্ধাকোষগীতি', 'বিরূপবজ্রগীতিকা'। ইহার একটি নাট্য গান পাইয়াছি; তাতে ৬টি সংস্কৃত শব্দ, ২টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, ১২টি পুরাণ বাঙ্গালা ও ১১টি চলিত বাঙ্গালা কথা আছে। গানের মধুনা,—

এক সে শুভি নি দুই ধরে সাজায়।

চীৎসে বাকবাক্য বাক্যে বাক্য।

সহজে ধির করী বাক্যে সাজে।

জ্ঞে অজ্ঞায়ক হোই দিট কাক্যে।

দশটি দুয়ারত চির দেখইয়া।

আইল গয়ায়ক অপণে বহিলা ॥ [পত্রাঙ্ক ৭]

১৩। শাস্তি

সিদ্ধাচার্য শাস্তির আমরা দুইটি গান পাইয়াছি। তেজুরে অনেকগুলি শাস্তির নাম আছে, তিনি যে কোন শাস্তি, তা বলিতে পারি না। দশন শতকে রত্নাকরশাস্তি নামে একজন নিগ্গম পণ্ডিত ছিলেন, তিনি বিজয়মন্দিরবিহারের ধার রক্ষা করিতেন। তাঁহার অনেক পুস্তক আছে। তাঁরশব্দের অতি গুঢ় কথা যে অস্বার্থার্থি, তিনি তারও উপর বই লিখিয়া গিয়াছেন। বজ্রযান ও কালচক্রবানের উপর তাঁহার অনেক পুস্তক ছিল। সহজবানের উপরও তিনি 'সহজরতিনয়োগ' ও 'সহজযোগক্রম' নামে দুইখানা বই লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি যদি আমাদের পদকর্তা শাস্তি হন, তবে পদকর্তাদের মধ্যে আমরা আর একজন নিগ্গম পণ্ডিত পাইলাম। ইনি যে রত্নাকরশাস্তি তাহা নেন করিবার কারণ এই যে, 'ব্রহ্মচর্যপরিত্যাগদৃষ্টি' নামে তেজুরে যে সহজবানের গ্রন্থের উল্লেখ দেখিতে পাই, তাতে সিদ্ধাচার্য শাস্তিকেই রত্নাকর শাস্তি বলা হইয়াছে। শাস্তির দুইটি গানে অতি সহজ সংস্কৃত শব্দ ১০টি, সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন ১১টি, প্রাচীন বাঙ্গালা ৫৫টি, আর চলিত বাঙ্গালা ১০টি শব্দ আছে।

তুলা ধূনি ধূনি আঁজুরে আঁজ।

দীপ্ত ধূনি ধূনি বিরবর সেত।

গুড়বে হেফাজৎ পাবিঅই।

শাস্তি তদই কিল সত্যবি অই।

তুলা ধূনি ধূনি তনে অঘোষিট

নুন লটকা অশলা টোহিট।

বহল বট দুই নার ন দিশয়

শান্তি প্রদই বালাগ ন পটসঅ ।

কাজ ন কারণ অএহ জ্ঞানতি

সঁও সঁবেঅণ বোলপি সান্তি ॥ [পত্রাঙ্ক ৪১]

এই গানে একটি 'বোলপি' শব্দ আছে। আমরা চতুস্তমি গান পাইরাছি, তার মধ্যে এক জায়গায় মাত্র এই কথাটি পাই। 'পি' দিয়া আর একজন মাত্র জিয়াপন করিয়াছেন।

১৪। সবরপান বা শবরীশ্বর

ইহার অনেকগুলি সংস্কৃত পুথি আছে। ইহার একখানি পুথির নাম 'বল্লভোগিনীসাধন' উড়িষ্যা'র রাজা ইন্দ্রভূতি বল্লভোগিনীর উপাসনা প্রচার করেন। তাঁহার কস্তা লক্ষীকরা এই বিষয়ে তাঁহাকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন এবং সংস্কৃতে অনেক পুস্তক লিখিয়াছিলেন। শবরীশ্বর বা সবর সেই দলেরই লোক ছিলেন। তিনি বল্লভোগিনীর সহস্রে পাঁচখানি বই লিখিয়াছিলেন; গীতি-সহস্রে তাঁর দুইখানি পুস্তক আছে; একখানির নাম 'মহামন্ত্রাঙ্কগীতি', আর একখানির নাম 'চিত্তকুহগম্ভীরগীতি'। 'শ্রুতাদৃষ্টি' নামে তাঁর আর একখানি বই আছে। আমরা তাঁহার দুইটি বড় বড় গান পাইরাছি। এই দুইটি গানে ১০টি সংস্কৃত শব্দ আছে, ৭৭টি সংস্কৃত বইতে উৎপন্ন, ৮৫টি পুরাণ বালাগা ও ২৫টি নুতন বালাগা কথা আছে।

উচা উচা শাবত তঁহি' এসই সবরী বালী ।

মোরজি পীছ পরহিণ সবরী গিবত শুভরী মালী ।

উমত সবরী পাগল সবরী যা কর গুলী শুভাডা তোহোরি ।

লিঙ্গ বরিশী গামে সহজ সুলারী ।

পাণা তরুবার মৌলিলরে পলপত লাগেলী ভালী ।

একেলী সবরী এ বণ হিতই করুকুলবজ্রধারী ।

[পত্রাঙ্ক ৪২]

১৫। চাটিল

চাটিলের নাম ভেজুরে নাই, অথচ তাঁর একটি স্মরণ গান পাইরাছি। উহাতে ১১টি সংস্কৃত, ৮টি সংস্কৃত বইতে উৎপন্ন, ২৫টি পুরাণ বালাগা ও ২টি চমিত বালাগা শব্দ আছে।

ভবনই সহন গজীর বেগে বাহী ।

হুশায়ে চিহ্নিল মার্কো'ন বাহী ।

ধারার্থে চাটিল সাধন গটই ।

সারগামি সোজ নিজর তরই ।

[পত্রাঙ্ক ১১]

১৬। আৰ্য্যদেব

আৰ্য্যদেব নামে মহাবান-সত্তের একজন বড় লেখক ছিলেন। তিনি খ্রীষ্টীয় তিন শতকে অনেকগুলি সংস্কৃত বই লিখিয়া মহাবান-সত্তকে উচ্চ হইতে অতি উচ্চে তুলিয়া দিয়াছেন। আমাদের আৰ্য্যদেব তিনি নন। আমরা আৰ্য্যদেবের একটি গান পাইয়াছি। উহাতে ২টি সংস্কৃত, ৩টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, ২৫টি পুরাণ বাঙ্গালা ও দুইটি চলিত বাঙ্গালা কথা আছে। আমাদের আৰ্য্যদেব (বা আৰ্যদেব) কাণেরিন্ বা বৈরাগীনাথ নামে অনেক স্থলে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার ‘কাণেরীগীতিকা’ নামে একখানি বই আছে।

নমুনা—

চান্দরে চান্দকান্তি ভিন্ন পতিভাসক।

চিঅ বিকরণে ততি চলি পইলই।

ছাড়িঅ স্তর বিপ লোআচার।

চাহে চাহকে অণ বিআর। [পত্রাঙ্ক ৪৮]

১৭। দারিক

দারিক কালচক্র, চক্রশবর, বরষোগিনী, বদ্বালিনী প্রভৃতি দেবদেবী সম্বন্ধে অনেকগুলি বই লিখিয়াছেন। তৎকালীন ঐশ্বর্য্যপারমিতার উপরও তাঁর পুস্তক আছে। তিনি একটি গানে দুইকে প্রণয় করিতেছেন, তাতে মনে হয়, তিনি লুইএর শিষ্য ছিলেন। ঐ গানেটিতে ১০টি সংস্কৃত, ১২টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, ২৮টি পুরাণ বাঙ্গালা ও ২টি চলিত বাঙ্গালা শব্দ পাইয়াছি।

হুম কল্পরি অস্তিন বারে কঙ্গরাক্ চিঅ

বিলসই দারিক পঞ্চমত পারিমকুর্মে।

রাঅ রাঅ রাআরে অবর রাঅ মোহেরা বাবা।

সুইপাঅ পঞ দারিক বাসল কুঅর্মে শবা।

[পত্রাঙ্ক ৫২-৫৩]

১৮। ভয়নন্দী

ভয়নন্দীর নাম ভেদুরে নাই। উহার একটি গান পাইয়াছি; উহাতে ৭টি সংস্কৃত, ১২টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন ও ২০টি পুরাণ বাঙ্গালা শব্দ আছে।

চিঅ শুখাতা বৃতাবে মোহিক

ভগই কঙ্গরাক্ হুম অণ ন হোই ॥

[পত্রাঙ্ক ৭০]

১৯। ভাড়কপাদ ✓

ইহাঁর আশরা একটি গান পাইয়াছি ; তাতে ৮টি সংস্কৃত, ২১টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, ২১টি পুরাণ বাঙ্গালা ও ৫টি চলিত বাঙ্গালা কথা আছে। গানের নমুনা,—

অশপে নাহিঁ সো কাহেরি শখা।

তা মহানুদেহী টুটি গেলি কংখা।

অল্পভব সহজ না ভোল রে জোড়ি ;

চৌকোটি বিসুকা কইসো তইসো হোই । [পত্রাক ৫৬]

২০। ভোষী

ভোষী হেতুক নামে বগধের এক জন রাজা ছিলেন, তিনি শয়ানী হইয়া যান। তাঁহার কখনও আচার্য্য, কখনও মহাচার্য্য ও কখনও সিদ্ধ বণা হইয়াছে। তিনি বজ্রযান ও সহজযান সম্বন্ধে পুস্তক লিখিয়াছেন। 'ভোষীগীতিকা' নামে তাঁহার এক মন্তীর্ণনের পদাবলী আছে। আমরা তাঁহার একটি মাত্র গান পাইয়াছি। তাতে ৩টি সংস্কৃত, ৫টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, ৫০টি পুরাণ বাঙ্গালা ও ৯টি চলিত বাঙ্গালা কথা আছে।

পলা জটনা মাঝেরে বহই নাই।

তহিঁ হুঙ্কলী মাতঙ্গি পোইআ দীলে পার করেই ।

বাহু ভোষী বাহলো ভোষী বাটত ভইল উছার।

সংস্কৃত পাশপড়ে আইব পুণু জিগড়িয়া । [পত্রাক ২৫]

২১। ভাদিপাদ ✓

আমরা ইহাঁর একটি গান পাইয়াছি ; তাতে ৮টি সংস্কৃত, ৭টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, ২৪টি পুরাণ বাঙ্গালা ও ৫টি চলিত বাঙ্গালা কথা আছে।

এত কাণ হাঁউ আজিগে শ্রমোহেঁ।

এবেঁ মই বুঝিল সমস্তকোহোঁহেঁ ।

এবেঁ চিন্তাআম দকুঁ পঠা।

গণ সমুদে উলিআ পইঠা । [পত্রাক ৫১]

২২। বীণাপাদ

ইনি বিক্রমের বংশধর। ইনি বজ্রজাকিনী দেবীর গুহ পূজার পুস্তক লিখিয়াছেন। আমরা ইহাঁর একটি গান পাইয়াছি। উহাতে ১০টি সংস্কৃত, ৫টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, ২৪টি পুরাণ বাঙ্গালা ও ৫টি চলিত বাঙ্গালা কথা আছে। ইনি 'সক্যাকায়ার' বীণা ব্যবহারনে এই নামটি লিখিয়াছেন।

হুজ শাউ সসি শাগেলি ভাঙী ।
 অগহা দাঙী বাকি কিঅন্ত অবদুতী ॥
 বাজাই অগো সহি হেব্বঅ বীণা ।
 হুন তাক্তি ধনি বিলপই কণা ॥ [পত্রাঙ্ক ২০]

২৩। কুকুরিপাদ

ইনি মহামারার উপাসক ছিলেন এবং অনেকগুলি বজ্রবানের পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার দুইটি গান পাইয়াছি; তাতে ১টি সংস্কৃত, ৭টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, ৫৯টি পুরাণ বাঙ্গালা ও ১৪টি চলিত বাঙ্গালা কথা আছে। আমরা যে সকল ক্রিয়াপদের পেয়ে 'ল' বসি, ইনি আর সে সমস্ত স্থলে 'ড়' ব্যবহার করিয়াছেন এবং 'ভগতি'র স্থলে 'ভগধি' করিয়াছেন।

হুগি হুহি শিটা ধরণ ন কাই ।
 কথের ভেজলি কুঙ্কীরে পাঅ ॥
 আঙ্গন বরপণ হুন ভে বিজাতী ।
 কান্দেট চৌরি নিল অধরাতি ॥

 অইগন চর্যা কুকুরী পাএ গাইড় ।
 কোড়ি মাঝে একুড়ি অর্ধি গনাইড় ॥ [পত্রাঙ্ক ২১]

২৪। অক্ষয়বজ্র

ইনি অনেকগুলি বাঙ্গালা বই লিখিয়া গিয়াছেন। ইহঁর বাড়ী বাঙ্গালার ছিল। ইহঁর প্রধান বাঙ্গালা গ্রন্থ 'দোহানিধিকোবপরিপূর্ণগীতিনামনিমন্তব্যপ্রকাশটীকা', 'দোহাকোবদ্বন্দ্ব-অর্থগীতালীকানাম', 'চকুরবজ্রগীতিকা'। সুতরাং অক্ষয়বজ্র দোহ-সঙ্কীর্ণনের একজন পদকর্তা ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু গ্রন্থের বিবরণ আমরা এ পর্য্যন্ত তাঁহার একটি বাঙ্গালা গানও পাই নাই।

২৫। লীলাপাদ

তিনি 'বিকল্পপরিহারগীত' নামে দোহকীর্ণনের একখানি পদাবলী তৈয়ারি করিয়াছেন। গ্রন্থটির আরম্ভ কেতুয়ে আছে।

২৬। স্থগণ

ইনি কানৈরিন্ বা আর্ধ্যবেবের বংশধর। ইনি রসাকরণাঙ্কি-লিখিত একখানি সহস্রাবানের গ্রন্থের লীকা লিখিয়াছেন। ঐর বাঙ্গালা বইটির নাম "দোহাকোবত্বগীতিকা"।

২৭। মৈত্রীপানি

‘জরমৈত্রীগীতিকা’ নামে ইহার একখানি পদাবলী আছে।

২৮। গুরুভট্টারক ধৃতিজ্ঞান

ইহার দুইখানি পদাবলী আছে। একখানির নাম ‘বহুগীতিকা’, আর একখানির নাম ‘গীতিকা’।

২৯। মাতৃচেষ্ট

ইনি মহাবান-সম্রাটের একজন বড় গুরু। তাঁহার ‘কবিকলেশ্ব’ ইতিহাস এসিদ্ধ। আরও যে মাতৃচেষ্টের কথা বলিতেছি, ইনি তাঁহার অন্ততঃ সাত শত বৎসরের পুত্রের লোক। ইহার বৌদ্ধ মতাবলম্বনের পদাবলীর নাম ‘মাতৃচেষ্টগীতিকা’।

৩০। বৈরোচন

বৌদ্ধধর্মের মধ্যে বৈরোচন নাম প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাধর্মের মধ্যে এক জনের ‘আচার্য্য বৈরোচনগীতিকা’ নামে পদাবলী আছে।

৩১। নাড় পণ্ডিত

নাড় পণ্ডিতকে কুটিরীয়া নামেও বলে। কুটিরীয়া ইহাকে সিংহ পুত্রব বলিয়া পূজা করিয়া থাকে। ওয়াডেল সাহেব তাঁহার কুটিরী বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে নাড় পণ্ডিতের চেহারা দিয়াছেন। গৌক-হাড়ী কামানো, মাথাঃ দশা চুল, ঠিক যেন আমাদের এখনকার বাউল-সম্রাটদের লোক। ইনি হেঁকর ও হেব্র প্রভৃতি যুগলভঙ্গির উপাসক ছিলেন। ইহার প্রভাব এক কালে ভারতবর্ষ ও তিব্বতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ইহার তিনখানি পদাবলী আছে, দুইখানির নাম ‘বহুগীতিকা’, আর একখানির নাম ‘মাতৃপণ্ডিতগীতিকা’।

৩২। মহাস্থপত্যবজ্র

ইনি ‘শ্রীভক্তমহাপ্রভুপদ্মভিক্ষুরমালা’ নামে ভক্তমহাপ্রভুর একখানা টীকা লেখেন। ইহার পদাবলীর নাম ‘মহাস্থপত্যগীতিকা’।

৩৩। নাসাঙ্কুদ

মহাবান-সম্রাটের প্রবর্তক একা পুত্রবাসেও প্রচলিত আচার্য্য ইতিহাসমতে নাসাঙ্কুদ দুইটের দুই শতকে একজন ছিলেন। আমাদের মাসাঙ্কুদ তাঁহার অনেক পরের লোক। এজন্য বলাই যে, তাঁহার এক শত বৎসর পূর্বেও একজন নাসাঙ্কুদ ছিলেন। দেশে দেশে একটি খবর আছে, তাঁহার নাম নাসাঙ্কুদগুরু। ইহা চন্দ্রপতি পাচারের একটি দুর্গম অংশে অবস্থিত। আমাদের নাসাঙ্কুদ বোধ হয়, বেকলী অধিক বেশ মাসাঙ্কুদ। ইহার মতাবলম্বনের পদাবলীর নাম ‘নাসাঙ্কুদগীতিকা’।

একত্রিংশ আটও অনেকগুলি গদ্যাবলীর নাম অথবা লিখা আছে। যথা,—‘যোগি-ঐশ্বর-গীতিক’, ‘বহুগোকলগীতি’, ‘চৈতন্যচরিতামৃতগীতি’।

চৈতন্যদেবের অন্ততঃ ৩ শত বৎসর পূর্বে বাঙ্গালা ও পূর্বাঞ্চলে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ সঙ্কীর্ণমের গান বাঁধিয়া ও নানা রূপ-রাশিগীতে এই সমস্ত গান গাইয়া ভারতবাসীর মন বৌদ্ধ ধর্মের দিকে আকৃষ্ট করিতেন। তাঁহার সচরাচর যে মন্ত্র রাস্তাঘাটে গান গাইতেন, তাঁদের নাম :—পটমল্লরী, গবড়া, মক, ভল্লরী, দেবকী, মেধাধি, তৈত্তরী, কামাদ, ধানশী, রাসকী, বরাড়ি, শিবরী, বগাড়ি, মল্লারি, মালশী, কল্লুভল্লরী, বামালা ইত্যাদি।

বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যেরা গীতিকা ভিন্ন দৌহা রচনা করিয়াছেন। এক এক সময় মনে হয় যে, এই দৌহা হইতেই পরাবের সৃষ্টি হইয়াছে। সরহপালের ‘কথক দৌহা’ তত্ত্বের মত মিস্রাণের উপযোগী। সরহপালের এক দৌহাকোষ আমরা পাইয়াছি। সহজবানের মূল তত্ত্বগুলি ব্যাখ্যা করাই এই দৌহাকোষের উদ্দেশ্য এবং তাই করিতে গিয়া তিনি ব্রাহ্মণদিগের, ঈশ্বরবাদী-দিগের, শাক্যের, সৌগতদিগের, এমন কি, মহাবানেরও মতসকলের দোষ দিরাছেন, সে কথা আমি পূর্বে বলিয়াছি। ইহা ছাড়া তাঁর আরও দৌহাকোষ ছিল, একখানির নাম ‘দৌহাকোষ-নামচর্য্যগীতি’, একখানির নাম ‘দৌহাকোষ উপদেশগীতি’। কৃষ্ণাচার্যের ‘দৌহাকোষ,’ আমরা পাইয়াছি। উহাও সহজবানের পুস্তক। উদ্ভিষ্যানিবাসী তেলিগের একখানি ‘দৌহাকোষ’ ছিল। বিক্রমপুরে একখানি ‘দৌহাকোষ’ আছে। তাহার প্রাণিকায় বেদাচার্য, উহা একখানি সংগ্রহ মাত্র। বিষ্ণুপ, কৃষ্ণ, শাখিলাল, পূরপাদ এবং খ্রীষ্টবরোচন-এই কথকদের দৌহা লিখা উহাতে সংগ্রহ করা হইয়াছে।

একত্রিংশ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর অনেক সময় গাথা রচনা করিতেন। গাথা রচনার জন্য একটি পুস্তক ভাণ্ডা ছিল। রাজেন্দ্রলাল উহাকে ‘গাথাভাণ্ডা’ই বলিয়া গিয়াছেন। সেনার উহাকে মিস্র সংস্কৃত বলিয়া গিয়াছেন। ঐ ভাষার বে বহুদিন পর্য্যন্ত গাথা রচনা হইতেছিল, এ কথা কিন্তু কেহই জানিতেন না। ‘শতসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা চক্র-মণ্ডলা-পাথা’ ধর্মের অন্ততঃ ৬৭ শতকে লেখা হয়। কারণ, পাঁচ শতকের পূর্বে ‘শতসাহস্রিকা’ই ছিল কি না, সন্দেহ। এই ভাষা ক্রমে চলিত ভাষার সঙ্গে মিশিয়া অনেক লম্বা হইয়া গিয়াছে, অনেকটা চলিত ভাষার মতনই দাঁড়িয়াছে।

সরহপালের ‘দারিলাপদেশগাথা’ নামে একখানি ‘গাথা’ আছে। সরহপালের গীতি বাঙ্গালা, বৌদ্ধ ও বাঙ্গালা; গাথাও সে বাঙ্গালা হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর একখানি গ্রন্থ আছে, তার নাম ‘সঙ্কপক-গাথা’, সংগ্রহকারকের নাম নাগার্জুনগুপ্ত। উহাতে খ্রীলিঙ্গ, নবর, কর্মপার ও নীড়পারের গাথা আছে। এরূপ গাথা আরও অনেক লিখিয়া গিয়াছেন।

আবার নিজের সংস্কৃত ও বৈষ্ণব যে সকল গীতি, গাথা ও দৌহাক নাম পাইয়াছি, তাহাদের মোটামুটি একটা বিবরণ দিলাম। কিন্তু ইহা চমকাত আঁরও অনেক গীতি, গাথা

ও দৌহা আছে ; কারণ, আমি গাথা ও গীতির যে কয়খানি টীকা পাইয়াছি, তাহাতে কয়েক জন দৌহা ও গীতিকারের নাম পাঠিয়াছি, বাহা এটী ভট্টের কোন সংগ্রহেই নাই। আর আমি দেখালাম হইতে যে সমস্ত বৌদ্ধ বঙ্গবান, মহাজবান, কাণচক্রবান ও মহাবানের পুস্তক আমিরাতি, তাহাতেও মধ্যে মধ্যে বাংলা গীতি ও দৌহা পাইয়াছি।

ডাকার্ণব

ডাকার্ণব নামে একখানি পুস্তকে অনেক চলিত ভাষার গান আছে। যে গানগুলি কি ভাষার, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, আমি সেই অংশগুলি ছাপাইয়া ইয়োয়োপে পাঠাইব স্থির করিয়াছি এবং ছাপাইয়াছি। কিন্তু যুদ্ধের কাজ পাঠাইতে পারিতেছি না। তাহারও শেষ পৌরাণিক আদ্য বাক্যাদি বলিয়া মনে হয়।

রত্ন রত্ন পরম মহারত্ন বজ্র।

প্রয়োজ্যপাই সিদ্ধি কল্প।

মৌল্য কল্পনা তাইহ তুহ।

সকল পুরাণের বুদ্ধের বিশ্ব।

করণ মরণ পড়িহাল ন দিসই।

ইবোহ করহ চিত্ত মিত্র না হই ॥ [পত্রাঙ্ক ১৬১-৬২]

ইহার উপর আরও একটা কথা বলিয়া রাখি। মীননাথের একটি বাঙ্গালা পদ পূর্বে দেখাইয়াছি। আমাদের দেশে প্রবাদ আছে যে, মীন ও মৎস্যের চন্দ্রসীমের লোক। চর্যাচর্য্য-বিশিষ্টদের টীকার বহিঃপ্রাচীরের বলিয়া আরও দুই একটি বাঙ্গালা পদ তুলিয়াছি। তাহাতে বোধ হয় যে, নাথপন্থের নাথদিগেরও অনেক প্রহ্ন বাঙ্গালার লেখা হইয়াছিল।

নাথদিগকে সিদ্ধ ও বলিত, বর্ণনরত্নাকরে তাঁহাদের একটা তালিকা দেওয়া আছে। বর্ণনরত্নাকর এনিমিত্তিকগোলাইটার একখানি তালিপাতার পৃষ্ঠ নং ৩৮৩৪—অক্ষর, বাঙ্গালা—
লিপিকান, লংসং ৩৮৮। এইকার, কথিখেরচোরা জ্যোতির্গীষর, মিথিলার রাজা হরিসিঁহে
দেবের সভার একজন কবি ছিলেন। হরিসিঁহদেবের রাজত্বকাল খ্রীঃ অবঃ ১০০০—১০২১।

পুস্তকে নানাবিধ বর্ণনা দেওয়া আছে, যথা :—

নগরবর্ণনো নাম প্রথমঃ কয়েলঃ।

নারিকাবর্ণনো নাম দ্বিতীয়ঃ কয়েলঃ।

আস্থানবর্ণনো নাম তৃতীয়ঃ কয়েলঃ।

পুতুবর্ণনো নাম চতুর্থঃ কয়েলঃ।

প্রদানবর্ণনো নাম পঞ্চমঃ কয়েলঃ।

ভূতবর্ণনো নাম ষষ্ঠঃ কয়েলঃ।

সুখানবর্ণনো নাম সপ্তমঃ কয়েলঃ।

অথ চৌরাসৌমিক বর্ণনা—

গ্রন্থকার চৌরাসৌমিকের বর্ণনা করিতেছেন ; কিন্তু মাত্র ৭৬টি নাম পাওয়া যায় :

১ মৌলানা, ২ শেখরকানাথ, ৩ চৌরকৌলানাথ, ৪ চামরীনাথ, ৫ ভক্তিলা, ৬ কালিপা, ৭ কেশবদ্বিপা, ৮ ধোলাপা, ৯ হারিশা, ১০ বিজুপা, ১১ কপালী, ১২ কুমারী, ১৩ কাহ্ন, ১৪ কনকল, ১৫ মেখল, ১৬ উন্নয়ন, ১৭ কাঞ্চলি, ১৮ ঘোবী, ১৯ জালদার, ২০ চৌলী, ২১ মবহ, ২২ নাগার্জুন, ২৩ মৌলী, ২৪ ভিমান, ২৫ অচিত্ত, ২৬ চন্দক, ২৭ চেন্টন, ২৮ ভূবরী, ২৯ বাকলি, ৩০ ভূমী, ৩১ চর্মী, ৩২ ভাণে, ৩৩ চান্দন, ৩৪ কামরী, ৩৫ করবৎ, ৩৬ স্বর্গপাণ্ডব, ৩৭ ভদ্র, ৩৮ পাতিগিত্ত, ৩৯ গলিহিহ, ৪০ কাহ্ন, ৪১ মীন, ৪২ নির্দ্বি, ৪৩ সবর, ৪৪ সান্তি, ৪৫ ভর্জুহরি, ৪৬ ভীষণ, ৪৭ ভটী, ৪৮ মঙ্গলপা, ৪৯ গমার, ৫০ মেগুরা, ৫১ কুমারী, ৫২ জীবন, ৫৩ অঘোষাধব, ৫৪ গিরিবর, ৫৫ মিরারী, ৫৬ নাগলাল, ৫৭ যিত্তবৎ, ৫৮ সায়স, ৫৯ বিবিকিধল, ৬০ মঙ্গলধল, ৬১ অচিত্ত, ৬২ বিচিত্ত, ৬৩ নেচক, ৬৪ চাটল, ৬৫ নাটন, ৬৬ ভীমো, ৬৭ পাহিল, ৬৮ পামল, ৬৯ কমল-কমারি, ৭০ চিপিল, ৭১ ঘোবিশ্ব, ৭২ ভীষ, ৭৩ তৈরব, ৭৪ ভদ্র, ৭৫ জমরী, ৭৬ ভূমকুটী ।

পুস্তকটি মুসলমান-বিজয়ের পূর্বে বাঙ্গালা দেশে একটা অবল বাঙ্গাল সাহিত্যের উন্নয়ন হইরাছিল । তাহার একটি ভাগে মাত্র আদি বাঙ্গালী পণ্ডিতের কাছে উপস্থিত করিতেছি ভরস করি, তাহার বৈরাগ্য উন্নয়ন সহকারে বৈরাগ্য-সাহিত্য ও অজ্ঞাত প্রাচীন সাহিত্য উদ্ধার করিয়াছেন, ঐকগ উৎসাহে বৌদ্ধ ও নাথ-সাহিত্যের উদ্ধার সাধন করিয়াছেন : ইহাও কত উদাহরণকে ভিত্তি ভাষা লিখিতে হইবে, ভিত্তি ও নেপালে বেড়াইতে হইবে কোচবিহার, নব্বদ্বার, বাণপুত্র, সীলোট প্রভৃতি প্রান্তবর্তী দেশে ও প্রান্তভাগে ভুজিয়া গীত, পাণা ও দৌহা সংগ্রহ করিতে হইবে । ইহাতে অনেক পরিচয় করিতে হইবে, অনেক বার হত্যা হইয়া ফিরিতে হইবে । কিন্তু যদি সংগ্রহ করিতে পারেন, তবে দেখিতে পাইবেন যে, বাহালা ও পর্যন্ত কেবল আপনাদের কবিত্বের কথাই কহিয়া গিয়াছেন, তাহার এককথাই সত্যকথা কহেন নাই ।

চর্য্যোচর্য্য-বিশিষ্ট

প্রাচীন বঙ্গ-বৌদ্ধ

কবিগণের পদ-সংগ্রহ

ও

তাহার সংস্কৃত টীকা

চর্য্যোচর্য্যবিনিশ্চয়ঃ

নৌক-সহজিয়া-মতের

অতিপুৰাণ বাঙ্গালা-গান

তাহার সংস্কৃত টীকা ।

নমঃ শ্রীকৃষ্ণযোগিনে ।

কাতা ভরুবার পক্ষা বি ভাল
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল ॥ ১ ॥
দিট করিঅ মহামুহু পরিমাণ
লুই ভগই গুরু পুচ্ছিঅ জা ॥ ২ ॥
সমল স[মা]হিঅ কাহি করিঅই
সুখ দুখেতে নিচিঅ মদিয়াই ॥ ৩ ॥
এডিএউ হানক বাত সরণত পাটের আস
জুপাথে ভিতি কাহ বে পাস ॥ ৪ ॥
ভগই লুই আনুহে সাণে দিটা
বমল চমল বেশি পাণ্ডি বইণ ॥ ৫ ॥

উল্লেখ্য গুরুপক্ষা পক্ষাভরুবার পক্ষাভরুবার

নৌক-সহজিয়া-মতের অতিপুৰাণ বাঙ্গালা-গান

তাহার সংস্কৃত টীকা

এই গানের নাম চর্য্যোচর্য্যবিনিশ্চয়ঃ

তবে বহিঃশাস্ত্রিকারৈরপাং প্রেক্ষানুসারেণৈঃ কিঞ্চিদভ্যাসিতানং হি সাদৃশ্যমীৰিতং ।
 কিমুতঃ প্রত্যাহার্যমোৎসবশাং চাক্ষর্যতর্য প্রাকৃতসংজ্ঞানুভিতরূপে হি রাহঃ । স এব কালঃ ।
 কৃষ্যপ্রতিপদশায়াং অবিষ্টঃ যস্যাং নন্দাভ্রাজসরায়িকাপূর্ণাভিযাসেন নংহস্তিবোহিচ্চতুর্গাৎ
 শোহ নমসীতি । অন্নমতর্থ কৃষ্যচাৰ্য্যপাদৈরভিহিতঃ

दिनद-जनिम मोह बाहेर कालधि रहेछे ।

नृसिंहेन सहविद्याने हृतः नि[२५]क्षिप्तनिमित्तः ॥

चिप्लः हि७ सदसांक्रमकाच बधी ।

2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

আবিদেবপাটৈরপাখ্যঃ পঞ্চকমাহপুর্বেণ বিনা নিশ্চয়কমসমোখি[৬] সাক্ষ্যবর্ত্তঃ ন
প্রাপ্যতে ।

দিতকরীতাদি । অনেনোপাশতসময়ান্তরপূর্ণা বধা পদ্বিপাট্যাভিষিক্তো বোগিবরঃ সমস-
নক্কেতব্যাপহারেণ সদ্ভক্তমারাদ্যাদ্বিক্রান্তৌ প্রকাক্ষানাতিসেক[৭] লক্ণঃ দৃঢ়ঃ যথা ভবতি । তথা
মহাস্থং চতুর্থানন্দ[৮] ষঃ পরিমাণঃ ।

জনই নুই ইত্যাদি । তস্মি কুশিয়ারবিন্দমণ্ডয়াগাক্ষরহুণোপারঃ সুধোরঃ স্তম্ভকঃ ১৪ঃ
বিরমানন্দে ব্যাপাবাপকতরঃ সর্বধর্ম[৯] উপসমস্তরুদঃ সহজানন্দমহাস্থং অহর্নিশং ভানীহি ।

তথাচ শ্রীমহাজে—

ন বিনা বহুগুণনা নরকৈশ্মপ্রহাণকঃ ।

নির্বাপকঃ পদঃ শাস্তাঃ নবৈববর্ত্তিমাধুয়াৎ ॥

তথাচ নাগাজ্জুনপাটৈঃ বজ্রজাপে চোক্তঃ—

গিরীক্কাহুঃ প্রপতেতু কশিৎ

মজ্জেক্কাতিঃ হি চাবতেঃ । তথাপি ।

গুরুপ্রমাণাধিহিতোপদেশঃ

ইচ্ছের মোক্ষক তথাপি দুঃখঃ ॥

সরহপাটৈরপাখ্যঃ প্রবন্ধে—

ক মা সংসারচক্ৰঃ বিরচয়তি মনঃসরিষোগাক্ষহেভাঃ

মা ধীর্ঘ[১০] প্রসাদাঃ স্ফির্ভাতি নিছজ্জ্বলঃ স্বামিনো নিশ্চপক[১১] ।

তচ্চ প্রভাষ্যবেত্তঃ সমুদয়তি স্বধঃ কমলাদ্রা(ন)গনুতঃ

কুর্ধ্যাৎ তজ্জাখ্যিবুধ্যঃ শিরসি সর্বিনরঃ সদ্ভক্তোঃ সর্বকালঃ ॥

শ্রীহেবজ্জৈহপি—

অদ্ব্যনা জ্ঞায়তে পুণ্যং গুরুপকৌপসেবনাঃ

পুনঃপুনঃ মহারাগনয়সমাদ্যুদ্যাপয়ন্তঃ ১৫ঃসামাঃ ১৬ঃ ।

সত্যম্ সমাহীতাদি । ভগবতৈব নয়ভেদেনান্যতাপবীত্যাঃ সমাগমঃ দশাক্ষলপরিহায্য
ইন্দ্রিয়নিরোপাঃ । নাক্ষয়ঃ । তৎ[১৭]কঃ সমাহিতিঃ মহারাগনয়ে গুরুহিতব্যাঃ গুরুপোষধাদি
নিম্নমেষঃ কিঞ্চিদঃ । ক্রিয়তে ।

১০. পদ্যে পদ্যে পদ্যে একটা বহুবচন আছে ।

১১. পদ্যে পদ্যে একটা বহুবচন আছে ।

১২. পদ্যে পদ্যে একটা বহুবচন আছে ।

১৩. পদ্যে এই পদ্যে একটা বহুবচন আছে ।

১৪. পদ্যে এই পদ্যে একটা বহুবচন আছে ।

অন্তঃ শ্রীসমাজে—

সমসৌম্যবিনীশচর্যাচর্যাবিনীশচয়ঃ ।

চর্যাচর্যাবিনীশচর্যাচর্যাবিনীশচয়ঃ ।

তথাচ শ্রীসমাজে—

সমসৌম্যবিনীশচর্যাচর্যাবিনীশচয়ঃ ।

বিপরীতভাবনা হেবা ন জাতা বুদ্ধতীর্থকঃ ॥

ইতি । এবং মহাবুদ্ধাবধাতেন বহিভবেন বুদ্ধতীর্থকো বহুনি জ্ঞাথাত্তহুত্ৰ উৎপত্তান্ত
মিত্তস্তে ৩ । ন তে তত্ত ভাগিনঃ ।

তথাচাগমঃ—

তদ্বহীনঃ ন নিভাতি কলকোটিপঠৈতরপীতিবচনাৎ । মহারা[গ]মরচর্যামঃ ১২৭৫—

শ্রীসমাজে—

পঞ্চ কামান পরিত্যাগ্য তপোভির্চ পীড়য়েৎ ।

মুখেন নাথবেদ্য বায়িং যোগতন্মাত্রসারতঃ ॥

তথাচ সন্নহপাদৈঃ—

তদ্বহনিত্তাক্ষরকো বিশ্ববরনৈবদি ন নিচ্যতে শুদ্ধৈঃ ।

গগনব্যাপী কলমঃ কল্পতরুঃ স্বর্গং গভতে ॥

মহাব্রাহ্মণচর্যাচর্যাবিনীশচর্যাচর্যাবিনীশচয়ঃ । মহারা[গ]মরচর্যামঃ ১২৭৬—

এডিএই ইত্যাদি । পশ্চাৎগুরুমোক্তিয়ামকরণাবিবুদ্ধিহায় শূদ্ধতাপককতি নৈবাত্ত-
করণাশ্রমিতি সমীপঃ ভবীরাগিনঃ কৃত্য রে নবোধনঃ । ভে মোক্ষশীলাঃ ।

তথাচাগমঃ—

সমসৌম্যবিনীশচর্যাচর্যাবিনীশচয়ঃ ।

চর্যাচর্যাবিনীশচর্যাচর্যাবিনীশচয়ঃ ।

চর্যাচর্যাবিনীশচর্যাচর্যাবিনীশচয়ঃ ।

চর্যাচর্যাবিনীশচর্যাচর্যাবিনীশচয়ঃ ।

১৬. তে অক্ষরচর্যাচর্যাবিনীশচর্যাচর্যাবিনীশচয়ঃ ।

১৭. তে নৈব

১৮. তে অক্ষরচর্যাচর্যাবিনীশচর্যাচর্যাবিনীশচয়ঃ ।

১৯. তে অক্ষরচর্যাচর্যাবিনীশচর্যাচর্যাবিনীশচয়ঃ ।

চতুর্থশস্যেন ধন্যকৃত্যধন্যনামাং প্রত্যাহারামত—

জগৎ উত্তমমি।—আনিন্দিত্যনামাং প্রত্যাহারামত—
এতৎ বসতি, ময়া পুত্ৰীপাশেন দিক্কাশেন ধন্য-
নামেনতি। অনোবিজ্ঞানেন বিবর্তিতমসংসারঃ। তিষ্ঠন্তী চতুর্থশস্যেন ধন্যকৃত্যধন্যনামাং
দৃষ্টঃ।

তথা চাগমে—

ইতিরাগি অপতীৰ্বনোত্তরিশতীৰ চ।

নষ্টেষ্টে ইবাভাতি কারঃঃ নংস্ববৃদ্ধিতঃ ॥

ধন্যঃঃ পশিগুহ্যলিনা চবণ্য দ্বিত্যুকা কালিনা তদভ্যাসানসং কৃত্য বসেবতাহ-
কারোপবিতঃ সন্ সাগাল কৃতঃ।

তথাচ দ্বিকল্পে—

আলিকালিসমাযোগে বহুসংসৃত বিটরং ইতি ॥১॥

২

রাগ গবড়া

কুকুরীপাদানম্। ছলি ছলি পিটা ধরণ ন জাই
কথের তেঁতুলি কুড়ীরে খাম ॥
আসন বরণগ সুন ভো বিজাতী
কানেট চোরি নিল অধরাতী ॥ এ ॥
সুসুয়া নিদ গেল বহুড়ী জাগস
কানেট চোরি নিল কা গই মাগস ॥ এ ॥
দিবসই বহুড়ী কাড়ই জরে ভাস
রাতি ভইলে কামরু জাম ॥ এ ॥
অইমন চর্যা কুকুরীপাএ গাইড
কোড়ি মখেঁ একুড়ি অই সমাইড ॥ এ ॥

এতৎ বসতি, ময়া পুত্ৰীপাশেন দিক্কাশেন ধন্যনামেনতি। অনোবিজ্ঞানেন বিবর্তিতমসংসারঃ। তিষ্ঠন্তী চতুর্থশস্যেন ধন্যকৃত্যধন্যনামাং
দৃষ্টঃ।

১. স বহুড়ী নীচে মেরাণী মসুর

২. বিসর্গের পা ১/২ একটা মাত্র।

৩. পিটা জাই বস চবণ, টিকা জাই বস চবণ।

দ্বিতীয়াধিঃ—করপদার্থে বিনিময়ীক পদং সমাহারকরকং । ক্রমিকপদার্থকতে যোগ্যগোচরঃ ।
করপদার্থকসংসারঃ কামকর্মনিবন্ধকসংসারঃ তদেব যোগ্যকং সংক্ৰান্তিপদার্থকিতঃ । তৎ অবধূতীমাঃ^{১৫} বিনিময়
পদার্থা পিতৃকং বক্রমণৌ পতং ধরৎ^{১৬} ন যতি । বাণযোগিনিস্ততঃ ধরণে ন সমর্থঃ ।

তথাচ কৃষ্ণাচার্য্যপাদাঃ—

এহ সে হুবরণ ধরশ্রমিধর সমবিষয় উভারণ পাবই ।

তবই কামে হুবৃত্তা হুবধুগাহ তদা মনঃ পাবিত্যবই ।

তদ্ব্যং গুরুপারম্পর্য্যক্রমজনিতযোগীজ্ঞাঃ কারবৃক্ষঃ কলং তদেব^{১৭} বাণিচিহ্নঃ চিহ্নাবলবৎ
বক্রঃ । কৃত্তীরমিতি । বিলক্ষণপরিণোদিতকুন্তকসমাধিনা স্বাহিতবক্রমণে ১ ততঃ ভক্ষণং
নিঃস্বজাবীকরণা কুর্কতি ।

প্রবপদেহঃ দুটীকুর্কয়াহ—

অক্লমমিতি । ব্যাধিনিবাতযুৎপ্রেক্ষাপ্রবেশক যোগ্যতাঃ । বিমাতীতি আত্মনি পরিতৃপ্ত্য-
বধুতীক্ৰমমিহুচা যোগীজ্ঞো যদতি ভোঃ পরিতৃপ্ত্যবধুতীকে শৃণু প্রথমং বক্রজাপোপদেষেন
বিবরমানাবধুতীগৃহবৃত্তং নয় । তস্মিন্ গৃহে পুনরুক্তিগাতৌ চতুর্থীলক্ষ্যমাং কানেট ইত্যাদি ।
তদেব প্রবেশাদিবাতলোযবিভবং সহজানলচৌয়েণ ধৃতং ।

দ্বিতী[৫ক]রপদেহ তমেবার্থঃ প্রতিনির্দেশয়তি ।

সমুদ্রেত্যাদি^{১৮} বরিতাদিধ্বাং চতুর্থীলক্ষ্যং যোগনিজাং নীহা অবধুতীলক্ষ্যসহায়্য কামাদি-
ভববিকল্পঃ যুহ প্রকৃতিপরিণোদ্যবধুতীক্ৰমণে যোগিতোহপাহরিণঃ জাগরণং কুর্কতি । কানেট^{১৯}
প্রভাবরচোরেণ প্রবেশাদিবাতলোযো বদা নীতন্তরা গ্রাহ্যভাবো যোগীজ্ঞো মশদি । কাপি
কিঞ্চিৎ^{২০} প্রার্থয়তি ।

দ্বিতীয়পরিণোদ্যবধুতীক্ৰমণে সমুদ্রেত্যাদি^{২১}—

দিবসই ইত্যাদি । মৃদাভ্যাসর^{২২} তেদেন সা অবধুতীকা সংক্ৰান্ত্য স্তত্ররূপেণ ব্রহ্মলোকাং
নির্দ্বীপপুনাং^{২৩} বক্রমণে বক্রমণে^{২৪} পাত্ত কাড়ই ইতি । কারকালপুরুষায় বিভেতি মত্ততা ভবতি ।

তথা চা[গ]মঃ—

যণা চিত্রকরে রূপঃ বক্ষতাত্তিমহরং ।

নমানিধাঃ শ্রুৎ তীতঃ^{২৫} সংসারেধবুধত্তথা ॥

প্রাজীতি । প্রজাজানেন প্রকৃতিপরিণোদ্যবধুতীকং পদকক্ষণীন্ অস্তিষিচ্য । কামকরতি ।
সংসারে মহাত্মবচকষকপে নিমজ্জকর^{২৬} কুর্কতি । (৬)

১৫. ক উপরে নেওচরী অক্ষরে ।

১৬. পানে কামে হুবৃত্তা ট কামে হুবৃত্তা ।

১৭. পুথিতে কামে হুবৃত্তা ।

১৮. পানে কামে হুবৃত্তা ট কামে হুবৃত্তা ।

১৯. পুথিতে কামে হুবৃত্তা ।

২০. পুথিতে কামে হুবৃত্তা ।

কল্যাণমিত্যে । মহাভারতঃ সহজপদমঃ কল্যাণমিত্যে ।

সংসারলোকে কিসপি জনমহোদয়ঃ সনাতনমহোদয়ঃ ।

অমৃতমৃত্যুঃ সত্যমিত্যে । মহাভারতঃ সহজপদমঃ কল্যাণমিত্যে ।

সংসারলোকে কিসপি জনমহোদয়ঃ সনাতনমহোদয়ঃ ।

অতিমৌলিক-প্রতিপাদনা[বি] চতুর্থপদমাহ—

অইসনীত্যাদি । চতুর্থপদমিত্যে চতুর্থপদমাহোদয়ঃ সনাতনমহোদয়ঃ সনাতনমহোদয়ঃ । অইসনীত্যাদি । চতুর্থপদমিত্যে চতুর্থপদমাহোদয়ঃ সনাতনমহোদয়ঃ সনাতনমহোদয়ঃ ।

তথাচ কল্যাণমিত্যে—

গৌরী-বর-সমুদ্রইই ইতি পরমমহোদয়ঃ

কল্যাণমিত্যে । গৌরী-বর-সমুদ্রইই ইতি পরমমহোদয়ঃ ।

৩

রাগ গবড়া

বিনয়পাদনামঃ । এক মে শুভিনিঃ । দুই ঘরে সাক্ষ্য

চীজন বাকল্য বাকলী বাকল্য ॥ ১ ॥

মহাজে থির করি বাকলী নাহি

জৈ অজরামর হোই দিট কাকল্য(কঃ) ॥ ২ ॥

নশনি দুয়ারত চিহ্ন দেখইয়া

আইল গরাহক অপণে বহিআ[৬ক] ॥ ৩ ॥

চউলটি ঘড়িয়ে দেট পসারা

পইঠেল গরাহক নাহি নিসার ॥ ৪ ॥

এক ম ডুলী সফই নাল

ভগতি বিলুপ্তা থির করি চাল ॥ ৫ ॥

পরিচয়ভেদে তামসযুক্তিকায় বিজ্ঞাপনামঃ পরমকল্যাণমিত্যে সনাতনমহোদয়ঃ সনাতনমহোদয়ঃ ।

একটমিত্যে—

এক মে শুভিনিঃ । একক। বটপদমোদয়ঃ সা অমৃতমৃত্যুঃ সত্যমিত্যে । চতুর্থপদমিত্যে চতুর্থপদমাহোদয়ঃ সনাতনমহোদয়ঃ সনাতনমহোদয়ঃ ।

২০. শুভিতে অমৃতমৃত্যুঃ সত্যমিত্যে ।

২১. শুভিতে শুভিনিঃ ।

২২. শুভিতে শুভিনিঃ ।

২৩. শুভিতে শুভিনিঃ ।

৪

বালী অথ

গুড়ী-সহজিয়া

কিন্তু তুমি গোঁইনি দে অলসাবা
কমলকুণ্ডলশয্যে করছ বিমালী ॥ ধ্রু ॥
জোঁইনি তুই বিনু খনহি ন জীবনি
তো মুহ চুখী কমলরস পীবনি ॥ ধ্রু ॥
খোঁপছ জোঁইনি লেপ ন জায়
মণিবুলে বহিআ ওড়িমাগে মগাজ ॥ ধ্রু ॥
সাহ ঘরেঁ বালি কোথা তাল
চন্দ্রজবেণি পথা কাল ॥ ধ্রু ॥
তগই গুড়ী অহমে কুন্দুরে বীরা
নরখ নারী মরোঁ উত্তিল চীরা ॥

তমোবর্ধঃ শ্রীহরকৃষ্ণচন্দ্রাধিবগমেন গুড়ীপান অস্তে নিঃস্বভাব প্রতিপাদয়তি—

তিয়ড়তানি ৩৭। সলনা-রমনা-অবধূতিকা নাভ্যঃ দ্বিনাভ্যঃ চাপবিহা নিরাভাসীকৃত্য সৈব
পারিতোক্তাবধূতিকা নিরায়যোগিনী। অরবাগীতি। অঙ্কঃ পুচিহুঃ মাধকায় দদাতি। তঃ পালয়তি
চ। অথবা বিচিত্রাদিশঙ্গগহোদেনানন্দদিজমঃ দদাতি। পুনঃ সৈব ভাসকস্তাবিরতাত্তিমোপদে-
শাসং দদাতি। কমলকুণ্ডলশয্যে। তো যোগিবর সম্যককুণ্ডলশয্যেবোগল্পটৌ আনন্দনন্দো-
ত্তম বিকালিমিতি কালরহিতঃ মহানুজাঃ সিদ্ধি-সাক্ষাৎ কুহ। অতএব মহানুজ(খঃ)শম্পটৌহ
ভাবঃ ॥

এবঃ বদতি।

তো নৈরাভ্যযোগিনি স্তম্ভ বিনা কণৈকং চক্ষুরবেগচক্ষুরাঃ প্রাণবাতধারনে ন সমর্পেহহঃ।

তথা চা[গ]মঃ—

উৎপাদয়তি ভবসংসার-অপ্যবাতবসংস্কৃতিঃ।

বাবতা কলক যৌক বাহ্য-অভিজিজ্ঞাসা ॥

১। গুড়ী-সহজিয়াক। পুনঃ-চক্ষুর। কমলরস-মিতি। ২। তো উদীয়মানমধুমবনঃ পরনার-
যোগিনী। তঃ গুণসম্পন্নদায়িত্বমানকলকশিঙ্গরসমূহে কণৈকমিহিৎ।

৩। পুঃ-বিকলকায়। কাকুহ-ব্যাকরণমিতি।

৪। স্তম্ভ-নিমিত্তঃ। সিক্ত-বিকলঃ।

তথাঃ শ্রীকবচঃ--

অকমলং হি তস্য শ্রীচর্য চর্যং বাচিকমকমলং ।

অকমলং হি তস্য শ্রীচর্য চর্যং বাচিকমকমলং ।

যেহেতুঃ। যেহেতুঃ যদ্যপি তস্য বাচিকমকমলং। তদ্যপি তস্য বাচিকমকমলং। তদ্যপি তস্য বাচিকমকমলং।

এহ মে গিরিবর কহিঅ মই এহনে মহামুখ ঠাব

একু বসপি বহু মহু বহু লভই মহামুখ জাব।

তৃতীয়পদে পয়িত্তিহাঃ--

সাজ ইত্যাদি। প্রথমঃ ভাবঃ যোগীশ্রেণ দেবতাবোধপূর্বকঃ কায়বজ্রদ্বীকৃত্য বজ্র
আপোপদেগেণ চতুর্দশায়োঃ পক্ষাঃ পশুদ্বিত্য। বাগবজ্রং দ্বীকৃত্য চিত্তবজ্রদ্বীকরণায়
বিত্ত[৯]নানন্দবধূতিক। দহমানৈকলোভীভাবং ন আগমাগারঃ সুরেশ্বরিখরঃ নীড়া। কুঁ -
কেতি। তান সম্পূটকরণে যপিসুখারনিরোধঃ কর্তব্যানান্যনঃ সংবোধ্য স্বয়মেব বদতা
পুর্বির্কাঃ।

তথাঃ কৃষ্ণাচার্য্যপাদ্যঃ--

কহি মং পুণ্য পক্ষ পুণ্যে দিট তাঁর বিদিত্তই

কই ত সুবোধের অর্ক্যে মনি দিব হে কিত্তই।

কিণঃ বহু উথরে কই অহঃ কুসই

তগই কহ, তাঃ কুসই নিকাশ বিদিসই।

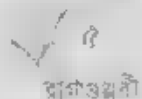
বজ্রোপমসমাপিসানংকারণে সিদ্ধাচার্য্যোঃ হি শুভরীঃ স্বরমেব অমুখঃসানঃ--

তাঃ ইত্যাদি। অস্তেবাঃ সম্ভাব্যবহিঃ পমোগিনীবোগিনাঃ নধো কুসুপেণ। দীক্ষিতসমাপতিঃ(তিঃ)-
বোহেতুঃহেতুঃ কেশাশ্রিতদ্বীকরণোহম্। পুনরপি তেবাঃ মধো। চীরমিতি। বোহিষ্ট-
তিঃমতঃ(তিঃ) মনোভূতনভিজ্ঞাসম্পর্শনাঃ। ৪।

৪০. পুণিতে এখন হস্তের লিপি বোহিল পয়ে তা কাটায়া উপরে ঘো করিয়া দিরায়ে।

৪১. মিং এই শব্দের পর একটি বুধা প কি প আছে।

৪২. খানের বাখার আছে শুভরী, পানের ভণিতায় আছে শুভরী, চাকার আছে শুভরী, বোহাপর দিবি
করা করিয়াছেন, ওয়ার খানের এই তিন রূপ খানান একই হানে লিখিত পদের।



চাটিলগানানাম । ভবধই গহ[১০]গ গহীত দেগে বাছী ।
 ভুজান্তে চিখিল থাকে ন বাছী ॥ ক্র ১ ॥
 বামাথে চাটিল লাক্ষ্মণ পাই ।
 পায়গামি লোম নিম্নর ভরই ॥ ক্র ২ ॥
 ফাতিম মোকতক পটি ফোড়িম ।
 আদ্যদিকি লিঙ্গী নিবাণে গেহিয় ॥ ক্র ৩ ॥
 লাক্ষ্মণ চড়িলে দাহিন বাম না হোহী ।
 নিমডগ বেহি দুরগ গাহী ॥ ক্র ৪ ॥
 জই ভুগে লোম হে হোইব পারগামী ।
 পুচ্ছত চাটিল অমৃতরসানী ॥

চরিত্র বা মূর্ত্যকটিগদ্যঃ সত্যসত্যং প্রকটকঃ—

অবিক্রম ইত্যাদি । পুষ্করকট্যমারসম্যকচরিত্রঃ সত্যসত্যং প্রকটকঃ সত্যসত্যং
 বোদ্ধব্যঃ । বিবর্তনঃ ৩ পদ্যঃ । বিবর্তনঃ ৩ পদ্যঃ । বিবর্তনঃ ৩ পদ্যঃ ।
 ভবানন্দ । পুষ্করকট্যমারসম্যকচরিত্রঃ সত্যসত্যং প্রকটকঃ ।
 অমৃতরসানী । পুষ্করকট্যমারসম্যকচরিত্রঃ সত্যসত্যং প্রকটকঃ ।
 অমৃতরসানী । পুষ্করকট্যমারসম্যকচরিত্রঃ সত্যসত্যং প্রকটকঃ ।
 অমৃতরসানী । পুষ্করকট্যমারসম্যকচরিত্রঃ সত্যসত্যং প্রকটকঃ ।

অমৃতরসানী । পুষ্করকট্যমারসম্যকচরিত্রঃ সত্যসত্যং প্রকটকঃ ।
 অমৃতরসানী । পুষ্করকট্যমারসম্যকচরিত্রঃ সত্যসত্যং প্রকটকঃ ।
 অমৃতরসানী । পুষ্করকট্যমারসম্যকচরিত্রঃ সত্যসত্যং প্রকটকঃ ।
 অমৃতরসানী । পুষ্করকট্যমারসম্যকচরিত্রঃ সত্যসত্যং প্রকটকঃ ।

অমৃতরসানী । পুষ্করকট্যমারসম্যকচরিত্রঃ সত্যসত্যং প্রকটকঃ ।
 অমৃতরসানী । পুষ্করকট্যমারসম্যকচরিত্রঃ সত্যসত্যং প্রকটকঃ ।
 অমৃতরসানী । পুষ্করকট্যমারসম্যকচরিত্রঃ সত্যসত্যং প্রকটকঃ ।
 অমৃতরসানী । পুষ্করকট্যমারসম্যকচরিত্রঃ সত্যসত্যং প্রকটকঃ ।

১. পুষ্করকট্যমারসম্যকচরিত্রঃ সত্যসত্যং প্রকটকঃ ।
২. পুষ্করকট্যমারসম্যকচরিত্রঃ সত্যসত্যং প্রকটকঃ ।
৩. পুষ্করকট্যমারসম্যকচরিত্রঃ সত্যসত্যং প্রকটকঃ ।
৪. পুষ্করকট্যমারসম্যকচরিত্রঃ সত্যসত্যং প্রকটকঃ ।

उत्तराश्वि हस्तिनात् शुभं न नीमलः ।

दुःखं भवेत्तु हि हि + भवेत्तु ॥ ५ ॥

समस्तानि भूतानि च कर्माणि च विप्रदत्तं कुरुते परमं । इति वाक्यमकर्मात्मनः कर्माणि च
कायेनैव भवन्ति । अनादि कालात् सति प्रकृत्यस्य सत्त्वं भूतानां प्रविष्टावति । अतः परमं भूतानां
ति हाका मम चित्तवृत्तिभ्यः परमं । इति नैव । अतः परमं प्रकृत्यस्य च विप्रदत्तं कर्मात्मनः कर्माणि च
अनादि कालात् सति कर्माणि च विप्रदत्तं कुरुते परमं ।

५८ अथान्नं हविर्होतृभिः ।

অপণ্যাদি ভক্ত এবং বদ্য কৃত্তবিত্ত্যাদিসংস্কৃত্যেণ চাকলাকরা পুনিঃ ন এবং
 চিত্তবিনিময়াদ্যে ন্যমিহাং বর্জ্যকর্তী । অপর্যাপি চিত্তং চিত্তবিনিময়ং বিবর্ত্য
 বুদ্ধপাদং প্রযোজ্যেৎ ।
 বক্তৃৎস্বচনদ্ব্যেনোমাং প্রবর্ত্তি । ভবেদ্বিনিতি ।

তথ্যে বোধিচর্যাবতারে---

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

अथर्ववेदः भागः १० अथर्वसंहिता भागः १

सिद्धांत साहित्यिक विवेचन, १९५५, पृष्ठ ११

चिह्नक विषयक निःस्पृहता विद्यमान है।

চিন = শুকনো : ইত্যাদি। যথা বাগ্‌দাদ শব্দে কৃত্যসম্বন্ধিকরণান্নাং চিত্তভেদে লবং চিত্তবিশেষ
করোতি : বিশিষ্ট গীতাঃ প্রসঙ্গোপেক্ষতঃ চিত্তবাক্যভেদে নিষেধঃ নিষাৎ ইচ্ছাস্থানে নাব্যবহারঃ।

অধ্যাপক কুমারচাঁয়্যাপাট্টেইরুপিটিক: মোহাঃকোদে.

दरभिरिशिहर उद्भूत भवि ॥ ५५ ॥ इति किरातः ।

କୌଣସି ନିୟମିତ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥

[illegible]

49. ଜାନେ, ଆପେକ୍ଷିତ : ନିକାସ, କଞ୍ଚିତବ୍ୟବସାୟ ।

५३. अग्निः पञ्चमः ।

८३. शुद्धि, सार

६७ श्री. न. कृ. पट्ट - पु. ४१५, ५७३

53 **କୃଷି ବଃସିନୀ ଶୁଭ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର**

७५ दशमस्कन्धः

তথাহি সহজসময়ে—

সকলোপি নিরাপার করণেকরমাং যমঃ ।

আজিতি ঝটোভ্যা বৃহত্ত্বা চ বৃহত্তা ॥

চতুর্থপদে ন্যাসিত্যধিমাংসকংস্থগামাংসাদি—

হরঃগতে ১১ হরিণা ইত্যাদি । সহজজ্ঞানাববোধেন যোগিনকৃত স্থিতিহরিণজাবয়বাদি—
বিকল্পঃ ন কল্পয়তি ১৬ । যেহপি বহিঃপ্রাজাগমাজিমানিনঃ পণ্ডিতান্তে ১৭ প্যমিন্ ধর্ম্যে সংস্কৃতা
দূরতরঃ । ভূরুপাদিসিদ্ধান্তার্থো হি বসতি তেবাং হৃদয়ে কিঞ্চিৎ তৎকাম্বীলি(ল)তমাজ্রং ন
ভবতীতি ১ বৃহৎ ১২ক ভগবতা চতুর্দেবীপরিপৃচ্ছামহাযোগতন্ত্রে ।

চতুর্দশীতিসাহস্র ধর্ম্যক্কে মূনে: + + ১.

তব্ধং বে ন [হি] জ্ঞানতি তে মর্কো(বর্ক) নিফলায় বৈ ৩ ॥

৭

রাগ পটনয়নী

কাহ্নুপাদানান্ ।

অলি-এ কালি এ বাটি ১০ কঙ্কলা ।

তা দেখি কাহ্নু বিমন ভইলা ॥ ৫ ॥

কাহ্নু কহি ১১গই করিব নিবাস

জে মনখোমর মো উজাস ॥ ৬ ॥

ভেতিনি ভেতিনি তিনি হো ভিন্না

ভগই কাহ্নু ভবপরিচ্ছিন্না ॥ ৭ ॥

জে জে আইলা তে তে গেলা ।

অবগাবগে কাহ্নু বিমন ভইলা ॥ ৮ ॥

হেরি সে কাহ্নি নিঅড়ি জিনউর বটই

ভগই কাহ্নু গোহিঅহি ন পইমই ॥ ৯ ॥

১১. খালে গরববে ; টীকাঃ তরা গতে ।

১৬. গুণি, কল্পয়তি ।

১৭. পুণি পণ্ডিতান্তে ।

১৮. পুণি, বাটি ও কঙ্কলা এই দুইটি পদে ১২ বা একই বৃথা একই আছে ।

১৯. পণ্ডিত পট ১১ হরিণা ১২ক, একই বৃথা পণ্ডিত ।

কাহ্নু ক'হি গ'ই ইত্যাদি। ঐবপদেন নিভ্বানারোপঞ্চণ্ডনবাচিঃ। স্বরমেবাখ্যানং সহোপ
বাস্তি। তোঃ কৃষকত্যাগাঃ ব্যাপ্যব্যাপকরূপেণ সুধেন ব্যাপিজঃ কণৎ ইতি। ত্রিন্দেকৈক-
তত্ত্বরাজ্ঞোক্তোক্তার্থানাযুক্তিপাং কৃত স্থানে অশান্তিনিবাসঃ করণীয়ঃ ন তদায়জ্ঞাৎ। কেহপি
যোগিনো মনোমোচনা মনেস্তিরবোধপ্রধানা ভবন্তি তেহ্যামিন্ ধর্মে উদ্যোগাঃ সুনীলবর্তরা এব।

ଆହି ମନ ନବନ ॥ ନୃକରୁହି
ରବି ଅଧି ନାହି ପଦେଶ ।
ତହି ବଟ ଟୀକ ଦିଶାନକର
ମରାହି କହି ଉପଦେଶ ॥

তে তিনি ইত্যাদি। বাক্য স্বর্ণমতেরশাতনমধ্যায়ে কাব্যকৃতিজিবারাত্রিসম্বন্ধাযোপ-
যোগিতম্ভাসিকঃ বোদ্ধব্যঃ। এইতরস্তোত্রঃ মহাহুধব্যাপকত্বেন ভেদোপলক্ষিতকণঃ নান্তি
যোগিনাং পরমার্থবিদাং।

বর্গমতপাতালমে[১০ক] কস্টি ভদেৎ খণাৎ । ইতি বচনাৎ এতদর্থ চর্যাপাসেনোক্তমসি ।
 আত্মে তিসে নব তিসি এ তিস নগুৎ নাহি বিশেষে ইত্যাদি বিস্তরঃ সকলধর্ম্মাধিগম্যমেনমে
 কৃষ্ণাচার্য্যপাদ বদন্তি । ভববিকল্পচ্ছেদকঃ ব্রহ্মনিতি ।

জে জে ইত্যাদি। যে যে ভাব্যঃঊঃপ্যাস্তে ত্রে ভাব্যঃ নিময়কতাঃ। এতানুৎপাদকভেষু
সংবৃত্তত্ব্যভাবপরিজ্ঞানেন গুণ্যপ্রসাদহ্যং কৃপ্যার্থ্যচরণা বিশিষ্টমনসঃ শরিত্ত্বজ্ঞতাঃ।

कवचैश्चैव भद्रिष्वादि निरुपगच्छति इत्यादि ।

[illegible]

61. ପ୍ରାଥମିକ ମୂଳକ ଲାଭର ଏକ ଶକ୍ତି ହୁଏ କି ନାହିଁ
(3. ପୁଣି, ସାହାଯ୍ୟ);

१३. पूर्ण, अविच्छिन्नः ।

হেঁরি সে ইত্যাদিঃ। স্বরমহোদয়ঃ সলোণ বদন্তি, ভোঃ ককবচপাদাঃ পঞ্চকম্বুপূর্ণাঃ।
পুনর্জিনপূর্ণাঃ মহাক্ষপূর্ণাঃ অতীত মম দায়িত্বং বর্ততে।

তথা চ নাপাভুক্তনপাদাঃ।

উৎপত্তিক্রমসংস্থানাং উৎপত্তিক্রমকাজিকণাঃ।

উপারশ্চেষ সংযুক্তৌ সৌম্যানন্দিব নির্মিতঃ ॥ ৭ ॥

✓ চ

৪০ দেবকী

কল্যাণরপাদানাম্। সোনে ভরিভী [১৪] করুণা নাবী
রূপা ধৌই মহিকে ঠাবী ॥ ধ্রু ॥
বাহতু কামলি গঙ্গণ উবেমে।
গেলী জাগ বহু উই কইমে ॥ ধ্রু ॥
খুন্ট উপাভী মেলিলি কাছি
বাহতু কামলি মদগুরু পুছি ॥ ধ্রু ॥
মান্ত চনুহিলে চউদিম চাহঅ
কেড়ুআল নাহি কে কি বাহবকে পায়অ ॥ ধ্রু ॥
বান্দাহিগ চাপী মিলি মিলি মাগা
বাটত মিলিল মহাসহ স(প্র)ক্ষা ॥

পরমকরুণানন্দমুদিতমদয়কল্যাণরপাদাঃ। করুণায়াভেন [ভ্য]দেবার্থঃ ধ্রুঃ প্রথম অর্থাৎ—
সোণেভ্যাদিঃ, করুণতি মদ্যভাবয়া তমেব বোধিচিত্তঃ নাবীতি উৎপ্রেক্ষান্যায়পক্ষঃ
বোধিব্যং। তাং তাদাস্বতয়া সর্বাভাববরোপেতশূন্ততয়া সঙ্কল্পপ্রসাদসং [মহাপূর্ণা
মহাপ্রসাদগননসমুদ্রোদেপেনাশ্বানং সংবোধা সিদ্ধাচার্যকল্যাণরপাদাবাহতি। রূপেভ্যাদি
কপাদেনাসংজ্ঞানংকারিবিজ্ঞানাদীনাং অনেক স্থানভেদঃ নাতি। সর্বমেব তদ্ব্যবহাঃ। এতেন
চহুঃপাদনৌ(নৌ)বাহেন বিনঃ সম সিদ্ধাচার্য্যস্ত গত্য [১৪ক] জন্মান্তরঃ ব্যামুট্টী-
ভ্যর্থঃ। ইত্যাদ্যনং সংবোধ্য বহতি কল্যাণরপাদাঃ। নির্বিকল্পপ্রবাহাভ্যাসঃ কুঃ।

তথাচ অপ্রতিষ্ঠান[প্র]কাশে—

যাবান কশিঃ বিকলঃ প্রভবতি মন[ন] স্যাম্যাকপেতঃ হি তামান্

বোধ্যাবানন্দরূপঃ পরমসুখকরঃ সৌম্যলি সঙ্কল্পময়ঃ।

১৫. ভেদ বহুরূপে রূপে এই কবিতা সোণের অর্থঃ। চাপীও লগ্নী মদতি ভাষ্যরূপঃ ভাষ্যঃ। তিষ্ঠাঃ সোম
সম জ্যোতিষ্যঃ ভাষ্যঃ। (কিঃ ভাষ্যকে ভেদ্য বলাকে না, তাহি, এতকিঃ ম. অঙ্গরটী এতাইবা ভিঃমঃ।

যো বা বৈরাগ্যভাবতদপি তচ্ছভ্যং তত্ত্ববদ্যাংগ্রহেহু
নির্দ্বিগ্ধং নাশ্রয়তি কচিদপি বিদগ্ধে নির্দ্বিগ্ধাশ্রয়তি ॥

তথাচ বোধিচর্য্যাবতারে—

মালুবাং নবিনামান্ত তব দুঃখনহানদীং ।
মুঢ় কাণে ন নিদ্রায় ইবায়ো দুর্লভা গুণাঃ ।

পদ্যরূপেণ তমেবার্থে স্তোত্ররূপে—

ধংসীভাবি । প্রথমে ধ্বংসীকৃত্য আভাবদোষঃ । শুদ্ধ বাণীক্য দৃষ্টীকৃত্য উৎপাদ্য(ত) ভো
যোগিবর । কচ্ছিকাত্ত বিজ্ঞানদ্রুতক মুক্তীকৃত্য দ্রুতঃ তত্ত্বাঃ প্রবাহঃ কুরু । এতেনাভাববিশেষেণ
অমুস্তরঃ ধ্বংসক্যংবাটিকাচিত্তো(হে) হি ভবতীতি নাত্ম সংশয়ঃ ।

চতুর্থপদেন শুদ্ধোদয়সংপ্রদায়াং বিপণীয়মাহ—

মাহতত্যাগি । মার্গঃ বিরহানন্দঃ পদা চতুর্দিশঃ দ্বায়াদি বি [১৫]ন[১] সংসারে পততি ।

তথাচ চর্য্যাপাদঃ—

থাগত পড়িলে কাপুরুষ নাশই । ইতি ।

যঃ গুণাঃ সমুৎপন্নবচনেন পরিপূর্ণজগৎপ্রায়েষণং কৰোতি স ভবলগ্নো গায়ঃ পঙ্খতীতি ।

তথাচ স্বাচার্য্যপাদাঃ—

ভো সংবেদ্যঃ সৰ্ব্বভূতান

অহরহ্ সহজ গরস্ত ।

সো পর জ্ঞানই ধর্ম্মগই

অহু কিম্ব নজ কহন্ত ॥

চতুর্থপদেন কলব্যতীকরণমাহ—

বামদাহিক্যেত্যাদি । বাবদক্ষিণমাতাসময়ঃ মধ্যমায়াঃ প্রবেশদ্বিবা । মার্গবিরহানন্দগতঃ
যোষিচিহ্নঃ নিরুজ্ঞানপরিণোদিতঃ । মহাস্বখতজগদ্রোদেধেন খদা দিলিতঃ তস্মিন্ মার্গে
মহাস্বখমঙ্গ-বৈরাগ্যজ্ঞানতিসংগে ময়া প্রাপ্তমিতি । ৮ ॥

৯

রাগে পটনগ্রসী

কাহু পালানাম । এবংকার দূত বাখোড় গোজিউ
বিবহু বিদ্যাপক বাকুণ ভোড়িউ ॥ ৩ ॥
কাহু বিলম্বত আশবমাতা
সহজ নানীশন পইসি নিসিতা ॥ ৪ ॥

छठुं थपदे नगरकुशल ७८ मङ्गलारः—

१. **समस्या**: **अवकलेशाद्व्याप्ति** कदा कदा कदा न भवति? **अवकलेशाद्व्याप्ति** कदा कदा कदा न भवति? **अवकलेशाद्व्याप्ति** कदा कदा कदा न भवति?

ଆମ ନେତାମାନଙ୍କୁ ।

নগর বারিহিরে ভোম্বি ভোহোরি কুড়িমা
 হইছোই যাই মো বাক্স নাড়িয়া [১৬ক] ॥ ধ্রু ॥
 আলো ভোম্বি ভোএ সম করিবে ম সাক্ষ
 নিঘিণ কালু কাপালি জোই মাগ ॥ ধ্রু ॥
 একমো পরমা চৌষষ্ঠী পাখুড়ী
 তহি চড়ি নাচঅ ভোম্বী বাপুড়ী ॥ ধ্রু ॥
 হালো^{৭৩} ভোম্বী ভো পুছগি সদভাবে
 অইনলি জামি ভোম্বি কাহরি নাবে ॥ ধ্রু ॥
 তাস্তি বিকপঅ ভোম্বী অবর না চক্সতা
 ভোহোরি অন্তরে ছাড়িনড় এটা ॥ ধ্রু ॥
 তু মো ভোম্বী হাউ কপালী
 ভোহোরি অন্তরে মোএ ঘলিলি হাড়েরি মালী ॥ ধ্রু ॥
 সরবর ভাঙ্গীঅ ভোম্বী থাঅ মোলাণ
 মারগি ভোম্বী লেসি পুরাণ ॥ ধ্রু ॥

তবে ধর্মই নৈরাশ্রয়তাবিধানে কলপনা:। জোহীশব্দসক্যাদামবা কথ্যন্তি—

[illegible]

[illegible]

উৎস: **কীহেদফে**—

କୃତ୍ୟାମାମ୍ନାୟକଂ ଉକ୍ତଂ ତତ୍ତ୍ୱଂ ନିଗମିତଂ ॥୧॥

वि. प्रो. अ. म. न. क. वि. म. न. क. म. न. क.—

৯ এক সো ইতানি। পঠমক নিখাগচকঃ চতুমষ্টিকবৃত্তঃ তত্র দ্বিধা। নৈরাস্যদ্য।
 সহ একরমভগ্য। হরারাগিনন্দহরোহি কৃষ্ণাচার্যো নুভতি।

ଉତ୍କଳ ଶ୍ରୀହେବଜୁ—

নটিয়াং কুহু হেফকরুপেণানুভূতিপ্রতিযোগতাঃ ।

ভূতীশ্বরদেব মৈত্রীস্বামিগমঃ সূচীকরেমিতি । হৃৎকোণে ইত্যাদি । ভোমঃ সন্ধ্যাবেশ
 বকপাশত্রেণ ত্রাঃ পুচ্ছারাহঃ সর্বস্বধনেত্রাঃ (১৭ক) অর্যকতঃ সংবুদ্ধিবোধিচিত্তভূতঃ লোকামার্ষণ
 যান্তারাত্তঃ করোমিতি । করোমীত্যর্থঃ । ১৭ সর্বস্বহৃদমর্যদেহেতি ।

ଉଦ୍ଧାର ଶ୍ରୀହରବଜ୍ର—

তস্মাৎ সহজঃ জগৎ সৰ্ব্বঃ সহজঃ স্বৰূপমুচ্যতে ।

স্বরূপহেতু নির্বাণঃ বিজ্ঞানাকারচেতনা ॥

छद्मरूपेण नैवेद्याख्यार्थसूक्तप्रसाह—

অস্বীকার্য। অতীতি ভগ্নঃ পথ্যমানঃ কবিতাকল্পঃ চাদিতমিত্যাদি ৭৭। তস্য পায়বঃ
বিদ্যাত্তালঃ। এতস্মৈ। শ্রীশঙ্করপাদপ্রসাদান্ন(হা) = বিকল্পঃ পরিভাষাং কনোবিসি। ভো ভোহি
নৈবাহে। অতএব নটৎং সংসারশেটকং মুক্তা পথিতাকং তবাস্থগ্নেগতি।

গড়নগরেন বৌদ্ধীকৃত সপ্রদকচর্যামাহ—

ফুলে ৪৪তাদি। ভো ভোবি নৈরাখে বরুণতয়া দ্বাং ভদ্রেন পদুত্তর প্রাণাং জানামি।
হউঃ কাপালিকঃ। চর্যাপরকঃ। কং তব পুংঃ পালিতু সমর্থঃ। অতএব তবাহরণে কদা
ককাদাৰ্যোং বইতপাপতত্বকীকুশলং টিকাদিনিরং তচর্য্যঃ (রাং) বিবুদঃ বাহিনয়ত্বনিরং ক্যাতরা
পকবা ১৮ বিবুদং কৃতং।

23. ଶାଢ଼ୀ, ଫାଟୋ ; ଟିକାସ, ଯଜ୍ଞ ।

25. 11. 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621,

[illegible]

2.2 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847,

११. अथर्व, ४०, ११, ११, ११, ११

74 **ଶ୍ରୀମଦ୍, ସାମୁଦ୍ରିକ ସଂଗ୍ରହାଳୟମାନାମା ।**

76 भूमि, क. द्रावि, न. पद्मनाभोत्तरः ।

তথ্যচ কৃষ্ণাচার্য্যপাদাঃ—

এক ন ক্রিমই নশু ন তন্ত
নিঅগরী লই কেলি করন্ত ।
নজ ঘরে ঘরনী জাব ৭ মজ্জই
তাব বি পক্ষবাঃ বিহরিজ্জই ৭

বস্তপদেন জোদিনিবিধাত্তমাহ—

সবলন্ত্যনি । গুরুসম্প্রদায়বিদীনস্ব সৈব জোদিনি অপরিগুণাবতিকা মরোবরং কায়-
২. পুরুষং তমুদ্রং তদেব যোধিচিহ্নং সংযুক্ত্য ত্ত্রকুপং মারয়ামি । নিঃসত্যবীকরোমি ।

তথ্যচ বহিঃশাস্ত্রে—

শা বিদ্বী কিস্পি কলং যজু বিশেষণ গৌরবং লহেই ।
অহিমুহ পড়িম গরলং ছিপি মুতানং কুণেই ১০ ॥

লাড়ীজোদীপাদানাম্ সুনন্ত্যনি । চর্চায়া বাধ্যা । নান্তি ১০

১১

রাগ পটমজরী

কৃষ্ণাচার্য্য পাদানাম্ । নাড়ি শক্তি দিট ধরিঅ থটে

অনহা ডয়রু বানএ বীরনামে ॥
কাহ কাপালী যোগী গইঠ অচারে
মেহ নম্বরী বিহরএ একারে ॥ ৫ ॥
আলি কালি বন্টা বেউর চরণে
রবিশশীকুণ্ডল কিউ আভরণে ॥ ৫ ॥
রাগ[১৮-ক]দেশ মোহ লাইঅ ছার
পূরম মোখ লবএ মুক্তিহার ॥ ৫ ॥
মারিঅ শাহ নগন্দ ঘরে শালী
নাঈ মারিঅ কাহ ভইঅ কবালী ॥ ৫ ॥

পদমহামন্ত্রঃ— হি কৃষ্ণাচার্য্যঃ পুনরপি তমেবার্থং প্রতিপাদয়ত্বাহ—

নাড়ীতাদি । নাড়িকা যত্রিশনাড়িকাঃ শক্তিষ্ঠানঃ মধ্যে প্রধানাবতিকা বিয়মানলক্ষণা
জরএসা[দা]ঃ মণিমূলে বিদ্যতঃ গুটাদিমিঃ ৭ শূভতা (শুভতা) প্রভাশ্রয়োঃ(হে) সহজঃ সংপূজ ।

৪০ এখানে চর্চাপটম বই, তাহার ব্যাখ্যায়— যেইজ্ঞ উহার নবরীণ চাকার ধরন লাই ।
সংগ্রহে বিহ পানট

অন্যতঃ সমস্তকঃ গীৰ্ণনামেন শ্ৰুতবোহিহনামেন নদিকঃ সন্ কৰ্ম্মার্থো হি বাপাণিকঃ ।
সেহনগীৰ্ণনং প্ৰতিপদ্য প্ৰচাৰেণ ক্ৰমতঃকৰ্ম্মাদিনামেন একাকারত্বাৎ বিহৰতি ভবতীঃ ।

দ্বিতীয়াংশেন যোগিকালচাৰ্য্যম্—

অতি ইত্যাদি । প্ৰথমহাৰং যোগীশ্ৰেণ বজ্জাপপৰিশোধিতচত্ৰমুখ্যাদিকেন তটনপুৰাণ-
দোষিকালচাৰ্য্যং কৃতমিতি ।

তৃতীয়াংশেন পুনৰপালচাৰ্য্যম্—

রাগ ইত্যাদি । তে নৈব য[১৯]হাৰুখৰাগবসিনা রাগহেবাদিকং দৃষ্টু । তেন ভবনং দ্বিজ-
পাৰ্শ্বে চুখ বজ্জবজ্জপেণা[ন]নমালক্য পৰমমোক্ষমুক্তাহারমণ্ডিতো হি ভবতীতি ।

চতুৰ্থাংশেন কপালচাৰ্য্যম্—

৭৭ মারীত্যাদি । শ্বানঃ পূৰ্ণোক্তমনঃপবনং তমবিকৃত্য চক্ষুঃসিদ্ধিৰাদিবিজ্ঞানবাতং নানাপ্ৰকারং
বোধবান্ । তং নিম্ভতাবীকৃত্য অবিত্যাং চ ন্যায়াক্ষপাং ঐজোপায়াভেদোপচাৰেণ কৃষ্ণাচাৰ্য্যঃ ।
দগতি লগদৰ্থাংশেন বজ্জকাপাণিকো ভূত্ৱা ভবতীতি ।

তথাচ দড়তীপাদ্যঃ—

ঐশী বজ্জধরঃ কপালবসিতাতুল্যো জগৎস্বীজনঃ

সোহা হেৰুক্ষমুখিৰেখ ভগবান্ বো নঃ প্ৰতিমৌহপিচ ।

শ্ৰীপদ্মঃ বদনচ গোবিন্দহনঃ (৭) দুৰ্দ্ধন যথা গৌৰবাৎ

এতং সৰ্ব্বমতীক্ৰিয়ৈকমনসা যোগীশ্বরঃ সিধ্যতি ৷১১৷

[রাগ] ভৈরবী

কৰুণামানাম্ ।

কৰুণা পিহাড়ি খেলছ' নঅ বল

মদুত্তরু বোহেঁ জিতেল ভববল ॥ ৫ ॥

ফাটউ ছুয়া নাদেগিরে ঠাকুর

তবারি উএস কাহু গিঅত জিনউর ॥ ৬ ॥

প[১৯ক]হিলেঁ তোড়িয়া বড়িয়া মরাড়িইউ

গঅবরৈ তোলিয়া পাকতনা ঘোনিউ ॥ ৭ ॥

মতিএ' ঠাকুরক পরিণিবিতা

অবশ করিয়া ভববল দিতা ॥ ৮ ॥

ভগই কাহু আক্ষে ভ'ল মাহ গেই

চউধট্টি

পুনঃ অমোঘাঃ দ্যুতজ্বলিতাংগেনে একধরস্বি কৃতাচাৰ্য্যপাদাঃ—
 ককণ্ঠেতি। আদিষ্টানচিত্তরূপং চিত্তং বোধব্যং। পিহাভীতিঃ তজ্জ্ঞানশ্রমণমোহাঃ
 সমাধিমম' বোধব্যং। তান্ কাটমিখা নিম্নগীকৃত্য নয়ং মল্লনবরহজং চতুর্ধানন্দবলং তমেব
 বোধিচিহ্নং প্রয়োজনপদেশাৎ দম্যকু ক্লিষ্টাশ্রমণমোহোপগেন উভধোরেকতয়া অবিরতানন্দাভি-
 যোগেন ক্রী কুর্কম সন্ তববলং বিষয়াভাসবলং অরেশবশেন অস্মাভিঃ কৃতাচাৰ্য্যপাদমিতি।
 প্রবণঃ ১৭৭৪২২—
 ফীটে দ। প্রথমমেব বজ্রপাদকমেণ আভাসবলং ফীটেমিতি নিঃকৃষ্ণিতং। পুনঃ ঠকুর-
 নঃ বিজ্ঞা উপকারিকোপদেশেনেতি। রাগাঃ ২০) বিরহানন্দোদয়মমরে বোধিচিহ্নাঙ্ক-
 রোপণমে অবিবতানন্দেন কৃতাচাৰ্য্যপাদ জিনবহু[জ] স্বয়মেব পরিধান[মা]পতা নিলিতমিতি।

তথ্যঃ সীপাদাঃ—

রাগান্তে বিরঃ প্রবেশ[মা]রে চক্রে স্বভাবস্থিত্তে(তি)
 বা চিত্তি(তি) মনসঃ প্রকৃতিরপরা বাহোরি[ক]জা গতিঃ।
 তৎকালে যদনন্তমস্তবজ্রং মাফাং পরং তৎপদং
 তদা বাহুতবো হি যজ্ঞ স পুনঃ সিদ্ধো মহামুদ্রাঃ।

দ্বিতীয়পদে নাভাসাতিশ য় ক্রমতঃ কথরহ(ংম) আহঃ—

পহিলেমি পদি। বজ্রিকেনি সূক্ষ্মভাসমঃ ঘট্যকরশব প্রকৃতমো বজ্রপাদকমেণ প্রথমে
 নিঃস্ফারীকৃত মনসপি গমবরোণেতি গোণীকৃত তথ্যচিত্তগতেনেণ পঞ্চদশাঙ্ক৪২ পঞ্চবিষয়-
 গোহংকারমমঃ বাসিত্ববৎ প্রহ(হা)ত্য নির্ধসঃ কৃতা মাফাংকৃতমিতি।

তৃতীয়পদে তাং জোতরহ আহঃ—

মতিঃ । মত্যা প্রজ্ঞাপারমিতাম্ভুত্যা। ঠকুরমিতি সংক্লেষণোপিত চিত্তং পরিমর্জী-
 (২০কী)পা শব্দং কৃতং। অতএব তববলং ভাবপ্রামবলং রূপাদিবিষয়ং। সুব্যাগমগায় কৃতা
 দ্বিতমপাদি

তথ্যঃ চর্জুনপাটৈদঃ—

কেন চিত্তেন তে বাসাং সংসারে বন্ধনং গতাঃ।
 সোমিনঃ চেন চিত্তেন স্বপক্ষানাহ কতিক পাতাঃ।

চতুর্থপদেগোহোদে তাংপদশাসিত্তাশ্রমণমোহ(হ)ঃ—

তথ ইত্যাহি। কৃতাচাৰ্য্যোঃগি বদতি দারং প্রোভতা[তি]শ্রমণাভিপ্রায়ঃ চতুঃধটিকোটকে
 নির্মাণচক্রে শিরীকৃত্য বহিতং প্রকৃতিপ্রভা[খ]রকপঃ পৃষ্ঠা. ৫. ১২২।

৪১ নানে ঠকুর, ঠাকুর, ঠকুর।

৪২ পঞ্চদশাঙ্ক শব্দের পর ২০তী কৃতা চক্রে গতে।

৪৩ পুহি চ এতদী কৃতা ব কৃতম্।

১৩

রাগ কামোদ

কৃষ্ণাচর্যাপদানাম্ । তিশরণ পাবী কিঅ অঠক মারী
 নিঅ দেহ করুণা শুনমে হেরী ॥ ৫ ॥
 তরিত্তা ভবজনধি জিম করি মাত হইনা
 সব বেণী তরঙ্গম মুনিয়া ॥ ৬ ॥
 পঞ্চ তথাগত কিঅ কেডুআল
 বাহু কাম কাঙ্ক্ষিল মাআজাল ॥ ৭ ॥
 গন্ধ পরসর জইসোঁ তইসোঁ ।
 নিংদ বিছনে হইনা জইসোঁ ॥ ৮ ॥
 চিম কলহার হুণত মাসে
 চলিল কাঙ্ক্ষ মহাছহ মাসে ॥ ৯ ॥

উক্তাৰ্ঘ্যটীকরণায় ষৈষ্ঠ্যচর্যাপদৈঃ(২১)প্রতিহিতঃ—

তিশরণেত্যাদি । অসং কাঙ্ক্ষাকুচিত্তঃ । যস্মিন্ চতুর্থে শব্দ[ণে] নীল[ং] গড়ং ত মহাভুজস্যঃ
 নৌকাসম্যাক্তাবয়্য বোদ্ধবান্ । অতএব শূন্যত অকণযোঃবক্য নিজদেহে(হা) যুগলকল্পং চেন
 মহাভুজকারেন । অঠকমারীতিঃ । চৈষ্ঠ্যচর্যাদিমুখমভূতম্ ।

প্রবণেন চতুর্থেপায়স্তাহুশ[ং]নামাছঃ—

তরিত্তা ইত্যাদি । তেন চতুর্ধানবোপায়নৌকয়া তবদগ্ধং কৃষ্ণাচর্যেণ তী দাবিদক
 ব্রহ্মোপনং চ হুংততি । মধ্যবেণিকায়ঃ পরমানন্দে স্বাধিষ্ঠানচিহ্না তরঙ্গং লং হুং
 ভুক্ত ময়েতি ইত্যাদ্যববনং ন প্রতীক্ষ্যতে ।

তথাচ নাগার্জুনপাদাঃ অপ্রতিষ্ঠানপ্রকাশে—

বাবান্ কন্দিং বিবরঃ প্রভবতি মমসি জ্যোত্সপো হি তাবান্
 মোহনাবানকরণঃ পরমসুখকরঃ মোহপি নংকরমাজ্জ ।
 যো বা বৈরাগ্যাতাবত্তমপি শুদ্ধতমঃ শুদ্ধতমাপ্রভেতু
 নিকীর্ণাশাত্তবতি কচিসপি বিবরে নিরিক্ষমাশ্চিহ্নাৎ ॥

দ্বিতীয়পদেন বুদ্ধপরি[২১]কীর্ণতিমাহঃ(৩)---

পঞ্চজ্ঞাপ্যন্তেকাদি । বিশুদ্ধপদকৃত্ত্বাচ্ছায়াঃ আবেশ্যন্তেকঃ কেশিপাঃ পমিকরঃ মহোদধ-
নৌকাং গৃহীত্বা স্বয়মাদানং সমুদ্রং তৌ কক্ষচাপাদি । সাগরজালবৎ স্বকথ্যামিষ্মিন্নমুদ্রস্য
বাধাং কুরু ॥

তপাচ সূতকে---

স্বক্লৃষ্ট বাতৃষ্ট ভগ্নেজিন্নাপি
পটেকব [পটেকব] কৃত প্রচেষ্টাঃ ।
তপাশ্রমতামিতি এক একঃ
সংসারকল্পাপি কৃতো ভবন্তি ॥

তৃতী পদেন নিসন্দেহ প্রতিপাদনার্থঃ ভাবনাবিকল্পিমাহঃ---

গকেত্যাদি । বাহুঃ গুরুবসুপশ্চাদ্বিবিষয়ং যথৈবান্তি তথৈব[১]ত্ব । সর্বদর্শনবুদ্ধপাণগনেনা
স্বাৎ এতিনিদ্রাভ্যানবহিতত্ত্বা জাগ্রদবহায়াং স্বপ্নবৎ প্রতিভাতি ।

তপাচ সূতকে---

স্বপ্নপ্রবৃত্তে তু ন চার্থভেদঃ
সংকল্পয়েৎ স্বপ্নকল্পাভিলাষী ।
যাজিনিবৎ স্বপ্নমুণেতি জ্ঞাত [১]
মহাপ্রযত্নেন চিরেণ সিদ্ধিঃ ॥

চতুর্থপদেন মার্গজ্ঞানশাসনামাহঃ---

চিদ ইত্যাদি । সর্গাকারবয়োপেতশূন্যতানৌমার্গে [২২] চিত্তকর্ণধারঃ সমানোপ্য তৎ-
প্রসঙ্গেন কৃচ্ছাচাপাচরণাঃ মহাহৃৎকরকীর্ণঃ গতাঃ । ১৩ ॥

১৪

মনসীরাগ

ভোমীশাণানাঃ গতা জউনা মাঝে রে বহই নাই

তহি বুড়িলী মাতঙ্গি পোইআঃগীলে পার করেই ॥ ৫ ॥

বাহু ভোমী বাহনো ভোমী বাটভ ভইল উছারা

সদুগুরু পাঅপএ জাইব পুণু জিগউরা ॥ ৬ ॥

৪১ মাটি উপরে ভোমী ।

৪২ পোই এই দুটি অর্থের ধর একটি আ বায় শতাব্দীর বাহালা অক্ষরে উত্তরে উল্লিখিত ১৫২১ খ্রিঃ ।

পাক কেড় জাম পড়ন্তে মাকৈ পিটন্ত কাছীবাধী
 গজগজাখালে সিকু পাপি ন পইমই সাদি ॥ প্র ॥
 চন্দ সুজ্জ ছই চকা গিঠিসংহার পুলিন্দা ।
 বাস দাহিগ ছই নাগ ন রেবই বাহতু ছন্দা । প্র ॥
 কবডী ন নেই বোড়ী ন নেই হুছড়ে পার করেই
 জো রথে চড়িলা বাহবাণ জাই কুলে কুল বুড়ই ॥ প্র ॥

তবেবার্ণ্য পরমকরণেড়িতসিদ্ধান্তার্থোহি জোযী । নৌকাপ্রবাহব্যাজেন প্রকটয়তি —
 গকেতাসি । গয়াবনুনেতি সফরা চক্রান্তানুগ্যাকসৌ গ্রাহ্যগ্রাহকৌ । যস্য[ঃ] শুভনাড়িকা
 বিরমানন্দ (২২ক) ধৃতিকার মথো বর্ততে । সা এব নৌঃ সন্ধ্যাত্যয় বোহিকার ।
 নদুগ্ধ ইত্যাদি বিষয়গতয়া । তত্র হিবা সহজানপ্রমত্তাদী জোযী নৈবায়া সংসারার্ণবে
 বোগীয়ে[ঃ]পায় কয়োতীতি ।

ঐবপনে প্রত্যয়সম্পর্শনাং । কৃণাতাসি কুতে—
 বাহতু ইত্যাদি । সহজশোধিতবিরমানন্দমৌর্ণ্যে প্রাপ্তে সতি খানপানশস্তিগ্ধন ভো
 দ্যোদি জ্ঞানানং সর্বো[ধ] বসতি কিমর্থং বিলম্ব[ঃ] ক্রিয়তে । নদুগ্ধসংযোধ্যেন নিরন্তরাত্ম্যাসেন
 পুনর্জিনপুং মহাহুতপুত্রা অতীত পরিহিতঃ । এব অমুচিস্যামুচিন[ঃ] প্রবাহমভ্যাস কু ।

দ্বিতীয়াধেনাভ্যাসস্তাহুঃ সারভঃ —
 পঞ্চোতাদিঃ ৪৪ । পঞ্চকুড় বালমিহি । পঞ্চক্রনোপদেশং গৃহীত্ব কহিকামশিশুলাং গতঃ, তমেব
 বোধিচিত্তঃ সহজানন্দেন বিকৃতঃ নদু বৈমল্যঃ চক্রোদ্দেশেন প্রবাহঃ কুত । গগনচর্চালকং
 চতুর্গভিধেবেকং গিচানানং বোগীয়ে[ঃ] কাতে পানীয়াং বিষয়োন্মোলাং বিশতি ।

তৃতীয়াধেনাভ্যাসবিশেষাদা ভাব[২৩]তয়নিরোধমাহ[ঃ] —
 চাক্তোতাদি । চক্রঃ প্রজ্ঞাজ্ঞানং স্বর্গানুপাদানবরজ্ঞানং পুলিন্দং সন্ধ্যাত্যয়ানুসংকং ।
 জে এতে সংসারকঃ স্তবহারকারকঃ । সর্বধর্ম্মানুগমস্তবহারং গচ্ছন সন্ধ্যাত্যয়শ্র-
 মণ্ডাতীরমুপগম্যতীতি ভো ভোদি বজ্রভেন বিলম্বশোধিতবোধিচিত্তমৌবাহনাত্ম্যং কুত ।

চতুর্থধেনে নৈরাশ্রধর্ম্মত্ব কলাহুশস্যমাহ[ঃ]—
 কবডীত্যাदि । যথা বাহে পারাবাসে তরপতিস্তরকপদ্বিকং গুহ্যতি । তবস্তু হিগ্রাহকতয়া
 সা ভবতী জোযী নৈবায়া ন প্রতিগুহ্যতি । অথ পরিচর্য্যানাজেণাগ্রাহকতয়া ভবস্তু হি পারঃ
 কয়োতীতি । নৈরাশ্রধর্ম্মত্ববিচ্যেতেন বোধিচিত্তমৌবাহনাত্ম্যং যো বোধিসত্ত্বেরূপ কুতঃ পরীয়ে
 নৈকীতি অজ্ঞানেন বর্তা বাল ইত্যাদি ১৪ ।

১৫

রাগ রাগজী

শান্তিপাদিনাম্। সম সমেতগ সৰুগ বিআরেঁতে অলকখলকুণ্ণ ন জাই

জে জে উজ্জ্বাটে গেলা অনা[২৩ক]বাটা ভইনা মোদি ॥ ধ্রু ॥

কুলে কুল গা হোইরে মুটা উজ্জ্বাট সংসারা

বাল ভিগ একু বাকু ৭ ভুলহ রাজপথ কণ্ঠারা ॥ ধ্রু ॥

মাআমোহাসগুদারে অস্ত ন বুঝসি থাহা

অগে নাব ন ভেলা দীমন্ড ভন্তি ন পুচ্ছসি নাহা ॥ ধ্রু ॥

সুনাপান্তর উহ ন দিমই ভান্তি ন বাসসি জান্তে

এবা অটমহাসিকি লিবাএ উজ্জ্বাট জান্তে ॥ ধ্রু ॥

বাম দাহিণ দো বাটা ছাড়ী শান্তি বুলখেউ সংকেলিউ

বাটনগুমাখড়তড়ি নো হোই আখি বুজিম বাট জাইউ ॥ ধ্রু ॥

নির্ভরপরমানন্দমুদিতো হি শান্তিভমেবার্থঃ জোতরতি—

সম সমেতগ ইত্যাদি। সমাক্ পবিজনসংসোগে বসংবেদনামুভবদরূপেণ সিদ্ধান্তো -
হি শান্তিঃ। অনজ্ঞাসংসারবিচারঃ বিকল্পঃ ন গচ্ছতীতি। বে ভেদপাতীভা যোগীভাঃ।
এতদ্বিভবানন্দাবধুতিমার্গব্রহ্মণঃ গতাঃ ভেদপান্যবর্তে মহামুখচক্রবাসি[এ]বনে লগাঃ।

গুণচ রতি [২৪] বজ্রে—

এত মার্গব্রহ্মঃ শ্রেষ্ঠো মহাবানরহোদয়ঃ।

যেন যুগ্ম গমিষ্যন্তো ভবিষ্যণ ভগবতাঃ ॥

কবপদেন তমেবার্থঃ দৃঢ়রতিঃ। কুশেমিত্যাদি। কুলে প্রত্যেকশরীরে ভো মুটা বাগ-
তে এইই বিবর্তমানেন্দো[সিদ্ধান্তঃ] বিহার নাহে মার্গসমুদায়োহিভিগুণোহন্তি।

৫ রতিবজ্রে—

জ্ঞাপায়েন ব্রহ্মণঃ তত্ত্বাঃ সেনঃ অগতরতিত।

৬ বজ্রমার্গব্রহ্মণঃ কিলং বালং বহে মাসিগতকঃ ২। কবিচাপ ভুটী বজ্রমোহিনী। বজ্র-
মূলক ক্রমস্তী কনকলগ্ন্যরচাঃ স্তীঃ স্ত্রীভানঃ প্রেমিকতিঃ স্তবঃ স্তোত্রীভো[২]পি লীলমাহাবধুতিমার্গেণ
মহাপ্রবচককনগোজ্ঞানঃ বিপশ্যতীতি।

১০ বাটন, সবেতন, গীতাচ, সবেতন।

তথা বিক্রপাকপানঃ—

বস্ত্রোধানঃ সন। কুৰ্য্যাজ্ঞা। ক' গতিতল্লাং ।

অথবা নাবধূত্যাংশে বিশতি প্রাণমাকতঃ ॥

বালবোগিনমধিকৃত্য দ্বিতীয়পদমাহ—

মাক্যমোহেত্যাহি । মাক্য প্রজ্ঞা ১ ভুক্ততে । তত্রাতিগোথনো মোহঃ ॥ ন এব মহাসমুদ্রতত্র। [২৪ক]কঃ প্র(প্রা)ধানঃ ন প্রাপ্যতে বালবোগিনা । অথ তস্মিন্^১১২ সঙ্গুতবাহভেদকঃ বিহার নাক্য মোহেনবাহ্যপারঃ বা বিভতে ভো বালবোগিন্ । কিং ত্রাস্ত্যা সঙ্গুতবাহং ন পৃচ্ছসি । তাস্য কঃ ত্রাণিঃ বিদুঃ শ্রীমুখে চতুর্থানন্দোপারঃ গৃহীত। তত্র মাক্যমোহসমুদ্রতত্রঃ প্রমাণবরূপঃ কুত ।

তৎ চানুত্তরসংকো—

সর্গসিঃ খলু মার্যনিঃ জৌমরিব বিশিষ্যতে ।

জানবঃ প্রভেদোহয়ং শ্রুটমৈব লক্ষ্যতে ।

চতুর্থপদেন বস্মমাহাত্ম্যং কথয়তি—

শ্রুতেত্যাহি । অস্মিন্ সর্গ^১১৩ প্রাপ্য প্রভাবরঃ শ্রুতিমিতি ক্ববা উচ্চৈস প্রসঙ্গ[২] ক্ববা জাজ্য বা কস্মিযসি ভো মূঢ় । অত্বে^২১৪ প্রভাবরপরিণোদিতবাহিষ্ঠানচিৎ তাবদন্ পুনরইনিবি-
র্ভবতীতি নিশ্চয়ঃ ।

* তথাচাপমঃ—

নব্দ। মার্যাপুরঃ সন্ম্যং মহৎ জানবহুনি ।

পশুস্তি সত্ততঃ শূদ্রঃ দিব্যনেজঃ হি বোগিনঃ ॥

চতুর্থপদেন তদেব নির্দেশমহাহ—

বাসেত্যাহি । শাস্তিনা [২৫] সিদ্ধাচার্যেণ বামহজ্জিগাত্যসবরণরিহার্যং শ্রুটমিতি ক্ববা তাবদবিরোধোপসংহারঃ কৃতঃ । অস্মিন্ পমিত্তক্যবদ্বীবিবদানন্দমার্গেণ গচ্ছন্ সন্ শ্রুতকৌশল-
দালবাহিতরং ন বিভতে । ভূপকটকথনবিধরকাদ্রাগজবং ন্যতীতি । অথাহ তকৌশলিত-
লোচনে বৃগনরং ন পশুতীতি ।

তথা চাপমঃ—

করোতি ভরতানন্দোঃ পির[ল]চানবদ্রতাং ।

শৈমিত্য চিত্তৈত্যা(তা)নাং শূদ্রতা শূদ্রভেক্ষিণাং ॥ ১৫ ॥

১) পুণি, অতিস্নেহ আত্ম নীচে একটি ম। তবে হইল অতিস্নেহ। সত্যতে অতিস্নেহ হওয়া উচিত।

২) পুণি, তস্মিন্^১ ১২ হইবে তস্মিন্ সন্

৩) এই দ্বীপ পশু বুঝা য়াও হইতেছে।

৪) অস্মিন পুণিতে একটি বুঝা ল আছে।

দ্বিতীয়াংশে নৈব চিহ্নস্তাৎস্বীকারতামাহ—

মহাংশেত্যাদি। ভাব্যভাবপ্রাধান্যবিবরণ্যঃ তেন পানেন প্রমত্তঃ সন চিত্তবলম্
এহোপেক্ষ্যং কৰোতি। ভাব্যভাবপ্রাধান্যবিবরণ্যঃ কৰোতি। অতএব পক্ষবিবরণ্যং নারকেন
স এত বর্গে মহাবলধরঃ। পুনঃ ক্রেশং বিপক্ষকারিণম্ পততি।

চতুর্থপদেন নির্বিকল্প্য প্রতিপাদয়তি—

পরবর্তীতাদি। মহাংশ[২৬ক]মাগামগেন প্রেরিতঃ সন স এব চিত্তগণ্ডেত্রঃ গগনগদা ১৫
মহাংশচক্রবর্তিনঃ গদা মিলিতঃ। মিজাচাখো হি মহীধরঃ এবং বদতি। অগ্নিন্ হয়ে সতি
ময়াহন্ত স্বরূপঃ কিমপি ন দৃষ্টে নির্বিকল্প্য।

তথাচাঙ্গমঃ—

ইতি ভাবঃ মুখা নর্যঃ যাবৎ বাবৎ বিকল্পাতে

ততঃ সত্যঃ শুদ্ধধাতুতঃ শুভ[২] বদ বিকল্পাতে। ১৬ ॥

১৭

রাগপটমঞ্জরী

বীণাপাদানাম্। জুজু লাউ মসি লাগেলি তান্তী
অগহা দাণ্ডী বাকি কিঅত অবধুতী ॥ ১ ॥
বাজাই আলো মহি হেরল্লবীণা
হুন তান্তি বনি বিলমই রুণা ॥ ২ ॥
আলি কালি বেগি সারি হুণেআ
গঅবর সমরস নাফি গুণিআ ॥ ৩ ॥
জবে করহা করহক লেপি চিউ
বতিস তান্তি বনি মএল বিআপিউ ॥ ৪ ॥
নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী
বুদ্ধ নাটক বিসয়া হোই ॥ ৫ ॥

ভবেনার্থং হেরকার্যাদগমেন বীণাপাঠাঃ। বীণাশাস্ত্রম্বাধেণ প্রতিপাদয়তি—

হুজুতাদি। [২৭]হুজুতাবৎ তুংদিনাকারমুৎপ্রেক্ষ্য চক্রাত্মগেন তত্রিকাক। বিদয়া।

কদম্বভিষ্কা নহ একীকৃত্য। পদ্যাহতমতিসংখ্যঃ সগাবয়িত্বা ভোমবি নৈমরাহে বীণাপাদা ২.
হায়েন শ্রীহেরকেত্যকরচক্রার্থনানাহতঃ যোবয়তি। অতএব শূভভাষ্যনীতি। গদ্যাভাষণ
এভাবমদমাহতরূপঃ এব তবে বিলমতি ন ভববধো ভবতি।

১৭ গদ্যপটমঞ্জরী

১৭

১৭

তথ্যচীহ্নেবন্ধে—

বধ্যং তে ভাববন্ধেতাংদি ।

তথ্যচ [চ]ব্যাস্তরং—

ভব ভুঞ্জই ন বাসইয়ে অপূব বিনাণা ।

ধেণ বিলোঅর বাজুন বিজোইর মেলাণা ॥

মিতীপদেন তনৈবার্থে ত্রুয়ন্তি—

অলীতাংদি । আলিকালিবর্ণাঙ্গরাণাং মধ্যে সারাফরমকারং ।

তথ্যচ নামসংগীত্যাং—

অকারঃ সর্বলগ্নাং ইতি ।

তদনকরবন্ধপং প্রতীত্য তেনাপ্রবৃত্তত চিত্তব্রাজত নকিদে বন্ধিত্তবন্ধিত্তং । তএব পাল[ঃ] ।

তমেবার্থে শব্দহারেণ প্রতিপাদয়ন্তি ।

তথ্য চাঙ্গমঃ । হৃদঃ পদময়ং প্রাকঃ পদং চি[২৭ক]ত্মময়ং তথা ।

চিত্তম্ রহিতং বস্ত্রজাগিনাং পদমব্যয়ন্ ॥

ভূতীপদেন ভাববন্ধপদং—

লব্ধেতিত্যাদি । কল্পহমিতি চিত্তম্ চিত্তৌফ্যঃ ১৭ বোদ্ধব্যং । কল্পহকল্পমিতি করুণাবহতঃ নলং প্রচাঞ্চকং বোদ্ধব্যং । মস্ত্রিয়লকপসময়ে ভিক্ষুরৌক্যং তেন প্রভাবব্রহ্মহকেণ চাপিতং । অংক-
মিঃ । তদ্বিন্ সনয়ে দ্ব্যস্তিঃ শ্রদ্ধাভীর্দেবতাবিগ্রহতঃ । ধনিনেতি । অনাহতনৈরায়জ্ঞানেন প্রজ্ঞা-
পায়াসকং ভাবাতাব্যবাপিতমিতি ।

তথ্যচ সন্নহপাদাঃ । এতএব হীতাদি—

চতুর্থপদেন ফলপ্রাপ্তিমাননেন বন্ধপদন্তঃ করোতীতি—

নাচতীতাদি । বীণাপাণা বন্ধব্রহ্মপদেন নৃত্যং কুরুন্তি । তেবাং দেবী সোমিনী নৈব চাঙ্গমঃ
গীতিকরঃ । সন্নহপদময়ং কুরুন্তি । অতএব বুদ্ধনাটকং বিশিষ্টাধিমাংসং সন্ধানং নমঃ নির্জাং
চতুর্থীতি ।

তথ্যচ চিত্তং—

তত্ত্বানন্দঃ সবুৎপন্নং নৃত্যতে সোমবন্ধুনাঃ ইত্যাদি[২৮] । ১৭ ॥

১৬ এখানে বন্ধ্যতে ছিল ভাব্য পর, কামিহা, উপরে ভূমিতা বধ্যতে করিয়া দিমায়ে ।

১৭ পুনিং দেবীনাং ।

১৮ পুনিং ইদং বীণাপাণা জগীতিকরঃ । যোয হর দেবক বন্ধনীতিকরঃ চিত্তব্রহ্মপদেন পরে বএব মাধার
দিয়া তটী কামিহা করিয়াছেন । ইইয়াহে সন্নহীতিকরঃ ।

56

ਕੀਮਤ ਅਛੇੜਾ!

कृष्णवस्त्राभ्याम् । त्रिणि दूयन् गङ्गे वाहिनी देहने ।

ହାଉଁ ଶୁଭେଲି ମହାଶୟ ମୀଢ଼େ ॥ ୬୪ ॥

কইনগি হালো ডোষী ভৌহোরি ভাভরিমালো ।

ଅନ୍ତେ କୁଳିଗଜ୍ଜନ୍ତ ଯାଏଁ କାହାଣୀ ॥ ୫ ॥

তুইলো ডোগ্রী মখল বিটলিউ ।

काङ्गण काङ्गण ससहर टानिउ ॥ ५५ ॥

কেহে কেহো তোহোরে বিরুখা বোলই ।

বিভূষণ লোভ তোরোঁ করি ন বেনাই ॥ ৬৮ ॥

କାହ୍ନୁ ମାହିତୁ କାଗଜପାଣି ।

ভোষি তথাগনি বাহি চিহ্নালী । ৫৫ ।

— তিনীত্যাং। মম। কৃষ্ণাচার্যেণ ব্রহ্মবিনোভিৎ ন)মাৎ ত্রিভুবনঃ কার্যবা কৃচিৎ। তত্ৰ বট্টাচার্য-
শতপ্রকৃতিমোবোহবহেশা বাহিতঃ। অচত্রবাহঃ। নীলেশমিত্তি কৌড়য়া যোগনিদ্রাঃ সত্য।
নৈবাত্মার্থাবগমাৎ।

अद्वैतपरिणामाभिव्यक्तिरूपधृतिर्वाभुपगमयति—

বইনথিত্যাদি। উক্তরিখালিক। কসদারোপণ তো ডোবিনি গরিও[২৮-ক]দ্বাব্যক্তি
কি হুতঃ হুত। বৈ শূদ্রীদে নীন। বৎপ্রভাবনঃ বনজানসগেনায়ে বায়ে কৃতঃ। কং সংস্কৃতিযো-
[২]দিতেন শাস্ত্রীতি কৃতঃ কপালকলি হুতঃ দ্বাব্যনঃ কৃতঃ।

दिनेह; अथावदेष उःपुनःपुनःपुनः...

ওই শো ইত্যাদি। তন্ম ভৌমিকত্বপরিপূর্ণত্ববৃত্তিকর। সেবাভূমকত্বানিষ্টকত্বকর। দ্বন্দ্বঃ
 দ্বিধাভাসেন টানিতভিত্তিঃ। নবিত্বঃ। সত্বে। প্ৰহরঃ। সূত্রবিবোধিত্ত্বঃ। প্ৰত্যক্ষাহেতুত্বঃ।
 অসম্প্রদায়বোধিত্ত্ব। টানিতভিত্তি বিনষ্টকর।

उत्थातुं चर्चयति योऽपि—

ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ

বৌদ্ধ-সহজিয়া-মতের বাঙ্গালা গান

তৃতীয়পদেন ভৌবীতি^{১০০}হকপনাই—

কেহো ইত্যাদি। যেহুপি বরুপানভিগ্গা^{১০১}ঃ সহজানন্দপরিভুতিতঃ। যাং ভৌবীতি^{১০২}
কেহুপি কুর্ষবসিকারং প্রাপ্য সংসারদ্বঃপ্রাহতবাস্তব বিকল্পঃ। বদন্তি।। যে তে প্রাদেশিক
শব্দকুব্জাঙ্গগংবোগ^{১০৩}করহুপতরাং যাং প্রজামতিঃ। তেহপি কঠে পভোগচক্রে অ
পরিভ্যক্তী^{১০৪}তি [২৯]।

তথা চাশমঃ—

কল্কোলপ্রিয়বোলমেনকতরাহিনকমুগংকুন্দরাঃ

নন্তঃ শোদিতশাশিনালিতকরা^{১০৫}কালিগ্নরাশ্চক্রিণঃ ॥

কন্তকিবাসরোজপাত্রমদনবানুপুত্রসুচ্ছদাঃ

প্রোভাসনিবাসনিতারসিকাঃ কেচিৎ কচিৎ যোগিনাঃ ॥

তত্বর্থপদেন যোগিতা^{১০৬}শ্রুতঃসংগাহ—কালো গাঠ ইত্যাদি। দ্বৈতশী কণ্ঠঃ
চণ্ডালী কল্যাচাটকঃ পদঃ গীয়েতে নাইহঃ। ভৌবীতিভিরেফাৎ নাস্তঃ জিন্ননাতি
বা ভিত্তে। যদাঃ সম্বভেৎ প্রাপ্য ভেনাথিষ্ঠানং বিবতে।

তথাচ ত্তানসম্বোধৌ—

চিত্তেনেব নহাবীজঃ ভবনির্ব্যাণতোরপি।

সংবৃতৌ সংবৃত্তি^{১০৭} ব্যতি নির্বাণে নিঃস্বভাবতাম্ ॥ ১৮

১৯

মাগ ভৈরবী

হকপাদানাম্।

ভবনির্ব্যাণে পড়হু মাদলা

মণ পবণ যোগি করন্ত কলালা ॥ ১৯ ॥

জন্ত জন্ত দুন্দুহি মান উচ্ছলিআ

কালু ভৌবী বিবাহে চলিআ ॥ ২০ ॥

ভৌবী বিবাহিআ অহারিউ গাম

জ[২৯ক]উতুকে কিঅ আণুতু ধাম ॥ ২১ ॥

অহিগিসি গুরঅপসঙ্গে জাঅ

মৌইগিজালে রএণি পোহাঁল ॥ ২২ ॥

১০০ সহজিষ এই কয়েক মকরঃ ১০১ বাকরটি বদভাইয়া থিরাঃ।

১০২ আকারমী বৃথা।

১০৩ শ্রুতি, সংবৃত্তৌ সংবৃত্তিঃ।

কুহুগীপানামঃ । হাঁউ নিরানী এমনভতারে
 গোহোর বিগোতা কহণ ন জাই ॥ ৩০ ॥
 ফেটলিউ গো মাএ আস্ত উড়ি চাহি
 জাএথু বাহাম সো এথু নাহি ॥ ৩১ ॥
 পহিল বিজাণ মোর বাননপুড়
 নাড়ি বিজারন্তে দেব বাপুড়া ॥ ৩২ ॥
 জাণ জৌবন মোর ভইলেনি পুরা
 মূল নখলি বাপ সংহার।
 ভণথি কুহুরীপাএ ভল থিরা
 জো এধু বুঝএ সো এধু ধীরা ॥ ৩৩ ॥

প্রজাপারমিতাথাভূতপানশরিপুটো হি কুহুবিপাশাঃ । তমেবোহঁতানি
 যোগিনীবিদিত্তা বদবি--

হাঁউ নিরানী ইত্যাদি । অহং ভগবতী, নৈরানী নিরানী । অশকরহিঃ
 বনঃবাণী অহং কুহুরীপাএভসেণ বম বৈশিষ্টসংযোগাকরমুখ্যভবতি । ক
 ভবজীতি ।

তথাঃ সরহপাদাঃ--

কো পড়িলই কলু কামি[৩১] অক্ষ কনাই অ আউ
 গিরদপথে কো পড়িলেই সত্যসমুদ্র জুড়ে ।

অবগদেন তমেবোহঁতানি--

হাঁউলো কুহুরীপাএ ভল থিরা । অহং ভগবতী । অহং ভগবতী । অহং ভগবতী ।
 বিদ্যাভিঃ-- অহং ভগবতী । অহং ভগবতী । অহং ভগবতী । অহং ভগবতী ।
 নাভেনঃ-- অহং ভগবতী । অহং ভগবতী । অহং ভগবতী । অহং ভগবতী ।
 মহাপ্রসঙ্গাঃ ।

কুহুরীপদেন বিচাকরুণমাহ--

হাঁউ ইত্যাদি । অহং ভগবতী । অহং ভগবতী । অহং ভগবতী । অহং ভগবতী ।
 অহং ভগবতী । অহং ভগবতী । অহং ভগবতী । অহং ভগবতী ।
 অহং ভগবতী । অহং ভগবতী । অহং ভগবতী । অহং ভগবতী ।
 অহং ভগবতী । অহং ভগবতী । অহং ভগবতী । অহং ভগবতী ।

চর্যাচর্যাবিনিমিত্তঃ

৩ শিত্তীকৃত্যপদো নমস্কৃতবচনপ্রমাণতো যিচায়াসে নতি সৈব বাসনা
বিকতে। ন বিকতে এম পরা।

অভ্যাসকলমাহ—

মদিহো। মূল্য সংক্ৰিয়োধিত্য। তত নিরুতিঃ। মণ্ডনুলে মণ্ডনগতিত মণ্ড
কুত[৩১ক]বিপাদেন কুত।

হেবক্কে—

ভীষণং কবেল্যন্তীঃ।

ভুনা বিকৃতমণ্ডনোপসংহারকৃতঃ নবদেবকমিত্তি। চন্দ্রপল্যাবৎ দ্বিজিগলকণ-
বজ্রবর্ণবীরস্বলগো কুতো নি কোঃ কামবজ্র বাধুদে৩২। স্বয়মভ্যাসঃ সখেণ্যে

শাক্যকামিত্তমাহ—

এব সংক্ৰিয়োধিত্যে কিত্তবঃ। শিত্তিকিত্তি শিত্তং কৃত্য প্রজ্ঞাবিত্তিক বৈ-
জনকপেণ্যবজ্রাতঃ। তেহমিদ্ভিঃ কবদ্যকলে বিকৃত্যসিদ্ধকলং কীয়াঃ।

গর্ভ্যপাদাঃ—

ভৌবকিত্তম অবিবস সফত অণু ইত্যাদি। ২০ ॥

২১

বঙ্গবঙ্গবী

নিসিদ্ধ মঙ্গারী কুমার (৭) চারা।

অমিষ ভথক মুসা কুমার আহারা ॥ ৩ ॥

গাররে কোইয়া মুসা পবণা।

কৌণ কুটীয়া অরণা পবণা ॥ ৩ ॥

তদ বিন্দারম মুসা ধণম শান্তী।

চকল মুসা কলিত্তা নালক বা[৩২]র্তী ॥ ৩ ॥

কলা মুসা উহণ বাণ।

গমণে উটি চরম অরণ ধান ॥ ৩ ॥

৩৩ ৥ ৩৪ ৥ ৩৫ ৥ ৩৬ ৥ ৩৭ ৥ ৩৮ ৥ ৩৯ ৥ ৪০ ৥ ৪১ ৥ ৪২ ৥ ৪৩ ৥ ৪৪ ৥ ৪৫ ৥ ৪৬ ৥ ৪৭ ৥ ৪৮ ৥ ৪৯ ৥ ৫০ ৥

৫১ ৥ ৫২ ৥ ৫৩ ৥ ৫৪ ৥ ৫৫ ৥ ৫৬ ৥ ৫৭ ৥ ৫৮ ৥ ৫৯ ৥ ৬০ ৥

বহিঃ পুরু পরনারের পাট
কপালবত সমাধিক পানি।
বনজ লক্ষ্মীল কহিব শচন্দর।
কলনয়ু দিবিবি ধোকে মজদরঃ।

চতুর্থপদ্যঃ বহু শুকনোহায়ামতি—

৩১৩ শেখরশিখরঃ। চন্দ্রশেখরঃ। শিবসেব মোহমানোনাশকঃ। শিবঃ। শিবঃ।
বচনযুক্তশিখরঃ। মজদরঃ। জো যোগিন্ তলঃ। গুরো যোগিন্ মজদরঃ।

তথাঃ সরুপাদ্যঃ—

বহু প্রসন্নকি বৈলিহিহাতি।

পদ্যময়ঃ। চতুর্থপদ্যঃ।

স্বাধীনতাঃ। স্বাধীন সময়ে সহজানন্দঃ। স্বাধীনতাঃ। স্বাধীনতাঃ। প্রত্যয়ে, পদ্যঃ।
স্বাধীনতাঃ। স্বাধীন সময়ে সহজানন্দঃ। স্বাধীনতাঃ। স্বাধীনতাঃ।

৩১৪ চন্দ্রশেখরঃ—

লক্ষ্যকোঃ। শিবঃ। শিবঃ। শিবঃ। শিবঃ।

বহুঃ। শিবঃ। শিবঃ। শিবঃ। শিবঃ।

মিলাকোঃ। শিবঃ। শিবঃ। শিবঃ। শিবঃ।

৩১৫ কহিব শচন্দরঃ। শিবঃ। শিবঃ। শিবঃ। শিবঃ।

২২

চন্দ্রশেখরঃ

৩১৬ চন্দ্রশেখরঃ। শিবঃ। শিবঃ। শিবঃ। শিবঃ।

মিছে লোভঃ। বহুঃ। শিবঃ। শিবঃ। শিবঃ।

বহুঃ। শিবঃ। শিবঃ। শিবঃ। শিবঃ।

জামঃ। শিবঃ। শিবঃ। শিবঃ। শিবঃ।

জামঃ। শিবঃ। শিবঃ। শিবঃ। শিবঃ।

জামঃ। শিবঃ। শিবঃ। শিবঃ। শিবঃ।

জামঃ। শিবঃ। শিবঃ। শিবঃ। শিবঃ।

জামঃ। শিবঃ। শিবঃ। শিবঃ। শিবঃ।

৩১৭ চন্দ্রশেখরঃ। শিবঃ। শিবঃ। শিবঃ। শিবঃ।

জে সচরাচর তিসস ভম্ভি
 জে অজরামর কিয়পি ন হোন্তি ন ঞ্
 জানে কাম কি কামে ভাম
 সরহ ভনাত অচিহ্ন সে খাম ॥ প্র ॥

সরহবার্গে সর্ষধর্ষাধিবেন সরহপদঃ প্রতিপাদয়ঃ—

সরহপদাধি। অনাত্ৰিবিজাৰ্ঘ্যসম্যদোষণে তবমিষ্টাৎকট্যারোপণং চরিণ্য কোকেতসং স্ফাট্য।
 সরহের ভববন্ধনবন্ধো ভবহীতি।

এতৎসেম সজ্জান্য বৃহদ্বিঃ—

অজরাম ইত্যাদি। মিচ্ছাচক্ষুররথ্যো জাঃ বনচিহ্নি। স্তবধরকায়ঃ প্রাণোঃ ভববন্ধন-
 পরিজ্ঞানেনাচিহ্ন্য কোকেতসোঃ, অজরম্ [৩৪]। পাদ্যবিত্তস্য কীচস্য ভবহীতি ন জানাতঃ।

নং৫ একশ্লোকো ভ (ভব)পবতা—

উৎপাদয়তিভবমোবরহিতাভিতানপি।

শ্রীতীয়শব্দেন উৎপাদয়ত্বপদাধঃ—

অকীলো ইত্যাদি। সঙ্গমবৈরাগ্যসম্মতন কতোপদেশে বিভাজ্য। নো যোগীন্দ্রঃ। সরহের
 অকলনঃ স্ফাট্য বম্ভি। অকীলোপাদো ন্যক্তি ভব ভবমোবিতান বৃহতঃ।

নং৬ চাপরসিকৌ—

বহু স্তবজঃ নৈবেদ্যমিহীনাশো বৈশ্ব বৃহতঃ।

তত্ কালমহতরাম সর্ষধর্ষাভরহিতকম্।

অতঃপদ অকী(বী)তঃ পৃথকোঃ স্তবজাহবেন সঃ সৈন্যোপকার(স্তে)পদোতি।

নং৭ স্তবজঃ—

সুপ্তপ্রকৃৎ কু ন সর্ষধর্ষকম্।

সংকল্পসেং পদ্যফল্যভিতানী।

তর্ষীতপদেন ভবমোঃ পৃথক্যাদিঃ—

এতেন্ সরহপদিতক্য বিভাজ্যে। স্তবজপি যোগ্যঃ সঙ্গমেনে দিব্যমিষ্টিকট্যারোপণং কবোতি।
 বহুঃ পদ্যঃ স্তবজমিত্যেং নিঃসঙ্গমিষ্টিকট্যকম্।

৩[৩৪ক]বশবদে পুনরপ্যাহুঃপদাধিঃ—

এ কোকো ইত্যাদিঃ স্ফাট্য বলিয়োগিনঃ। স্তবজীশমহাবদনে সচরাচরে অচিহ্নি। অদবা

৩৪ পদ্যে অক, স্তবজ কালে

৩৪ পদ্যে অক, স্তবজ কালে

২৬

বাগ শিবরী

শান্তিপানানাম্ । তুল্য ধুনি ধুনি আত্মরে আত্ম
 আত্ম ধুনি ধুনি নিরবর সেজ[৩৯ক] ॥ ৫ ॥
 তউমে হেরুত ন পাবিঅই
 শান্তি ঔপই কিণ নভাবি অই ॥ ৬ ॥
 তুল্য ধুনি ধুনি ছনে অহারিউ
 পুন এইআ অপর্ণাট্টারিউ ॥ ৭ ॥
 বহন বট ছই মার ন দিশম
 শান্তি ঔপই বার্ণাগ ন পইমর ॥ ৮ ॥
 কাজ ন কারণ জএহু জঅতি
 সঁএ সঁবেঅণ বোলদি শান্তি ॥ ৯ ॥

৫। নিন প্রমোদরতিমি হেরুত: সিদ্ধাচারো হি শান্তিভনেবার্ণ জনার্থায় প্রতিশাসয়তি—
 তুল্য জাদি ১। প্রকৃতিদোষত্বং তুলনযোগ্যত্বলোকাং । কার্যকচিহ্নং । অতঃ কল্পা-
 কল্পাদি ধেনাবরদিনেনেকপ্রমাণোপপন্নঃ কৃত্বা মহাবিরবজ বড়শোভনঃ কৃতঃ । স এবা-
 বদবপসঃ ব্রহ্ম পত্নমাণো[ঃ] বড়শজাভারেন তং পূবা পূবা নিরবরসিতি নিরবরদঃ[ঃ]হুচিহ্নং ।
 তথাচারে ত্বাং তত চিত্তস্ত হেতুত্বং ন প্রাপ্যতে । শান্তিপানো বরতি তানোপমাধা-
 তাব[৪০] কিং ভাব্যতে ।

৩৫। জাপরিমেহুদে বিচাশিত ইত্যাদি ।

দ্বিতীয় পদেন উদ্যোধ্যঃ দৃঢ়মতি—তুল্যধুণীত্যাগি । তদ্বিচারপ্রমাণতোঃপাশ্চবাসিকং
 পদাঃ পুণ্যে তি । প্রত্যয়ে চিত্তঃ অবশিতঃ নহা । তঃ প্রত্যয়ে গৃহীত্বা ট্টারিখ ইতি ।
 আত্মগ্রহে বাতাবকরণে বাধিতমিতি ।

৩৬। চিকুজে—

৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২। ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬। ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪। ৫৫। ৫৬। ৫৭। ৫৮। ৫৯। ৬০। ৬১। ৬২। ৬৩। ৬৪। ৬৫। ৬৬। ৬৭। ৬৮। ৬৯। ৭০। ৭১। ৭২। ৭৩। ৭৪। ৭৫। ৭৬। ৭৭। ৭৮। ৭৯। ৮০। ৮১। ৮২। ৮৩। ৮৪। ৮৫। ৮৬। ৮৭। ৮৮। ৮৯। ৯০। ৯১। ৯২। ৯৩। ৯৪। ৯৫। ৯৬। ৯৭। ৯৮। ৯৯। ১০০।

৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২। ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬। ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪। ৫৫। ৫৬। ৫৭। ৫৮। ৫৯। ৬০। ৬১। ৬২। ৬৩। ৬৪। ৬৫। ৬৬। ৬৭। ৬৮। ৬৯। ৭০। ৭১। ৭২। ৭৩। ৭৪। ৭৫। ৭৬। ৭৭। ৭৮। ৭৯। ৮০। ৮১। ৮২। ৮৩। ৮৪। ৮৫। ৮৬। ৮৭। ৮৮। ৮৯। ৯০। ৯১। ৯২। ৯৩। ৯৪। ৯৫। ৯৬। ৯৭। ৯৮। ৯৯। ১০০।

৩৯। ৪০। ৪১। ৪২। ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬। ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪। ৫৫। ৫৬। ৫৭। ৫৮। ৫৯। ৬০। ৬১। ৬২। ৬৩। ৬৪। ৬৫। ৬৬। ৬৭। ৬৮। ৬৯। ৭০। ৭১। ৭২। ৭৩। ৭৪। ৭৫। ৭৬। ৭৭। ৭৮। ৭৯। ৮০। ৮১। ৮২। ৮৩। ৮৪। ৮৫। ৮৬। ৮৭। ৮৮। ৮৯। ৯০। ৯১। ৯২। ৯৩। ৯৪। ৯৫। ৯৬। ৯৭। ৯৮। ৯৯। ১০০।

৪০। ৪১। ৪২। ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬। ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪। ৫৫। ৫৬। ৫৭। ৫৮। ৫৯। ৬০। ৬১। ৬২। ৬৩। ৬৪। ৬৫। ৬৬। ৬৭। ৬৮। ৬৯। ৭০। ৭১। ৭২। ৭৩। ৭৪। ৭৫। ৭৬। ৭৭। ৭৮। ৭৯। ৮০। ৮১। ৮২। ৮৩। ৮৪। ৮৫। ৮৬। ৮৭। ৮৮। ৮৯। ৯০। ৯১। ৯২। ৯৩। ৯৪। ৯৫। ৯৬। ৯৭। ৯৮। ৯৯। ১০০।

৪১। ৪২। ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬। ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪। ৫৫। ৫৬। ৫৭। ৫৮। ৫৯। ৬০। ৬১। ৬২। ৬৩। ৬৪। ৬৫। ৬৬। ৬৭। ৬৮। ৬৯। ৭০। ৭১। ৭২। ৭৩। ৭৪। ৭৫। ৭৬। ৭৭। ৭৮। ৭৯। ৮০। ৮১। ৮২। ৮৩। ৮৪। ৮৫। ৮৬। ৮৭। ৮৮। ৮৯। ৯০। ৯১। ৯২। ৯৩। ৯৪। ৯৫। ৯৬। ৯৭। ৯৮। ৯৯। ১০০।

বদতি। কালোহর্যোঃ শিন্ধে ন () প্রাশতি হুত্ব যঃ। অথবা বালকঃ বেদান্তভিত্তিমতঃ
ন বিদতি।

উবাচ শ্যামাভকুলপালঃ—

পৌরুষোত্তমঃ কলঃ ইত্যাদি।

চতুর্দশমঃ স্বপ্নোপনিষৎ—

কামোক্ত্যবিঃ। সিদ্ধাচার্যো হি শক্তিঃ স্বয়ং কারিকারপদার্থঃ। অতঃপরঃ বদতি।
এষা হি যুক্তিঃ। প্রনাশোপ[৪০ক]পদ্য নৃশঙ্কপ্রণামহুত্বপদং বদ্য জ্ঞারতে।

উবাচ দ্বিকলঃ—

আত্মনা জ্ঞানদে পূণ্যং স্বপ্নপৌরুষসেবনং। ২৬।

২৭

স্বপ্ন আত্মদে

ভুতপ্ৰপাদানাম্। অধরাতি ভুর কমল বিকসিত
বতিস জোইণী তহু ভদ্র উল্লসিত ॥ ঙ ॥
চানিউত্তম ধবহর মাগে অবধুই
রঙ্গমহু ধবজে কহেই ॥ ঙ ॥
চালিম ধবহর গউ শিবাণে
কমলিনি কমল বহই পণালৈ ॥ ঙ ॥
বিরমানন্দ বিলকণ পুধ ॥
জো এথু বুঝই মো এধ বুধ ॥ ঙ ॥
ভুতকু ভগই মই বুঝিধ মেলৈ
মহজানন্দ মহাহুই লোলে ॥ ঙ ॥

উবাচ বহুমানন্দমগুণী হি ...

অগদ্যভীত্যানি। তত্র সেক্ষপটলোক্তবিধানাং অষ্টরাজ্যে চতুর্থীগত্যায়ঃ প্রঃ দ্যানাভি-
বেদমানন্দমঃ স্বপ্নোপনিষৎ। কমলঃ উত্তমকমলঃ বিকসিতঃ মনঃ। তস্মিন্ সময়ে ত্রি[৪১]
[শি] যোগিনীতি যাজ্ঞিশ্রাদিঃ—যোষিচিন্তনং লগনারসনাবধুতী। অতঃ[৪২] অক্ষরগামিকা
বোধক্য[৪৩]। তত্র স্থানে প্রবর্তি। তদাঃ আনন্দাদিসম্বোধনোদ্যোগোদ্যোগঃ (সংহৃতঃ)
অবগমেন নৃশঙ্কপ্রণামহ—

উবাচ ...

উবাচ ...

একটী সতরী ও মন হিওই কর্কুতলধরুদারী ॥ ৩৭ ॥
 তিহ খাউ খাউ পড়িস। সবরো মহাশ্রমে সেহি হাইলী
 সবরো হুড়কু গইরামণি মারী পেয়া রাতি পোহাইলী ॥ ৩৮ ॥
 হিহ ভাবোলা মহাশ্রমে কাপুর খাই
 জ্বন নিরামণি কঠে লইয়া মহাশ্রমে রাতি পোহাই ॥ ৩৯ ॥
 গুরুবাক পুণ্ড্রা বিদ্ধ গিঅ নণে বাণে
 একে শরমদানে বিদ্ধ বিদ্ধ পরম গিবাণে ॥ ৪০ ॥
 উন্নত সবরো গরুয়া রোষে
 গিরিবর সিহর মক্ষি পইনন্তে সবরো লোড়িব কইনে ॥ ৪১ ॥

শব্দপাদো দি সিদ্ধাচার্যভদ্রেনার্থঃ মহাকর্পণাবলিকো ন্যাকার্থ্য প্রতিপাদয়তি—

উচৈত্যদি । যোগীভ্যঃ স্বকারককর্মসমুদয়ঃ স্বমেকশিপর্যায়ে মহানুষ্ঠায়ে । সকারপরো
 হকারঃ ন এব পবিধয়ঃ । ততঃ গৃহিণী জ্ঞানমুদ্রা নৈরাখ্যা স্বকারজা বনতি । সূত্রানুস্মৃতি নানা-
 বিচিত্র[৪২ক]গনবিকল্পকং স্বরূপেণাধিবাস্যতয়া পবিত্রানবলম্ব্যঃ কৃতং । খল্ল(ক)তি
 ঐবায়ঃ বহোগতয়ে শুভমন্ত্রবালিকেশপি বিদ্যতা । পরমোত্তরপদেন প্রবপদং বোদ্ধব্যং ।

বিত্তীয়পদেনাত্যাসবরূপমাহ—

উহ ইত্যাদি । ভগবতী নৈরাখ্যা তাবকায়াযাসঃ বনতি । তে উন্নত বিস্তরবিষ্ণুগতিঃ
 পব প্রোজোপাঙ্গমলকৈ । পদীতি । আনন্দ্যদিবিকল্পঃ সা কুরু । অহঃ তব গৃহিণী জ্ঞানমুদ্রা
 মহানুষ্ঠারীতি ।

নান্তেত্যাদিঃ । অস্ত কারয়নৈরোঃ ততঃবরঃ অবিত্যক্লপঃ আনন্দ্যদিনেণে নান প্রকারেণ
 সুক্লিষ্টবিকল্পং গতং । অস্ত ভালক পদ্যক্লপঃ ইগনে প্রোভাবরে লয়ঃ । অতএব সা নৈরাখ্যা
 প্রবক । কর্ণেতি, নানাধানে সুভলানিপকুমুদ্রানিয়ন্তসামদ্যায় কৃদ্বা বক্তৃসুপায়তঃ ৷ বিদ্যতা
 ৷ ৪৩কঃ । অস্ত কার্যপর্বতবলে । হিওতি কীভাত ।

তৃতীয়পদেন কীল্য[৪৩]খপ্রবাহমাহ—

তিহ খা ইত্যাদি । ত্রৈলোক্য কাষবাক্টিয়াঃ হুগপ্রভাবরে তঃ টালিতি তেন হাষ্মথেন
 শব্দঃ ৪৩ঃ পবরচিত্তবরুহ(চ)মেন সহ । ৪৩কঃ ৪৩ঃ প্রকাশ্যে ধাতুঃ ৪৩ঃ ধারিকা নৈরাখ্যা
 ৪৩কঃ ৪৩ঃ । প্রেমমিতি কীল্যসমুদয়ঃ বক্তৃসুপায়তঃ ৪৩কঃ । অতঃকারঃ প্রজোপাঙ্গবিকল্পঃ
 ৪৩কঃ ।

৪৩ঃ সতরীকায়াঃ ।

জীবজাম্বুত ইত্যপি ভ্রমরীতাদি ।

চতুর্থেন কন্যাহেতুভাবঃ প্রভাবঃ প্রতিপাদয়তি—

হিওঁ ১২৪ ইত্যাদি । কন্যঃ প্রভাবঃ তাৎপৰ্য্যেনাধিনুচ্য ১২৭ কপূরঃ মুখমঙ্করপেণ কন্যাহেতু-
স্বৰূপেন চ্যমিনুচ্য । শূভ্রমিতি নৈব সৰ্ব্বকারণবরোপতশূভ্রতা নৈবানুজ্ঞানযোগিনী । কপৌষ্ঠতি
সম্ভোগচক্রে বিদ্রব্য মহাসুখজ্ঞানরাগিনা প্রকনীতি । স্বকারণরূপতমঃ স্বয়ং ন্যাসিতঃ ।

তথাচ সূতকে । ফলেন হেতুনামুদ্রা ইত্যাদি ।

পঞ্চমপদেন বজ্রতরঙ্গমাহাঙ্গ্যমাহ—

শুভ্রবাক্যোক্তাদি । স[প্তমক]পঞ্চতরঙ্গবাক্যেন ধ্বং কৃষ্ণা নিজমনোবোধিচিহ্নে— বাণ(ন)ঃ চ।
একদমং বাণমিতি উত্তরোক্তকং কৃষ্ণা একস্বরূপনির্দোষেণ তমভ্যাতমানঃ সন্ তেন নিকীর্ণেন
মহা সবারপানেন অনাস্তবিশ্রবাসনাদোদো হি হত্যঃ ।

ষষ্ঠপদেন চিত্তক বধাকৃতং স্কন্ধপমাহ—

উমত ইত্যাদি । সহজপানপ্রমত্তো মঃ চিত্তবল্লোহি সবারঃ গহকা বোধেণেতি জ্ঞানানন্ড-
গন্ধেন প্রেরিতঃ সন্ মহাপ্রবচজ্ঞানগিনীকনোদগেধেন ১৩০ প্রচলিতঃ । তত্র নিমগ্নে জতি
গিরিবরেতি । উক্তার্থে ১৩১ মহা সিদ্ধাচার্য্যোণ কথং অব্যবহিতব্যঃ ।

তবাচাগমতঃ । যানানাঃ নাস্তি যৈ নিষ্ঠা গাং চিত্র প্রবর্ততে ।

চিত্তে ভবেৎ প্রযুক্তে হি ন বানং ন চ বাহিনঃ ১২৮।

২৯

রাগ গটমহরী

সুইপামানাম্ । ভাব ন হোই অভাব ন জাই
আইস সংবোধেই কো পত্তিআই ॥ ৬৭ ॥
নুই ভণই বট ছলকুধ বিণাণা
তিঅ গাও বিলমই উই লাগে গা ॥ ৬৮ ॥ [৪৪]
জাহের বানচিছু জব ন জাগী
সো কইসে আগম বেএ বখাগী ॥ ৬৯ ॥

১০ ৭২৭, ফিল, টকাং, ১৯৩১

১১ ৭২৮, ফিল, টকাং, ১৯৩১

১২ ৭২৯, ফিল, টকাং, ১৯৩১

১৩ ৭৩০, ফিল, টকাং, ১৯৩১

কাহ্নেরে কিস্তিগি হই দিবি গিরিচ্ছ।

উদক চান্দ জিগ নাচ ন মিচ্ছা ॥ ৫০ ॥

লুই ভগই ভাইব কীষ্

জানই অচ্ছমতা হের উহ ন দিস্ ॥ ৫১ ॥

অনানন্দমুখ্যে হি লুইপাদসেবার্ধঃ বিশেষ্যতি—

ভাব ন হোই ইত্যাদি। ভাবভাব্য ভবত্ব ভবতি। বস্মাং পিত্তপ্রহাণুভেদে বিচারেণ ভাবভোগলভ্যো ন বিজ্ঞতে। কিন্ভাব্যভাবতিভবতি। অভাবোচি ন ভবতি অসম্ভবত্বাৎ। ঈদৃক্ সোধনে কোপি নহঃ ভবঃ প্রতীতিকরোতি।

এবপদেন ভাবধরূপসৌর্ভাঃ প্রতিপদ্যতি—

লুই ভগই ইত্যাদি। লুইপাদঃ সিত্তচাৰ্য্যো হি বদতি। অচক্ষুঃ স্বর্গতঃ তথঃ বাববোধিনা সমসিদ্ধির পার্থক্যে। বস্মাং ত্রৈবাত্বকঃ কাশ্যবাক্টিতে বিদ্যমতি ক্রীড়তি। তথা সন্তান-
লীক্বেত্বপরিবর্তনামিকঃ। ন উহে ন ধানামি। [৪৪ক] কৃত্র নিয়তঃ বদতীতি।

দ্বিতীয়াংশে উক্তার্থঃ পঠয়তি—

জাহ্নের ইত্যাদি। কা তবঃ বর্ণচিহ্নরূপং নাবগম্যতে সোপি কথং নানাকাব্যোঃ ৩২ বিনয়-
প্রাগমণ্যাক্তে বেনে ব্যাখ্যায়তে চ।

তথাচ নাপাতিজ্জুনপাদাঃ।

ন বরুণীতমাদ্রীষ্ঠো বর্ণভেনোপলভ্যত ইত্যাদি।

তৃতীয়াংশে তবধরূপমাহ—

কাহ্নেরে ইত্যাদি। কঃ কিস্কুঃ পৃথক্জন্যঃ নহা নিকাতঃ প্রবাতব্যঃ। বধৌদকচ্ছাঃ
ন গত্য ন মুখ্যঃ। কঃ কিস্কুঃ ভাবপ্রানপ্রতিভায়া ন কিন্ভো বজ্জুঃ সূক্ততে। অর্থঃ
এ প্রতীতিঃ করোতি। অবচনহাৎ।

চতুর্থপদে চিত্তধরূপমাহ—

লুই ভগই ইত্যাদি। বদতি কিস্কুঃ বস্মা ভাবভাব্যভাবনা অভাবেন কিং জা ২।
অভাবঃ কিস্কুধরূপঃ গৃহীত্ব ভিত্তামি তজ্জাতি গুরুবচনবিচারে প্রত্যোদেহঃ ন উহে ন পুত্র ধ-
ন্যঃ। চিত্ত নিশি[৪৫]ভা বোধেন অভ্যাসা ভুক্ততে বস্মা।

বস্মা চিত্ত ন পদ্যতি ন পদ্যত্বাৎ কিস্কুঃ ভাবভাব্যভাবনা

৩০

রাগ মল্লারী

ভুসুপাদানাম্ । করুণ মেহ নিরন্তর করিআ
 ভাবাভাব ছন্দল দলিয়া ॥ ধ্রু ॥
 উইতা গগণ মাঝে অদভুত
 পেখরে ভুসু সহজ সরুআ ॥ ধ্রু ॥
 জাহ্নব সমস্তে তুটই ইন্দ্রিয়াল
 নিছরে বিষ মন এ দে উলাস ॥ ধ্রু ॥
 বিসম বিপুলি মই বুঝ বিম আনন্দে ।
 গগণহ জিম উজোলি চান্দে ॥ ধ্রু ॥
 এ তৈলোএ এত বিবারা
 জোই ভুসু হেতই অঙ্গকারা ॥ ধ্রু ॥

তমেরার্থঃ মহাঅখানন্দপ্রমোদেন ভুসুপাদঃ প্রতিপাদয়তি—

করণেত্যাদি । করুণমিতি ভাবাভাবঃ প্রাহাদিবিকল্পঃ দলিহা নিঃসত্তাবীকৃত্য পরিপূর্ণ-
 সন্তোগকায়ো যোগীকৃত গুরুপ্রসাদপ্রসূরিতঃ ।

অতএব এবপদেন তত্ত প্রভাবঃ প্রতিপাদয়তি—

উইএ ইত্যাদি । অতএব[গগণঃ

পাতা[৪৫ক]নে অদভুতগুনকফলোদরো ভূতঃ ।

ভাষ্যঃ ভো ভুসুপাদ গুরুসম্প্রদায়াং ভূতীয়ানন্দে সহজানন্দধরুণঃ পঙ্ক কানীদি । স্বরসেব
 আয়ানং সমোদ্য যদতি ।

দিকীরপদেন তত্ত প্রভাবঃ বশ্যতি—

জাহ্নব ইত্যাদি । যত্র সহজানন্দঃ প্রতীক্ষণে ইন্দ্রিয়ালমিতি ইন্দ্রিয়সমূহঃ ক্রট্যতি
 পলায়তে ।

৩।৮ সরুপাদাঃ ।

ই জাহ্নব ভু বিলীখ গউ ইত্যাদি ।

নিহএএ ইতি । নিহতেন নিঃসিকরাকারেণ নিঃসরনঃ বোহিচিত্রঃ বহুভুগোঃ প্রসাদো
 সহজঃ প্রাদঃ বশ্যীতি ।

১৩৪। পাদে, নিরন্তরঃ ; উলাস, নিহএ ।

তথাচ সরহপাদাঃ ।

চিহ্নাচিহ্ন পরিহর ইত্যাদি ।

কৃত্তীয়পদেন মার্গত্রাহণস্যাহ—

বিষয়েত্যাদি । যথা চক্রেণ গগনযুজোভিতং তথা অগ্নি বিঘ্নাণাং বিগৃহ্য । আনন্দেতি
বিরমানন্দে পরমানন্দবগন্য তেন মহানন্দচক্রেণ যৌহাদিকারং দানিতবিত্তি ।

চতুর্গপদেন[৪৬]ক্সাণ্ডাশ্চিহ্নাং তস্ত প্রভাবমাহ—

এতেনো[১৩৫] ইত্যাদি । এতন্নিম্নৈকো(ক)চতুর্ধানন্দব্যতিরেকান্নো[১৩৬]পারোহিত্তি ।
বস্তোদিয়েন সিদ্ধাচার্যো ভূতকুপাবঃ । ক্রেশাদিকারং ফেটবতি ।

তথাচ সরহপাদাঃ—

ভট্টম ননো যত্নয়েনেত্যাদি ৥৩০৥

৩১

রাগ পটমধুরী

আখ্যমেবপাদাঃ । জহি মণ ইন্দ্রিঅ[প]বণ হো ৭ ঠা

৭ জ্ঞানমি অপা কঁহি গই পইঠা ॥ ধ্রু ॥

অকট করুণা উমরুলি বাজঅ

আজদেব গিরাসে রাজই ॥ ধ্রু ॥

চান্দরে চান্দকাস্তি জিগ পতিভাসঅ

চিঅ বিকরণে তহি টলি পইসই ॥ ধ্রু ॥

ছাড়িঅ ভয় যিগ লোআচার

চাহন্তে চাহন্তে মণ বিআর ॥ ধ্রু ॥

আজদেবে নঅল বিহারিউ

ভয় যিগ ছুর শিবারিউ ॥ ধ্রু ॥

ভদ্রবর্ষা প্রমুদিতা আখ্যমেবপাদাঃ । প্রতিপাদয়তি—

জহি মণ ইত্যাদি । বস্তুনি প্রত্যক্ষরে সংহারমণ্ডলান্নিক্রমেণ বিঘ্নপবনেজ্জিহ্মাদিকং [৬ক]
নিঃস্রাবীকরণং । কক্ষ প্রবিষ্টে(ন) সতি অপা ইতি । চিত্তরাক্ষ্যভোগেণ স জ্ঞানমি ক পাতঃ ।

কুপদেন আনন্দঃ পূতবতি—

১৩৫ জ্ঞান, কঁহিঅন, চিত্তার ক্রমসমার ।

১৩৬ পুণি, ব্যতিরেকানন্দোপাখ্যাদি ।

অকটেতি—আশচর্য্যঃ । ককণ্ঠেতি সংবৃত্তিবোধিচিহ্নঃ গুরুসম্প্রদায়ঃ । তমককেতি অ(ব)না-
হৃতমহাং কথোতি । অনাহতঃ হতঃ জ্ঞানঃ বিদ্যতে । অকএব আবিদেবপাদায় । নিরাপদেন
সর্ব্বধর্ম্মীহুপলভ্যযোগেন রাজতে শোভতে ।

বিত্তীয়পদেন বিষয়স্বরূপমাহ—

চান্দেনিত্যাহিঃ ১৩৭ । যথা অস্তং গতে চন্দ্রমসি তস্ত চন্দ্রিকা তত্বেব অন্তর্ভবতি । চিত্ত ইতি ।
তথা চিন্তারাজোপি যদা অচিন্ত্যতাং গচ্ছতি প্রত্যক্ষরং বিশতি তদা তস্ত বিকল্পাবলী তত্বেব শীনা
ভবতীতি ।

তথাচাপমঃ ।

অস্তং গতে চন্দ্রমসীব নুনঃ
নীলেন্দবঃ বহুরগঃ প্রযান্তি ।
চিত্তং হি তস্যং সহজে [নি]লীনেঃ ১৩৮
নষ্টস্যামী মর্কবিকল্পপোষাঃ ।

তৃতীয়পদেন ভাবস্ত নিরংশভানাহ—

ছাড়িলঃ ১৩৯ ইত্যাদিঃ । অকএব ময়া সিদ্ধান্তার্থোণ ভব[১৪১]মজ্জাদিকা বোকস্ত ব্যবহারঃ
পরিভ্যক্তঃ । গুরুবচনমার্গনিরাক্ষেপম শ্রুতমিতি ॥ ভাবং নৈরাশ্যজ[গং] দৃষ্টং ।

চতুর্থপদেনাশ্রয়ঃশাবাহ—

আর্য্যদেবেত্যাদি । আর্য্যদেবপাদেন সৎগুরুপ্রসাদ[ম]ঃ মৈত্রাস্যদর্শানুধীকরণে মর্কঃ সংসার-
দূষণঃ বিফলীকৃতমিতি ॥ ১৪০ ॥

৩২

রাগ খেদাৎ

পরহংসামান্দ । নাম ন বিন্দু ন রবি ন শশিমণ্ডল ।
চিহ্নরাজ সহাবে যুকল ॥ ১ ॥
উজ্জু রে উজ্জু ছাড়ি মা লেহ রে বহু ।
নিঅছি বোহি মা জাহরে লাক ॥ ২ ॥
হাথেরে কাকিণ মা লোউ দাপণ ।
অপণে অপা বুষতু নিঅরণ ॥ ৩ ॥

১৩৭ গানে গেয়েছে, সিকার চান্দিল ।

১৩৮ পুনি, টোকা চি গুরুসংসারপোষিল ।

১৩৯ গানে, ছাড়িল, সিকার ছাড়িল ।

ପାର ଉଆରେ ମୋଇ ମଞ୍ଜିଇ ।
 ଛୁଇଁଲ ମାତ୍ରେ ଅବସରି ଛାଈ ॥ ୧୫ ॥
 ବାମ ନାହିଁ କ୍ଳୋ ଧାଲ ବିଷଳା
 ସରହ ତଣି ବମା ଉଠୁବାଟ ଭାଈଲ୍ୟା ॥ ୧୬ ॥

ତତ୍ତ୍ୱୋର୍ଥଃ : ସର୍ବସମ୍ପାଦିମୟେନ(୧) ନିଜାଚାର୍ଯ୍ୟୋ ହି ନରହପାଦୋ ଜନାର୍ଥଃ । ପ୍ରତିପାଦୟତି—
 ନାମ ୩୩ ଇତ୍ୟାଦି । ନନ୍ଦଶ୍ରବଣନାୟକତତ୍ତ୍ୱହରୀଞ୍ଜୋବେନ(୨) ପରମାର୍ଥବିଦ୍ୟା ଚିନ୍ତକତ୍ତ୍ୱଃ ନାଦସି[୫୭କ]
 ନାଦିବିକଳପରିହାରଃ ସତ୍ତ୍ୱାବେନ ପରିହୃତ[୬] । ଅନାତ୍ତବିଜ୍ଞାନାନୁଷ୍ଠାନଃ ପୁନରୁତ୍ଥାପନଃ ପଶ୍ୟତି ।

ତଥାଚ ନରହପାଦଃ—

ଅହୋ ମଟେତ୍ୟାଦି ।

ଶ୍ରବଣମେନ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକସଂସାରାହ—

ଓଢୁ ଇତ୍ୟାଦି । ଅତଃପ୍ରାୟଶ୍ଚିନ୍ତାର୍ଥଃ ୧୫୦ ବିହାର ଯୋଗିକୃତ ନାୟୋପାୟୋ ବିକୃତଃ । ତେନ
 ମଞ୍ଜୁନ ଯୋଧିଃ ନିଜପୁରସକ୍ତିର ନିମ୍ନସିତଃ । ସେ ମୟୋଦୟଃ । ତୋ ବାମସୋଗିନ୍ ନ(୫)କ୍ରମାର୍ଗାର୍ଥମା
 ଭଜ । ପୁନଃ ମୟୋଦୟୀ ଯା ତବ ।

ଦ୍ୱିତୀୟମେନ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶିତାବାହ—

ହାହେର ଇତ୍ୟାଦି । ହତତ୍ତ୍ୱ କର୍ତ୍ତାମାର୍ଗଃ ୧୫୧ ନିର୍ମଳଃ କିଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଃ ସଦା । ତୋ ହେ ବାମସୋଗିନ୍
 ବଜ୍ରଶ୍ରବଣାନାୟକବନମାର୍ଗଃ ୧୫୨ ଯୋଧିଚିନ୍ତତ୍ତ୍ୱ ହରପଂ ଜାନୀହି । ତେନ ତବାହତ୍ତ୍ୱବନମାର୍ଗସଂକାରିତ୍ତ୍ୱ
 ତବିଦ୍ୟାତୀତି ।

ତୃତୀୟମେନ ଯୋଧିଚିନ୍ତତ୍ତ୍ୱାହଂସାବାହ—

ପାରୋଞ୍ଜାରେ ୧୫୩ ଇତ୍ୟାଦି । ପାରେତି ପରମାର୍ଥେନ ତଦେବ ଯୋଧିଚିନ୍ତଃ ଯୋଗିବତ୍ତ୍ୱେବହମ୍ୟାତେ । ତଦଂ
 ତତ୍ତ୍ୱ ହରପ୍ରମାଣ[୫୮]ସହାନୁଜ୍ଞାନିଦିଂ ଶ୍ରୀମ୍ନୁ ବଞ୍ଚି ଶ୍ରେ । ଯେଞ୍ଜାରେ(୬) ତସେ ପ୍ରବୃତ୍ତଜନେନୁଗନ୍ୟାତେ ।
 ତେନ ତେ ମୋଦାବିହରଣନିମୟେନ ମାୟୋଦୟସ୍ତ୍ରୋ ବନ୍ଧ୍ୟାତୀତି ।

ଚତୁର୍ଥମେନ ପୁନର୍ବାସାର୍ଥାହଂସାବାହ—

ସାମବାସିନେତି । ହ୍ରସବଃ ।

ଅତଃପ୍ରାୟଶ୍ଚିନ୍ତାର୍ଥଃ । ସହାନୁଜ୍ଞାନପୁରସକ୍ତିର ଅବସ୍ଥୁତୀମାର୍ଗଃ ୧୫୪ତୀର ହୁମାରମୟକ୍ରମଃ ।

ତଥାଚ ଚର୍ଯାଚର୍ଯ୍ୟଃ—

୧୫୦ ଅତଃପ୍ରାୟଶ୍ଚିନ୍ତାର୍ଥଃ ।

୧୫୧ ବାମେ, କର୍ତ୍ତାମାର୍ଗଃ, ନିର୍ମଳଃ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟଃ ।

୧୫୨ ଯୁ, ହରପ୍ରମାଣାବିହରଣମାର୍ଗଃ ।

୧୫୩ ମୟ, ପାର ଓଢାରେ, ନିକାର, ପାରେଞ୍ଜାରେ ।

୧୫୪ ସାମବାସିନି ।